
রাম
রাম
রাম রাম

রক্তাঞ্জলি

[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত

—সুপ্রসিদ্ধ—

অরুণ অপেরা ও বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

১লা মার্চ্চ, ১৯২৯ সাল।

নূতন সংস্করণ

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রকাশক
শ্রীভোলানাথ দেবশর্ম্মা
১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলিকাতা

C. P. Works
PRINTER-A. C. Chakravortty
10, MANIKTOLLA STREET,
CALCUTTA

উৎসর্গ

অক্লান্তকর্ম্মা, সত্যসন্ধ, ধর্ম্মপ্রাণ স্নেহের অনুজ

শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ রায়

দীর্ঘজীবিতেষু

ভাই!

সুদীর্ঘ ৪৭বৎসর ধরিয়া নাট্যজগতে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই সুদীর্ঘ সময়ে কত নাটক লিখিলাম, ছাপাইলাম, নাট্য-কানন হইতে কত সৌরভময় সদ্য-প্রস্ফুটিত প্রসূন আহরণে কত আত্ম-স্বজন তথা সুধীগণকে উপহারও দিলাম, কিন্তু তোমাকে উপহার দিবার মত কিছু—এই দীর্ঘকালে সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তোমার অনন্য-শরণ অগ্রজ ভক্তি ও অকৃত্রিম সোদর—শ্রদ্ধার যথাযোগ্য উপহার এতদিনে মিলিয়াছে। আমার 'রক্তাঞ্জলি' তাই তোমার নামে উৎসর্গ করিয়া আমিও এতদিনে স্বস্তিলাভ করিলাম। ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

তোমার অগ্রজ (নাট্যকার)

রক্তসিন্ধু

পণ্ডিত অঘোর চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। রণজিৎ অপেরায় অভিনীত। আধুনিক রুচিসঙ্গত ঘাত প্রতিঘাতময় বিস্ময়কর দৃশ্যকাব্য। ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জামদগ্ন্যের ক্ষত্রিয় সংহার যজ্ঞের আহুতিস্বরূপ এই ঝটিকা বিক্ষুব্ধ বিভীষিকাময় মহাপ্রলয়ের সর্ব্বসংহারক "রক্তসিন্ধু" ইহাতে আছে—বিপ্রবহ্নি দুর্ব্বাসার ধক্ ধক্ জ্বালাময় রক্তলোচন, রাজা সুচন্দ্রের অন্ধ ব্রাহ্মণ ভক্তি প্রদর্শন। যুবরাজ পুষ্করের সারল্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আশ্চর্য্য নিদর্শন। কপটবন্ধু—সঞ্জয়ের ঝলকে ঝলকে বিষোদ্গারণ, বধূ মন্দাকিনীর—মন্দাকিনীসম পূত-প্রেমের ঝর্ ঝর্ ঝরণার উৎসারণ ইত্যাদি। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

মহাশক্তি

উক্ত অঘোর বাবুর অমর লেখনী প্রসূত নাটক (চিত্তরঞ্জন অপেরায় অভিনীত) ইহাতেই সেই বিজয় দুন্দুভির ভীষণ নিনাদ, সুরাসুরের মহাযুদ্ধের প্রলয় কল্লোল। বরলব্ধ মহাপাপী মহিষাসুরের উত্থান ও পতন। সুরেন্দ্র ও সুরেন্দ্রানীর দেবত্বের কি কমনীয় সুন্দর চরিত্র চিত্র অঙ্কন। জয়ন্ত ও মহিষাসুর পুত্রের কি চমৎকার অভাবনীয় সৌহৃদ্য প্রদর্শন। অভিনয় দর্শনে, কি পুস্তকপাঠে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শিবকেশব

মণিবাবুর আর একখানি নূতন পৌরাণিক নাটক মহাসমারোহে অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। অপূর্ব্ব রচনা, অপূর্ব্ব চরিত্র। স্রষ্টি শিবকে বহু নাটকেই দেখিয়াছেন, বিষ্ণুকে ও নানারূপেই দেখিয়াছেন! কিন্তু সিদ্ধ নাট্যকার এই নূতন নাটকে পুরাণের এক অভিনব মনোরম আখ্যান অবলম্বন করিয়া শিব ও কেশবের যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। ভাল কাগজে ভাল ভাবে ছাপা, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

চরিত্র

পুরুষগণ

রবি, ইন্দ্র, গরুড়, জটায়ু, সাগর, বনদেবতা, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, মাণ্ডব্য (তাপস), রাবণ (লঙ্কেশ্বর), ইন্দ্রজিত (ঐ পুত্র), কালনেমী (ঐ মাতুল), বিভীষণ (রাজ ভ্রাতা), তরণীসেন (ঐ পুত্র), প্রহর্ষণ (তরণীর মাতুল), ঋষিকুমারগণ, তাপস-বালক, নাগরিকগণ, রক্ষবালকগণ, সেনাপতিগণ, সৈন্যগণ, দূতগণ, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

ছায়া, রাজলক্ষ্মী, সীতা, সরমা (বিভীষণের পত্নী), বক্রনাসা (কালনেমীর পত্নী), লহরী, ঋষিকুমারীগণ, নাগরিকাগণ, রক্ষবালিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, চেড়ীগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

সমাগত সুধীগণ লহ সাদর নমস্কার।
আজকে নিশি জাগবো হাসি
শুনিয়ে নূতন সমাচার ॥
আধ ফুটন্ত বেল যূথিকা
ঝর ঝর ঝর মল্লিকা।
কোমল তাজা কমল কলিকা
দিয়ে গাঁথা এই ফুলহার ॥
নয় প্রবীণা নয় নবীনা
প্রেমিকারা এক প্রাণা
নিত্য নূতন তাই পুরাতন
সীতা রামের কীর্ত্তি ধার।
ঋষির বীণা বাজছে কিনা
আজও সেটা বুঝিবার ॥

রক্তাঞ্জলি

—প্রথম অঙ্ক—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

লঙ্কা—সাগর তীর

[নৃত্য গীত সহ ছায়া ও রবির প্রবেশ]

গীত

ছায়া— কি চাতুরী লুকোচুরি অস্তাচলে বাড়িয়ে পা।
কোথায় কায়া কাঁপছে ছায়া
ভয়ে মুখে সরে না রা॥

রবি— চুপ্ চুপ্ চুপ্ কয়ো নাকো কথা
লাজের ভরে নুয়ে গেছে মাথা।
চুপি সাড়ে পাহাড় আড়ে
এস উভয়েতে ঢাকি গা॥

ছায়া— নাহিক রাহু বিমান বুকে
সূর্য্য গ্রহণ ভয়টা এ'কে।
বেলাবেলি খেলা তুলি
চললে কেন বুঝিনা তা॥

রবি— আমার বংশে কালী ঢেলে
কুলবধূ নিয়ে চলে।
যশো খ্যাতি চললো সতী
সূর্য্যবংশে গর্ব্ব যা॥

[উভয়েয় প্রস্থান

(নেপথ্যে ঘন ঘন শঙ্খনাদ)

[বিভীষণ ও সরমার প্রবেশ]

সরমা। একি অপরূপ!
দিবস অষ্টম ভাগে
রাহু গ্রাসে রবি।

বিভীষণ। মহা অমঙ্গল সূচনা সরমা!
কয়দিন অগ্রজ রাবণ
লঙ্কার আসন ভার দানিয়া আমায়
গিয়েছেন দণ্ডক অরণ্যে,
ইতি মধ্যে নিত্য নব কত শত
বিপর্য্যয় রাজধানী বুকে,
নহে কভু মঙ্গল সূচনা।

সরমা। কে না জানে যশ খ্যাতি
ধর্ম্মে মতি স্বামীর আমার।
বহু পুণ্য বলে তব সম রাজা
লভে নাগরিক।

বিভীষণ। পক্ষ পাতিত্ব সাজেনা তোমার।
আপন স্বামীর গৌরব গানে
হেন ভাবে পরোক্ষেতে,
বর্ত্তমান শাসনে কটাক্ষ
নহে রাজভক্ত প্রজাধর্ম্ম কভু।
রাবণের সম কে আছে বরণ্যে
চতুর্দ্দশ ভুবন মাঝারে?
প্রতাপে যাঁহার ইন্দ্র, চন্দ্র,

বায়ু ও বরুণ সনে যম দিবাকর
আজ্ঞাবাহী দাস সম সেবে অহর্নিশি,
ভক্তিতে যাহার জগত জননী দুর্গা
চামুণ্ডা রূপেতে প্রহরিণী সমা
পুরী রক্ষয়িত্রী, সৌভাগ্য যাঁহার
ভাগ্যদেবী দশ লক্ষ পুত্র সনে
সওয়া লক্ষ্য পৌত্রে দিয়ে
করিলেন বিশ্বশ্রবা কুলের বর্দ্ধন,
তাঁর সম নৃপতি দুর্লভ।

সরমা। একি—একি পুন বিপর্য্যয়!
দেখ দেখ নাথ ভূমিকম্প
বুঝি অভ্যুদয়।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার শঙ্খনাদ)

বিভীষণ। জয় রাম। বিভীষণ স্কন্ধে
যবে স্বর্ণ লঙ্কা ভার,
সেই কালে দিতে ছারখার
কেন এই প্রলয় সূচনা?

সরমা। একি! পৃথ্বী যে থামে না।
উঃ কি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প।

বিভীষণ। একি ভীষণ কম্পন!
দেখ দেখ প্রিয়ে সারি সারি
অভ্রভেদী অট্টালিকা শ্রেণী
নিমিষেতে হ'ল ধূলিসাৎ।
ঘন ঘন শঙ্খনাদ সনে
ওই—ওই ওঠে কোটি কণ্ঠে

আতুর নিনাদ। অনর্থক কালব্যজ—
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার।

[প্রস্থান

সরমা। কি অভিশাপ এক পুত্র
গৃহে যে গৃহীর।
তরণী—তরণী—কোথায় তরণী—
নাহি জানি কি দশায় হেন বিপর্য্যয়ে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপুরী সমুখস্থ পথ

[গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

গীত

রাজলক্ষ্মী— বাজে ব্যথা চিতে ত্যজিতে এমন সোনার ধাম।
কনক লঙ্কা নগরী লো বিধি বুঝি তোর বাম॥
অশ্রু নয়নে নীরবে চলি
পথে যেতে পদ পড়িছে ঢলি।
করুণ রাগিনী পবন তুলি গাহে অবসান গান॥
কার দ্বারে যাব লভিতে ঠাঁই
কোথায় এমন আদর পাই।
সুখের অতীতে ভুলিতে কে পারে
ধাম সনে ওগো নাম॥

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। প্রলয়ের তাণ্ডব নর্ত্তনে ধ্বংসপ্রাপ্ত
বিপর্য্যস্ত রাজধানী বুকে,
নিশার আঁধার ঘোরে
করুণার মর্ম্মভাঙ্গা সুরে
কে গা, তুমি নিজে কেঁদে
কাঁদাতেছ লঙ্কার অধীপে।

রাজলক্ষ্মী। আমি? কে বা আমি?
ওগো—ছিল, ছিল পরিচয়
বলিবার প্রচারের মত,
সব গেছে একটি নিমিষে।

বিভীষণ। যাক্ সব, আবার হইবে সব।
রুদ্র বীণে হেন ভাবে প্রলয়ে নাচানো
প্রকৃতির আদিম খেয়াল।
সৃষ্টির সূচনা হতে
অহরহ চলেছে সংগ্রাম
প্রকৃতির সনে সৃষ্ট পদার্থের।
প্রকৃতির প্রলয় নর্ত্তনে
ধুয়ে মুছে লয়ে যায় অনন্তের কোলে
সমৃদ্ধি শালিনী নগরীর সনে
নাগরিক বসবাস—নাহি রাখি
কণা মাত্র স্মৃতি অবশেষ।
কিন্তু নাগরিক পুন
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভ করি তোলপাড়

বালুকা ও মৃত্তিকার কণা আহরণে
যথাকালে গড়ে তোলে
অমরাবতীর সদৃশ নগরী।
ঠিক যেন পরোক্ষেতে
প্রকৃতি বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা।

রাজলক্ষ্মী। যাহা যায়, যেমনটি যায়,
ঠিক সেইটি যে নাহি ফিরে আর।

বিভীষণ। তথাপিও তাহা হতে সুন্দরতর করি,
ফিরাবার অধিকার একমাত্র
জীব জগতের নহে জড় সাম্রাজ্যের।
নব ভাবে সুসজ্জিত হতে
পুরাতন স্বর্ণলঙ্কা হল ছারখার—
উপলক্ষ্য ভূমিকম্প মাত্র।
বার্দ্ধক্যের জীর্ণ দেহ করি পরিহার
জীবাত্মা ধরেন যথা নব কলেবর।

রাজলক্ষ্মী। চারি যুগ অমরত্ব তব
তাই মৃত্যু নহে ভীষণ সম্মুখে।
যত জীর্ণ, যত পুরাতন, রোগের আকর
হউক না কেন জীব দেহ,
তবুও জীবাত্মা প্রয়াণ কালে
কাঁদে তার স্বরে
অতীতের সুখ স্মৃতি তরে।
তুমি যে অমর—

বিভীষণ। মাত্র এই যুগ হতে হ'ব,
হইনি পূর্ব্বেতে। জন্মান্তরীণ

সংস্কার যদি জীবাত্মার সনে
এসে থাকে, তবে অমরত্ব বর
প্রাপ্তি আগে—এ হেন সংস্কার
ছিল অন্তরে আমার। •
আমি, তুমি, সরমা ও
আনন্দ দুলাল আমার তরণী—
কতবার জন্মেছে মরেছি,
ইয়ত্তা কোথায় তার ?
তবে দেবি—

রাজলক্ষ্মী। আর কেন হেন সম্বোধন ?

বিভীষণ। নাহি জানি তব পরিচয়,
কিন্তু তপত কাঞ্চন সম অঙ্গের লাবণ্য,
গুচ্ছ গুচ্ছ ভৃঙ্গ কৃষ্ণ অজানুলম্বিত কেশ,
যুগ্মভুরু আকর্ণ বিস্তৃত,
চকিতা হরিণী সমা চঞ্চল কটাক্ষ,
তন্বীদেহ—পরিপূর্ণ মাতৃত্বের দাবীলয়ে
সম্মুখে আমার। কে তুমি
গো দেবি দেহ পরিচয়।

রাজলক্ষ্মী। ভাগ্যদোষে নাহি চিন মোরে।
গর্ভে ধরে নিকষার মাতৃত্বের দাবী,
আর সমৃদ্ধি সৌভাগ্যে
জগত বরেণ্য করি আমিও যে
সেইরূপ দাবীলয়ে এতকাল ছিনু রাজপুরে।

বিভীষণ। এতকাল ছিলে ?

রাজলক্ষ্মী। শব্দের চাতুর্য্যে

অতীত ইঙ্গিত করি
বর্ত্তমান সনে ভবিষ্যত—
কেন—কেন—কিবা দোষে
কর হেন বিভীষিকাময় ?

রাজলক্ষ্মী। আমি যে থাকার নয়।

বিভীষণ। কেন মাতা ? দশানন অগ্রজ আমার
কয়দিন তরে রাজ্যভার দিয়ে মোরে
হইল প্রবাসী। এই স্বল্প সুখ স্বপ্নে মোর
কেন—কি বিষাদে সাধ' বাদ দেবি !
সত্য বটে রাজ কার্য্যে অনভ্যস্ত আমি,
অহোরাত্র রত থাকি ঈশ্বর চিন্তার,
তা' বলে কি রাজলক্ষ্মী তোমার সম্মান
রক্ষা শিখি নাই—রাজবংশে
করি বসবাস ?

রাজলক্ষ্মী। অমর্য্যাদা পদে পদে যেথা
সেথা কেমনেতে করি অবস্থান !

বিভীষণ। আমা হতে অমর্য্যাদা—কবে—
কোথা—কি সূত্রে জননি !

রাজলক্ষ্মী। তুমি মাত্র স্বল্প দিন তরে
প্রতিনিধি রূপে উপবিষ্ট রাজপাটে,
তুমি কে ধীমান্, রাজা দশানন
এক নারীকুল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর
লাঞ্ছনা করি নারীত্বের সাধি অপমান—
হারায়েছে করুণা আমার,
পরোক্ষেতে তাড়ায়েছে রাজপুরী হ'তে।

বিভীষণ। রাজলক্ষ্মী তুমি!
তিন ভাই মোরা সন্তান সদৃশ তব।
পুত্র যদি হয় অপরাধী, জননী কি প্রতীকারে
হ'ন কভু বিরুদ্ধ গামিনী?
পদে ধরি ফিরে এস,
অশ্রু জলে দিব ধুয়ে লাঞ্ছনা কালিমা—
যেওনা যেওনা মা—
শ্রীহীন কর না এই স্বুবর্ণ লঙ্কায়।
আমা অন্ত প্রান দশানন—
সর্ব্ব দিকে জ্যৈষ্ঠ মোর
পদে ধরি ত্যজ না তাহায়।

রাজলক্ষ্মী। রহিব না রাবণের ঘরে
ভীষণ সংকল্প মোর।
ফিরিবার নহি, তবে
অনুরোধে তব করিলাম স্থির,
যাবত রহিবে ধর্ম্ম প্রাণ বিভীষণ
কনক লঙ্কায়, তাবত না ত্যজিব
এ দেশ। তবে আসিয়াছি
বহির্দ্দেশে যবে, আর না
করিব প্রবেশ পাপ পুরীর ভিতর।
রহিলাম অপেক্ষায় তব সাগর সৈকতে,
যদি কভু বিভীষণ রাজা হয়
সোনার লঙ্কায়, তবে আবার
ধরিয়া রাজলক্ষ্মীর মুকুট শিরে
বসিব এ স্বর্ণপুরী মাঝে।

গীত

রাজলক্ষ্মী— আমায় রাখিস্ নিকো আর ধরে।
যাত্রার পথে বাড়িয়েছি পা
কেমন করে যাই ফিরে॥
ওই কাঁদে রে ধর্ষিতা
দস্যু করে অপহৃতা
কোথায় সীতা কোথায় সীতা
উঠছে রব সিন্ধু পারে॥
ভগ্ন পাখা রক্ত বমন
ঘুচাতে গো নারীর বেদন
পক্ষী জনম সফল হল
তোর শ্রীরামের কর্ম্ম ফেরে॥

[প্রস্থান

বিভীষণ। বুঝিতে না পারি দেবী—
মোর ইষ্ট দেবদেবি নাম
করি উচ্চারণ, হৃদে জ্বালি
অশান্তি অনল—নিমেষে মিশালে কোথা ?

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। প্রভু! দেখেছ কি তরণীরে মোর ?

বিভীষণ। দেখিয়াছি—দেখিয়াছি—
সরমা সুন্দরী জীবন নদের বুকে
বিসর্জ্জন তরণী উপরে
রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হল চিরতরে।

সরমা। সহসা কেন হেন উন্মাদনা তব ?

বিভীষণ। উন্মাদনা? উন্মাদ হলেও
এদৃশ্য যে হ'ত না দেখিতে।
নহে স্বপ্ন, নহে মস্তিষ্ক বিকৃতি,
স্বচক্ষে সজ্ঞানে হেরেছি প্রিয়ে
শোকের আলেখ্য এক অতি শোচনীয়
লঙ্কার দুর্দ্দশা ভরা।
সরমা। কোথায় তরণী মোর—
একমাত্র সংসারের সার?
ভূমিকম্পে সারাটা লঙ্কায়
আত্মীয় হারারা কাঁদে,
তবে কি আমার তরণী
গৃহ চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে?
বিভীষণ। সত্য যদি হয়ে থাকে
পরিস্ফুট আতঙ্ক তোমার,
তবে মহাভাগ্যবান্ পুত্র
সুখে গেছে ত্যজি ইহলোক।
রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত যেথা
সেথাকার কি আর রহিল?
এর পর কণামাত্র না রবে ঐশ্বর্য্য
এই কনক লঙ্কার।
বিপুল এ রক্ষকুল হবে ছারখার
দৈন্য ভরা শ্মশানের বুকে।
দৈব প্রাকৃতিক অত্যাচারে জীর্ণ হয়ে
তিলে তিলে মরণের চেয়ে,
সমৃদ্ধির চৌষট্টি কলায়—

সত্য যদি জীবনের দীপ নিভে যায়,
তা হ'তে কি আছে গৌরবের ?

(নেপথ্যে তরণীর গীত

সরমা। ওই না গাহিছে মোর আনন্দ দুলাল।
জয় রঘুপতি রাম—এতক্ষণে
মৃত প্রাণে দিলে প্রাণদান।
পুত্র মুখ করি দরশন
দূর কর দুশ্চিন্তা তোমার।

[গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ]

গীত

তরণী— অসার সংসার সাগরে
সারাৎসার হরি।
অবতরী কৃপা করি
দেহ দীনে পদতরি॥
একে একে সাথী সবে
আমারে ত্যজিল ভবে
কিবা ভাবে দিন যাবে
তাই এবে ভেবে মরি॥
প্রহ্লাদ পেয়েছে সঙ্গ
ধ্রুব ছিল অন্তঃরঙ্গ
তব রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ
বুঝেও বুঝিতে নারি॥
পিতা ভ্রাতা সাথী জন
একাধারে নিরঞ্জন
অকিঞ্চনে আকিঞ্চন
বরিষ হে কৃপাকরি॥

সরমা। এ সৌভাগ্য—রাজসম্পদে কোথায়
তবে কেন রাজলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান
আনি কল্পনায় বিষণ্ণ এমন !

বিভীষণ। সত্য ! রাজলক্ষ্মী যাত্রাকালে
লয়ে গেলে ঐশ্বর্য্য সম্ভার,
তবু বিভীষণে করেনি কাঙাল।

সরমা। তরণী ! বিপর্য্যস্ত ভূমিকম্পে
সারাটা নগরী—কোথা ছিলি এতক্ষণ ?

তরণী। মাতা ! ভগ্নস্তূপে আহত আহা
কত নরনারী কি কব বর্ণনা !
তাহাদের উদ্ধারেতে
ছিনু রত যথা সাধ্য মত।

বিভীষণ। শ্রীরামের অসীম করুণা
বৎস তোর প্রতি, নহে
এ বয়সে কার হেন মতি,
পরোপকার ব্রতী বীর
করি আশীর্ব্বাদ, এই পূণ্য গতি,
আমরণ রহুক জীবনে তোর—
শ্রীরাম কৃপায়।

তরণী। কেবা রাম পিতা ?

বিভীষণ। পরব্রহ্ম অনাদি অনন্ত
অব্যয় অচিন্ত্য ভগবান্।

তরণী। তবে নহে বিষ্ণু, রামই প্রধান ?

সরমা। যিনি বিষ্ণু, তিনিই শ্রীরাম।
দুর্জ্জন দলনে সাধুর রক্ষণে

পৃথিবীর ভার হরণেতে
নব যুগে নররূপে বিষ্ণু অবতার।

তরণী। বুঝিতে নারিনু মাতা বচন তোমার।
নর কিসে হয় নারায়ণ!
পিতা—মাতার ধারণা সত্য ?

বিভীষণ। যুগ বিভাগের পূর্ব্বে,
প্রলয় পয়োধি বক্ষে
যবে চরাচর ছিল নিমজ্জিত,
সেইকালে মৎস্য, কূর্ম্ম,
বরাহ রূপেতে যিনি সৃষ্টির বর্দ্ধনে।
আদি সত্য যুগে নৃসিংহ
বামন রূপে অসুন্দর বিতাড়নে
সৌন্দর্য্য সৃজনে সেই তিনি পুন অবতার।

সরমা। আবার শৈশব ত্রেতায় ভৃগুরাম—
পরে প্রোজ্জ্বল যৌবনে রাম রূপে
সেই নারায়ণ।

তরণী। কোথা—
কত দূরে,কোন কূলে
কিবা রূপে তিনি ?

বিভীষণ। সুদূর অযোধ্যাধামে রাজা দশরথ
পবিত্র সূর্য্যের কূলে লভিল জনম।
নারায়ণ চারি অংশে
ঔরসেতে তাঁর অবতীর্ণ এ ধরায়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন
চারি প্রাণ কায়া ভিন্ন আত্মা এক।

তরণী। শুনেছি মা তব মুখে
রাম নামে চোর হল কবি,
সেই বাল্মীকি কোথায় এখন।

বিভীষণ। রাম নামে উন্মত্ত তাপস
তপোবনে নিরজনে বীণার বাদনে।

সরমা। চল বৎস পুরী মাঝে
শুনাইব বাল্মীকির বীণার রাগিনী।

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ—
বাজবে না গো বাজবে না
ঋষির বীণা অন্য তানে
এক সীতারাম নাম বিনা॥
বেজে বেজে অনলো টেনে
ধরায় লক্ষ্মী নারায়ণে
করুণ গানে পাষাণ গলে
নিষাদ পাখী মারলো না॥
সকল ছেড়ে গুহক চাড়াল
সার করেছে নামের কাঙাল
এমন কাঙাল কেউ পাবে না
ভব নদে দিতে হানা॥

সরমা। প্রহর্ষণ! ভাই!
আজি হতে তরণীরে লহ সঙ্গী করি।

বিভীষণ। চল—বাল্মীকির তপোবন
করিগে সৃজন-রাজপুরী মাঝে,

প্রহর্ষণ গাবে—তরণী তুলিবে তান,
মোরা দুইজনে প্রেম গাঙে বহাব উজান।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগর বক্ষ

[নৃত্যগীতে রত সাগর ও লহরী]

গীত

সাগর— তোর মন চুরি কি প্রাণ করি চুরি।
বুঝতে নারি ও পিয়ারী প্রাণে হামাগুড়ি॥
লহরী— তাই তাই তাই আররে খোকা
দেখিস যেন খাসনি ধোঁকা —
বুঝবো বোকা গন্ধ শোঁকা কেমন বলিহারী॥
সাগর— তোরে আমি ছাড়ছি নি
লহরী— আমিও প্রাণ আকছি নি
সাগর— (মাইরি) তাড়াস নিকো সই
লহরী— (কি বন্ধু) করবে জল সই
উভয়ে— আয় দুজনে এ বিজনে
প্রাণে প্রাণে ধরি
সুড়সুড়ি আর চুম কুড়িতে
কার সাজি প্রাণ কাজ সারি॥

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কালনেমীর পুরী

[কালনেমী ও বক্রনাসার প্রবেশ]

কালনেমী। ঘন ঘন ভেরী বাজলো না? নিশ্চয়ই রাবণ ফিরলো।

বক্রনাসা। ফিরবে না তো কি, আর তেমন দিন তোমার আমার হবে? সর্ব্বনাশী চামুণ্ডা দেবীর মন্দিরে যখনি পূজা দিতে যাই তখনি কামনা করি যে প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছতো চোখ খাগী, দেখতে পাচ্ছ কৈ? তেলা মাথায় তেল ঢেলে অপব্যয় করছ কেন? রাবণের কিছু ভাল মন্দ কর, যে আমি লঙ্কার রাণী হয়ে মন্দোদরী গতর খাগীর দেমাক্ ভাঙি।

কালনেমী। এ যে তোমার খুকীর চাঁদ ধরা গোছের বায়না গিন্নী। রাবণ যদি তোমার চামুণ্ডার কৃপায় ঈশ্বর প্রাপ্ত হয় তাহলে বিভীষণটা মিট্ মিটে ডান্ ভাই অন্ত প্রাণ—যেন জোড়া পেহ্লাদ, ও কি ভায়ের সিংহাসনের লোভ ছাড়বে?

বক্রনাসা। আহা! যা বলেছ—জোড়া পেহ্লাদই বটে। ভাই অন্ত প্রাণ বলে ভাই অন্ত প্রাণ—রাবণ যেই মরবে সেই দণ্ডেই দেখ বিভীষণও দণ্ড কমণ্ডলু গেরুয়া নিয়ে বিবাগী হবে।

কালনেমী। আর কুম্ভকর্ণ?

বক্রনাসা। তোমার যেমন কথা। ছ'মাস ঘুম একদিন জাগরণ, ছ'—ছ' মাসের ঘুমের পর জেগে—ঐ ছ' মাসের ক্ষিদে তেষ্টা মিটুতে আড়া মুড়ো ভাঙতে—কোদ্দিয়ে একদিন কেটে যাবে—আবার বাছার ছ' মাসের ঘুম ঘুমুতে ঘাড় লটকে পড়বে সিংহাসনের শিঁড়ি ভেঙে উঠতে—পায়ের খিলই ছাড়বে না—ঐ জাগা সময় টুকুর মধ্যে।

কালনেমী। আর দশ লাখ ব্যাটা, স-লাখ নাতি, পৌনে তিন লাখ এধার ওধার দশদিকে জ্ঞাতি?

বক্রনাসা। তবে আর চামুণ্ডা চোখ্ খাগীকে মানছি কি ছাই? যে মা, মঙ্গল কর মা মঙ্গলচণ্ডী হয়ে একটু মঙ্গল কর' রাবণের বংশে বাতি দিতে কাউকে রেখ' না মা!

কালনেমী। আহা ভক্তিময়ী, সত্যি যদি মা তোমার ভক্তিতে চোখ চেয়ে চান্। তাহলে কি করে শাসন করতে হয় লঙ্কার সিংহাসনে বসে দেখিয়ে দেব।

বক্রনাসা। ছাই দেখাবে, তোমার কেবল মুখেই বড়াই। লোকের মামারা, কেমন ভাগনের সর্ব্বনাশ ক'রে রাতারাতি বিষয় করে ফেলে আর এই মুখপোড়া মামা—এতকাল ভাগনের মাথার ওপর কর্ত্তাগিরি ক'রছে কিছু করতে পারলে না গা!

কালনেমী। করবো গিন্নী—সব করবো, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বেহ্মার বরে আমিও তো প্রকারে অমর।

বক্রনাসা। মুয়ে আগুন অমর বরের। অমর বর নিয়ে হবে কি? বুড়ো হয়ে চোখের মাথা খেয়ে, থর থর ক'রে কেঁপে, হাঁফানি কাশীতে কেশে, হাঁফিয়ে, লাঠি ধরে ঠক্ ঠক্ করে চলতে—অমর বর, মুয়ে আগুন না থাকবে তখন দাঁত, কস বেয়ে দিনরাত লাল পড়ে বিছানা পত্র নষ্ট—মুয়ে আগুন। হ্যাঁ বুঝতুম অমর বরের সঙ্গে যৌবনটাও অমর হত—

কালনেমী। তা যৌবন রাখতে হলে, এদিক ওদিক এর ওর কাছে চাইতে হবে কেন। বেহ্মার দ্বিতীয় বরে আমি মায়াবী, যখনি ইচ্ছে করবো, ছ' মুখ, আট হাত বের করে যাচ্ছে তাই করতে পারবো। দেখবে?

বক্রনাসা। রক্ষা কর। এক মুখের খোরাক জোটাতে সাত হাড়ি

ভাত সেদ্ধ করে মরতে হচ্ছে, আর ছ' মুখে কাজ নেই। দুঃখে কষ্টে দিনরাত কাঁদুনি গাইতে, অমর বর নেওয়ার দরকার? দেবতারা আমাদের এই রাক্ষস জেতের ওপর কত সদয়! নিশ্চয় অমর বরের ভেতর কোন অভিসন্ধি আছে।

কালনেমী। আহা তাতো আছেই। ব্রেহ্মা যখন বললেন "ওরে ভক্তবর, অমর বর দেওয়ার সাধ্য তো আমার নেই, আছে একমাত্র বিষ্টু ঠাকুরটির। তখন, বুঝলে কিনা প্রেয়সী, মাথাটা দুটো হাটুর মাঝখানে নুয়ে পড়লো, চির শত্রু বিষ্টুর কাছে প্রার্থনার আশঙ্কায়। বেহ্মাও দেবেনা, আমিও নাছোড় বান্দা, শেষ আপোষ করে নিলুম,—যে মানুষ, রাক্ষস, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, ভূত, প্রেত কারও হাতে মরবো না, জলে মরবো না, আগুনে পুড়বো না, এমন কি ইন্দ্রের বাজেও আমার গায়ের একটা লোমও খসবে না।

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ— তবুও তুমি বাঁচবে না।
রক্ষা কবচ হবে নাকচ
কাল কখন ফিরবে না॥
মরতে হেথা আসে জীবে
জনম মাঝে মরণ পাবে
শরণ কর' জগত তারণ
জীবন যখন থাকবে না॥
দিনে দিনে আয়ু ক্ষয়
তবু কেন মরণ ভয়
শঙ্কা হরণ শ্রীরাম চরণ
সার তো তবু করছ না॥

বক্রনাসা। আয় বাবা আয়। করবো বাবা করবো পোড়া সংসারটা একটু গুছতে পারলেই পতিত পাবনের নাম নিয়ে লেপ মুড়ী দিয়ে বিছানায় বসে নাম জপ্‌বো আর বাইশ গণ্ডা বামুন দাস দাসীদের ওপর গিন্নীপনা করবো।

কালনেমী। বাবাজী, তোমার মনটা যেমন সরল মাথাটা যদি গরম না করতে তাহ'লে তোমায় দিয়ে অনেক কাজ হাসিল করতে পারতুম।

প্রহর্ষণ। হ্যাঁ মামা, যা বলে'ছ, মাথাটা আর ঠাণ্ডা হ'তে চায় না, কাজ ধরতে চাই—পাগল বলে—ভয়ে কাজ পালিয়ে যায়।

বক্রনাসা। আহা বাছারে, রাজার ছেলে ভিখারী সেজে বেড়াচ্ছিস্—দেখে দিনরাত কেঁদে মরি। বলি পর তো নয় গা। যম জামাই ভাগনা—এই তিন নয় আপনা—সেই ভাগনা বিভীষণ তার শালা—এত নিকট সম্পর্ক আর কার সঙ্গেই বা আমাদের আছে—কি বল গো?

কালনেমী। তার আর সন্দেহ কি; বাবাজী, মাথা ঠাণ্ডা করে, হাতের লেখা পাকাও। পাঁচ রকম লোকের নাম সই যোগাড় ক'রে মক্স কর দেখি!

বক্রনাসা। আহা তা যদি করতে পারে—তাহলে তুমি রাজার মামা—তোমার দ্বারাই তো ও একটা হোমরা চোমড়া দিগ্‌গজ জালিয়াত হয়ে দশের মধ্যে একজন হতে পারবে।

প্রহর্ষণ। মামী একবার ভেবে দেখ—এমন দিন থাকবে না।

বক্রনাসা। তাই বল্ বাবা এমন দিন যেন না থাকে। তেল আনতে নূন নেই, হাঁড়ি ডন্‌চন্, কেঁড়ে ঠন্‌ঠন্—এদিন যেন না থাকে।

কালনেমী। আহা তা'ত একদিন থাকবেই না। ভাগ্য দেবতারও তো একটা চক্ষু লজ্জা আছে—যদি তাতে ভদ্রতা থাকে।

প্রহর্ষণ। তা নয়—মামা। মামী—একদিন যেতে হবে—ভাবছো না।

বক্রনাসা। কোথায় বাবা? চুলোর সংসার ছেড়ে এক পা কি বেরুবার সময় আছে।

প্রহর্ষণ। যেতেই যখন হবে, তখন এখন থেকে ব্যবস্থা কর—যাতে নরকে নাগিয়ে স্বর্গে যেতে পার।

বক্রনাসা। সে ব্যবস্থা রাবণ করবে শুনেছি। শীগ্‌গীরই স্বর্গে যাবার সিড়ি তৈরী করবে। আমার শুধু দেখা—হাঁটুতে যে গেঁটে বাত—বাড়ীর তিনটে পইটে ভেঙ্গে উঠতে—তিনবার বসে হাঁপিয়ে মরি অত শিড়ি ভেঙে উঠে কি যেতে পারবো। আমি শুধু এইখানে বসেই দেখবো মিন্‌সে শিড়ি ভেঙে স্বর্গে যাবে।

কালনেমী। কোথায়? স্বর্গে! আরে ত্বগ্যা বল, সেখানে ভদ্র সন্তান যায়—খালি বিধবা, হবিষ্যি খেগো ভট্‌চায্যির দল, না আছে নগরের হরেক রকম মজার একটাও—না পাব একটা চেনা লোকের দেখা। তার চেয়ে যেতেই যদি হয়—নরকে যাব—যেখানে পথে ত্ব-পা এগুলেই ত্ব-শ চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে।

বক্রনাসা। ওই আবার ভেপু বেজে উঠলো।

কালনেমী। নিশ্চই রাবণ ফিরলো—নইলে এমন ঘন ঘন ভেরী বাজবে কেন! আমি একবার চট্ করে দেখা করে আসি, তুমি প্রহর্ষণকে একটু বোঝাও পাগলামি সরল পথ ছেড়ে একটু কুটিল পথ ধরতে শিখুক—এ যে ভীষণ যুগ নরম হয়েছে কি গেছ। তবে আসি ত্বগ্যা ত্বগ্যা।

[প্রস্থান

বক্রনাসা। এস—মা চামুণ্ডা মুখ তুলে চাও মা—আমার স্বামীকে হোমরা চোমড়া ক'র মা। আয় বাবা আয়—ত্বটো গান শুনুবি আয়।

প্যান প্যান্ করে ঠাকুর দেবতার নাম না গেয়ে ছোঁড়া ছুঁড়িদের গান জানিস্ তো—গাইবি চ।

প্রহর্ষণ। মামী—তোমাকে আমি—আমার মত কর'বই। বল—রাম নাম করবে—তাহলে যৌবনের গানই শোনাব।

বক্রনাসা। তা দেখা যাবে পরে—আগে আয় ছুটো গান শুনুনি আয়।

[উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

পম্পাতীর

[ঋষিকুমার ও কুমারীগণের প্রবেশ]

গীত

ঋষিকুমারগণ। তার বেদনভরা রোদন সারা
নীল আকাশের বুকে ভাসে।
বাতাস প্রাণে অশ্রু আনে
থেকে থেকে হুতাশ্বাসে॥

কুমারীগণ। হেথা সেথা ছড়িয়ে পড়ে
কার অলঙ্কার এমন করে।
কোথায় নিল কেন নিল
কে নিল গো দূর প্রবাসে॥

ঋষিকুমারগণ। পম্পা বুকে শুকিয়ে গেল
সদা ফোটা পদ্ম গুলো।
ঢেকে বদন লাজে তপন
মিশিয়ে গেল সন্ধ্যা পাশে॥

কুমারীগণ। আর কি হেথা আসবে না সে
কাঁদিয়ে কেঁদে গেল গো সে।
বাজিয়ে বীণে রুদ্র তানে
প্রকৃতি কি গোয়াল বশে॥

[সকলের প্রস্থান

[রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাম। ওই—ওই শুন লক্ষণ সুধীর!
করুণ রাগিণী ভাসে
আকাশে বাতাসে, হতাশ্বাসে
জানকী কাঁদিছে স্থির।

লক্ষ্মণ। নহে জানকী ক্রন্দন।
রাম শোকে অনুমানি
কাঁদে বন্য পশু পাখী যত।
ধৈর্য্য ধর রঘুমণি,
জন্মেছি ক্ষত্রিয় কূলে,
পিতৃভক্তি পরায়ণ নর নারায়ণ,
শ্রীরামের স্নেহ ছায়া তলে
এ দেহ বর্দ্ধিত, সুনিশ্চয়
মা জানকীর করিব সন্ধান।

রাম। কর্ম্মফল নিদারুণ মোর।
নহে রে লক্ষণ তোর কেন
হবে মতিভ্রম।
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর,
হিংস্র জন্তু কত শত নিশাচর,
তার মাঝে—
পাতার কুটীরে সদা সন্তর্পণে
সীতা লয়ে বাস,
অবিরত রাক্ষসে সাধিত বাদ,
পূর্ব্বাপর ছিল জানা সৌমিত্রী তোমার

তথাপিও ক্ষণমাত্র অবসর
না লইলে বিবেচনা হেতু,
শূন্য ঘরে জানকীরে ফেলে
কেন গেলে সন্ধানে আমার ?
কর্ম্মফল—কর্ম্মফল অতীব প্রবল।
কর্ম্মফল মায়ামৃগ ছলে
দূর বনে লইল আমারে,
কর্ম্মফলে মায়াবী রাক্ষস
তাড়কা নন্দন মারীচ পড়িল রাম শরে।

লক্ষ্মণ। নিদারুণ কর্ম্মফল সত্য রঘুমণি,
তথাপিও পুরুষকারে
কর্ম্মফল অবশ্য খণ্ডিব।

রাম। সীতা—সীতা, কোথা তুমি প্রাণাধিকা ?
ধনুর্ভঙ্গ পণলব্ধা অর্দ্ধ অঙ্গ
সহধর্ম্মিণী আমার কোথা,
কোন লোকে তুমি ?—রে লক্ষণ !
যার তরে মৃড় মৃড় রবে
ভেঙেছি হরের ধনু,
ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের দর্প করি চূরমার,
সে জানকী কে হরিল মোর ?
চন্দ্রকলা ভ্রমে তবে
রাহু কি করিল গ্রাস ?
অথবা কি রাজ্যহারা হেরিয়া আমায়
চিন্তান্বিতা পৃথিবী কি
হরিলেন আপন দুহিতা ?

এতদিনে মনোভিষ্ট
সিদ্ধ হল কৈকেয়ী মাতার।

লক্ষ্মণ। তা যদি হয়, যদি সত্য
ধরিত্রী হরিয়া থাকে শ্রীরামের সীতা,
বানে বানে করি খান্ খান্,
মধু কৈটভের মেদ আবার
ফেলিব দেব ক্ষীরোদ সাগরে।

শ্রীরাম। দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাদল
দিবানিশি কর সবে তম নিবারণ,
তোমরা কি হ'য়েছ মোর
তিমির হরণে?
সীতা—সীতা—
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান চিন্তামণি মোর
তোমা বিনা মণীহারা ফণী সম আমি,
যেথা থাক্ যে ভাবেতে থাক্
ত্বরা করি দানিয়া উত্তর
শ্রীরামে বাঁচাও দেবী!

লক্ষ্মণ। তন্ন তন্ন করি পর্ব্বত কানন নদী,
শতবার দুইভায়ে করিয়াছি
বহু অন্বেষণ. একস্থানে গেছি
বহুবার—মা জানকীর
হল না সন্ধান।
সুনিশ্চয় ধরাধামে নাহি ধরা সুতা।

শ্রীরাম। শুন শুন পশু পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা
কে হরিল বল' ত্বরা চন্দ্র মুখী সীতা?

লক্ষ্মণ। হের হের আর্য্য,
নিপতিত হেথা সেথা,
ভগ্ন রথ চাকা,
কনক রচিত সুন্দর পতাকা,
রথচূড় জাঠি সনে
সুবর্ণের কাঠি।

শ্রীরাম। রে লক্ষণ অনুমানি মহাযুদ্ধ
হয়ে গেছে সীতার কারণ।
নাহি বুঝি কেবা বাদী প্রতিবাদী কেবা?
দেখ পুন রে লক্ষ্মণ
রক্তে রাঙা, ছিন্ন পাখা,
রক্ত বমনেতে মন্থর গমনে
স্থবির বিহগ এক আসে এই দিকে।

[আহত জটায়ুর প্রবেশ]

জটায়ু। রঘুমণি!

লক্ষ্মণ। রাখ' সম্বোধন, জান যদি
কহ ত্বরা সীতার সংবাদ।

শ্রীরাম। চিন কি সীতারে মোর?
দেখছ কি কভু দ্বিজ
শরতের নির্ম্মল আকাশে
অপরূপ রামধনু রঙ্।
সীতাহারা রামেরে কাঁদাতে
নির্য্যাতীত কেবা তুমি
দেহ পরিচয়।

জটায়ু। গরুড় নন্দন—জটায়ু দাসের নাম।
পিতৃবন্ধু তোমার রাঘব।

শ্রীরাম। পিতৃবন্ধু, পিতৃতুল্য মাননীয়,
জান যদি কহ ত্বরা সীতার সংবাদ।

জটায়ু। সীতা—সীতা—সীতা,

লক্ষ্মণ। হ্যাঁ সীতা, জগতের দুর্লভা জানকী।
দেখেছ কি পিতৃবন্ধু তাঁরে।

জটায়ু। আহা—সীতা—সীতা
সীতার কারণ বহু অন্বেষণে
অনুমানি ক্লান্ত দুই ভায়ে।
সীতা—সীতা—কোথা সীতা,
হেথা সীতার না পাবে উদ্দেশ।

শ্রীরাম। কি কহিলে পিতৃবন্ধু
হবে না উদ্দেশ আর সীতার আমার ?

জটায়ু। সৌভাগ্য অপার
সীতা হেতু আমার মরণ।
দুই ভাই ছিলে না যখন
পঞ্চবটী আশ্রম কুটীরে,
শূন্য ঘরে একা পেয়ে
চোরে নিল সীতা চুরি করে।

শ্রীরাম। কোন্ জন ? দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ
অথবা গন্ধর্ব্ব, ভূত, প্রেত,
পিশাচ, কিন্নর—জানে না সে
কার সীতা করিল হরণ ?
সুতীক্ষ্ণ শায়কে যার মরিল তাড়কা,

ভেঙে চুরে হল চূরমার
হরের বিশাল ধনু—

লক্ষ্মণ। স্থির হও রঘুমণি, !
কহ, কহ ত্বরা জটায়ু সুধীর,
সীতার হরণ নেহারী স্বচক্ষে
কি উদ্দেশ্যে নাহি দিলে বাধা ?
ছিল না কি কণামাত্র শক্তি
ওই স্থবির কায়ায় ?

জটায়ু। আমি বৃদ্ধ অশক্ত অক্ষম,
বার্দ্ধক্যের ভারে হের
ঘন ঘন কম্পিত শরীর,
তথাপি—তথাপি রাম
যুদ্ধ করি সীতা চোর সহ
রুদ্ধ করি বহুক্ষণ রেখেছিনু
আশায় তোমার।
শেষ পাপিষ্ঠ সে চোর
দুই পাখা কাটিয়া আমার
রুদ্ধ,পথ মুক্ত করি—ওঃ হোঃ
সীতা লয়ে শূন্য পথে হল অন্তর্হিত।

লক্ষ্মণ। কে সে দুর্ম্মদ ?

জটায়ু। লঙ্কার রাবণ। মুখে রক্ত উঠে অবিরাম
তবু রাম প্রাণ আছে হেরিতে তোমায়।
এস – সম্মুখে দাঁড়াও,
তব পুণ্য পাদোদক দাও,
দাও বদনে আমার

সকল কলুষ নাশে চলে যাই
পক্ষী জন্ম হতে লভিয়া নিষ্কৃতি।

শ্রীরাম। পিতৃবন্ধু! সীতা হেতু হেন ভাবে
আহুতি দানিলে নিজ মহান্ পরাণ।
পরোপকারে সত্য যদি
মহাপুণ্য থাকে পরকালে,
তবে অবিসংবাদে কহি শুন
গরুড় নন্দন জটায়ু ধীমান্—
দধীচি হতেও তুমি পুণ্য অধিকারী।

জটায়ু। এস চিন্তামণি, এ যে
মতঙ্গ আশ্রম—বর্ত্তমানে
মাণ্ডব্যের অধিকারে
পবিত্র পম্পার তীরে,
আমি নীচ ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জাতিতে,
হেথা মরে অপবিত্র করিব না
ঋষির আশ্রমসনে পবিত্র পম্পার তীর।
এস সাথে এস,
অদূরে ওই বহে গোদাবরী,
ওরই তীরে ওই রাঙা পায়ে
রক্তরাঙা মাথা লুটাইয়ে
ধীরে ধীরে মুদিব নয়ন।

শ্রীরাম। পায়ে কেন—বুকে এস—
বুকে এস পিতার সুহৃৎ।
পিতা দশরথ মৃত্যু
রাম হেরেনি স্বচক্ষে

কিন্তু পিতৃবন্ধু জটায়ুর মৃত্যু
হেরিতে স্বচক্ষে বুঝি সীতার হরণ।
বুকে এস—
তুমি যে মরিচ পক্ষী
আমার সীতার তরে।

[সকলের প্রস্থান

[গীতকণ্ঠে বনদেবতার প্রবেশ]

গীত

বনদেবতা— সীতা—সীতা—সীতা
কোথা সীতা ধরা সুতা কোথা সে মাতা ॥
কাঁদে পাখী নানা ছাঁদে
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কাঁদে
সাথে সাথে কাঁদে সীতা এ বনদেবতা ॥
জটায়ু পুড়িছে ওই
দুখব্যাথা কারে কই
সীতা বই কিছু নাই কোথা রামবনিতা ॥

[প্রস্থান

[মাণ্ডব্যের প্রবেশ]

মাণ্ডব্য। সীতা—সীতা—
সেই যে উঠেছে রব
করুণার শত মুখ করিয়া প্রসার,
নিবৃত্তি কোথায় তার ?

যত পল যায়,
তত বৃদ্ধি পায় ;
সব-হারা তপস্বীও কাঁদে
মা জানকী উদ্দেশে তোমার।

[রাম লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ]

রাম। পিতৃ বন্ধু জটায়ু সৎকারে
মহা পুণ্য করিনু অর্জ্জন।
তবু রে লক্ষণ,
শান্ত নহে মন মাত্র সীতার কারণ।

লক্ষ্মণ। কেবা সে রাবণ, কতদূরে
কোথায় কনক লঙ্কা,
কেবা দেয় সমাচার।
হের আর্য্য সৌম্য ঋষি এক
নীরবে দাঁড়ায়ে হেথা
গম্ভীর পর্ব্বত যেন অভ্রভেদী শির।

রাম। ঋষি! তুমিও কি জটায়ুর মত
হেরিয়াছ শোচনীয় পরিণাম
সীতার আমার? নহে কেন
তুষ্ণীভাবে শূন্য দৃষ্টি লয়ে?

মাণ্ডব্য। কে তোমরা যুবক যুগল?
কোথা বাস, বনমাঝে
কেন হেন যৌবনের প্রথম সোপানে?
অঙ্গের লাবণ্যে মনে হয়
আভিজাত্য কুলোদ্ভব

হবে কোন রাজার নন্দন।
কি বিরাগে বল্কল ধারণ ?
চাঁচর চিকুর কেশ
জটাভারে কেঁন অবনত।
কেন, কেন অবিরল
পদ্মপত্র সম নেত্র বহে ঝরে অশ্রুধারা ?

রাম। শুনেছ কি কভু ঋষি
পূণ্যতোয়া সরযূ তীরস্থ
অযোধ্যা নগরী নাম।
তাহারি নৃপতি মহামতি
দশরথ পিতা আমাদের।
জ্যেষ্ঠ আমি পিতৃ সত্য রক্ষণ কারণ
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে বনবাসে
যাপিতে জীবন—অনুজ লক্ষণ
আর বনিতার সাথে
উপনীত সুদূর প্রবাসে।
সে বনিতা অপহৃতা রক্ষ করে শুনি।

মাণ্ডব্য। তুমি ? তুমি ? এই তুমি !
এই তোমার কারণ,
গুরুদেব মতঙ্গ তাপস,
দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু শেষে
সমাধিস্থ প্রয়াণের পথে।
এই তুমি যারে আমি
খুজিতেছি অন্তরাজ্যে মোর !
হ্যাঁ—এই তো—সেই তো বটে।

মধ্যাহ্ন গায়ত্রী ধ্যানে,
তপ্তরক্ত নিভ আদিত্যের
হৃদয় আসনে, এইরূপ
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম মানস মোহন
অঙ্কে হেরি বৈষ্ণবীরে।
দয়াময়! এতদিনে হইলে সদয়
দীন হীন মাণ্ডব্য মুনিরে।

রাম। বয়স জাতিতে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদিকে গরীষ্ঠ তাপস,
কনিষ্ঠ চরণে নমি
অকল্যাণ কি হেতু সাধিলে?
নহি আমি অমানবীয়
দৈবশক্তি সম্পন্ন পুরুষ
ক্ষুদ্র নর, মা কৌশল্যা,
পিতা দশরথ, সদা অনুগামী,
সুমিত্রা মাতার পুত্র অনুজ লক্ষণ।
ভ্রম করি দূর, রাখ প্রাণ,
জান যদি দানিয়া সংবাদ
অপহৃতা বনিতার মোর।

লক্ষ্মণ। দেখেছ কি মাণ্ডব্য তাপস
কোন নারী হেতু হয়ে গেছে
দারুণ সমর?

মাণ্ডব্য। দেখিয়াছি, স্বকর্ণে শুনেছি,
'হা রাম' 'যো রাম' রব আকাশে বাতাসে।
ধ্যান মগ্ন ছিনু পম্পা তীরে,
গগনমার্গেতে ত্রিদিববাহিনী

অলক আনন্দা সহসা যে'নরে
তারস্বরে উঠিল কাঁদিয়া।
চেয়ে দেখি—মায়াময় ভগ্নরথে
দুরাত্মা রাবণ করে কেশ নিগৃহীতা
বিচেতনা জনক তনয়া, তথাপিও
স্ফুরিতা অধরা 'হা রাম' 'যো রাম'
রবে করিছে রোদন।

লক্ষ্মণ। আর পরলোক পুণ্য লোভ
করি সম্বরণ ভাঙিয়া তপস্যা,
তুমি উঠিলে না
ইহলোকে শুভ প্রতিকারে ?

মাণ্ডব্য। সর্ব্ব ব্রহ্মময় এ জগত
রে লক্ষ্মণ আমার সকাশে
শত্রুমিত্র নাহি ভেদাভেদ।

লক্ষ্মণ। তবে মনুষত্ব কোথায় তোমাতে ?
মানুষ হইয়া যদি মানুষের
দুর্গতি না করিলে বিনাশ ?
ও—তাই বুঝি পশুসনে
বনে বনে কর বসবাস ?

রাম। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ,
তপস্বীর অমর্য্যাদা কর না এমন।
ক্ষমা কর তপোধন
অজ্ঞান বালক জ্ঞানে।

লক্ষ্মণ। যদি রাম পদে অটল ভক্তি বিরাজে আমার—
তবে মনস্তাপে কহি ঋষিবর

বাণী মোর হইবে সফল।
আজি হতে শত্রু মিত্রে
ভেদাভেদ জ্ঞানে
সাধারণ মানবের মত
হবে তুমি প্রবৃত্তির দাস।
নিবৃত্তি না আসিবে তাবত
যাবত না সীতাসনে পুনরায়
শ্রীরাম মিলন।

মাণ্ডব্য। হাঃ হাঃ হাঃ! বালক লক্ষ্মণ
কি বুঝিবি! কেন এ মাণ্ডব্য—
প্রতীকার করে নাই সীতার রোদনে।
নিজে তারা জগত জননী
চামুণ্ডা রূপিনী রাবণের পুরী রক্ষয়িত্রী,
যাঁর অপেক্ষায় হইয়া পাষাণী,
তাঁহারে রোধিব আমি
হেন স্বার্থপর ভেবেছ কি মোরে?
যে মুরতি লয়ে দশানন
রক্ষ জন্ম হতে নিষ্কৃতির পথ
করিল সুগম, যে মুরতি হেরি আমি
শতবর্ষ তপস্যার মহাপুণ্য
ক্ষণমাত্রে করিনু অর্জ্জন,
সে মুরতি যদি নাহি দেখে,
জগতের অন্য ভক্তদল
তাহতে অধিক দুঃখ
সমভাব সমাপন্ন কি আছে ঋষির?

রাম। বুঝিলাম ত্রিকালজ্ঞ তুমি।
কহ মুনি কেমনে ফিরিয়া পাব
আমার হারাণ মণি ?

মাণ্ডব্য। কিছুদূরে নেহারিবে
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন আকাশ চুম্বিত গিরি—
ঋষ্যমুখ নাম, সেইখানে করিলে গমন
নেহারিবে গভীর মন্ত্রণারত
সুগ্রীবাদি পঞ্চ প্রধান বানর।
শুধু নহে সমাচার,
তাহাদের সহায়েতে সুনিশ্চয়
হবে তব সীতার উদ্ধার।

রাম। ধন্য ধন্য ঋষি, এক জন্ম কেন
শত জন্ম তব ঋণ
সমভাবে করিব বহণ!

মাণ্ডব্য। কোথা যাও চিন্তামনি ?

রাম। সীতা বিনা ত্রিভুবন শূন্যগণি ঋষি।
যাবত না সীতার উদ্ধার
তাবত বিরাম কোথা ?

মাণ্ডব্য। সত্য। কিন্তু এক নবীনা কুমারী
তব ধ্যানে তব নামে
তব রূপ দরশন আশে,
কোন্ বিস্মৃত অতীতে—
এসেছিল মতঙ্গ মুনির এই
পম্পা পদ ধৌত তপোবনে।
মতঙ্গ চলিয়া গেল,

প্রয়াণের কালে বলে গেল তারে,
এইখানে করিতে অপেক্ষা
যাবত না রাম আগমন।
তারপর কৌমার হইল অন্ত
আধ জ্ঞান আধেক অজ্ঞানে,
কত ফুটন্ত বসন্ত বহে বহে
চুরি করে নিয়ে গেল যৌবন তাহার।
বার্দ্ধক্য আসিল ক্রমে,
এবে মরণের আসন্ন বদনে।
ঐ হের কুটীর সম্মুখে
নমেরুর স্নিগ্ধ ছায়া তলে
স্থবিরা শর্ব্বরী, চলচ্ছক্তি
দূর কথা—উঠিতে পারে না,
যষ্টিভরে বসে বসে কাঁপে থর থর।
আবিল নয়ন দৃষ্টি হারা বহুদিন—
তবু চেয়ে আছে শূন্য পানে
তোমার আশায়। এস গুণময়—
দেখা দিয়ে জ্যোতি দাও
হারাণ দৃষ্টিতে তাঁর,
নারী জন্ম হতে তারে করহ উদ্ধার।

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

প্রমোদাগার

[রাবণ ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

গীত

নর্ত্তকীগণ। সাগর পারে নাগর ঘুরে এলেন দেশে ফিরে।
সাত সাগরের ছেঁচা মানিক যত্নে বুকে ধরে ॥
সে নাকি লো মানবী
প্যান প্যানিয়ে কাঁদে নাকি
তার চোখ দেখি কি মুখ দেখি কি
কি দেখি তার বল্ না রে ॥
সে খায়নি মাতৃ দুগ্ধ
তবু রূপে করে মুগ্ধ
ক্ষুব্ধ হিয়ায় সে লো নাচায়
শুধুই আঁখির ঠারে ॥

রাবণ। যথার্থই সজল দৃষ্টিতে তার
কি মাধুর্য্য নহে বলিবার।
ভুবনৈক সুন্দরী সম
জনে জনে তোমরা নর্ত্তকী,
তবু কুৎসিতা মলিনা আজি রাবণের চোখে
রাবণ ভুলেছে ইষ্ট,
ভুলিয়াছে চামুণ্ডার নাম,
দুর্গা স্তোত্র—শঙ্কটা কবচ।

সীতা বিনা অন্য ধ্যান, অন্য জ্ঞান,
অন্য চিন্তা নাহি রাবণের।
অবসর লহ সবে,
দিব সমাচার হলে প্রয়োজন।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

সীতা—সীতা! মায়া রথে
শূন্য পথে সীতা লয়ে আগমন কালে
'হা সীতা' 'হো সীতা' রব
শুনিয়াছি আকাশে বাতাসে।
সীতা হারা স্থাবর জঙ্গম
তার স্বরে কাঁদিছে কেবল।
আর দীর্ঘকাল সীতাহারা
রাবণ যে ছিল মৃয়মান,
কত অশ্রু ঢালিয়াছে সাগর প্রমাণ,
কে জানে সন্ধান তার?

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ নতি করি চরণে অগ্রজ।
রাবণ। আয় ভাই,
রাবণের দক্ষিণ বাহুর বল,
একাধারে সুহৃৎ, মিত্র, মন্ত্রী ও বান্ধব।
রাবণের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী
ভাই বিভীষণ, রাবণ জীবনে

এই পূণ্য পূতক্ষণে,
পূণ্য অংশ করিতে গ্রহণ
কাছে আয়—বুকে আয় মোর।

বিভীষণ আশা করি ছিলে সুখে
প্রবাসেতে দাদা।

রাবণ। দুঃখের সাগর করি অতিক্রম,
তবে সুখে করেছি গ্রহণ।
যার তরে হয়ে রাজভ্রাতা
সংসারে সন্ন্যাসী বেশে
বিচরণ করিস্ নিয়ত,
কল্পনায় যার সুন্দর প্রকৃতি আঁকি
নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় কাঁদিস্ অঝরে,
মূর্ত্ত করি রাবণ তাহারে
আনিয়াছে আপন পুরীতে।

বিভীষণ বুঝিতে না পারি, রক্ষ কুলমণি
বচন তোমার। জাগ্রত কি
স্বপন জানি না, ধীর কিংবা
বিকৃত মস্তিষ্ক মনেত' পড়ে না—
তবুও—তবুও দাদা হেরিয়াছি
যেন রাজলক্ষ্মী চলে গেল
রাজপুরী ত্যজি।
সেই হেতু বিচলিত মন,
দোদুলিত প্রহেলিকা সন্দেহ দোলায়,
সে ভার বর্দ্ধনে কেন হেয়
প্রহেলিকা ভাষায় তোমার?

কহ ত্বরা—কাহারে কোথায়,
কেমনে আনিলে দাদা আপন আয়ত্বে ?

রাবণ। তোর কল্পনার নারায়ণ,
সত্য যদি হয় সেই দাশরথি রাম।
তবে আমি অগ্রজ যে তোর—
আনিয়াছি লক্ষ্মীরে ধরিয়া হেথা।

বিভীষণ। হয় না প্রত্যয়। জনকের
স্বয়ম্বর সভাস্থলে যে ধনুকে
জ্যা আরোপিতে বিফলেতে তুমি
হয়েছিলে ধরাশায়ী রক্ত বমণেতে,
সেই ধনুর্ভঙ্গ পণে লব্ধ!
জানকীরে করেছ গ্রহণ
সেই শ্রীরাম সম্মুখে ?

রাবণ। নহে স্বাভাবিক ভাবে।
রক্ষ মায়া প্রভাবেতে করিয়া হরণ
সীতারে এনেছি ঘরে।

বিভীষণ। হরণ! শমন দমন রাজা দশানন,
বীর্য্য ও প্রতাপে যার
ত্রিভুবন শঙ্কিত সতত,
সে নৃপতি—দুর্ব্বল এক নর গৃহিণীরে
করিতে গ্রহণ চৌর্য্যবৃত্তি করিল আশ্রয়।
এই সমাচার—চোর রাবণের কথা
না হতে প্রচার, গললগ্নী কৃতবাসে
দিয়ে এস শ্রীরামের পাশে।
নহে অপযশ গাবে তিন লোক,

হাসিবে বাসব, হাসিবে গো—
যম, অগ্নি, বায়ু, বরুণ,
লঙ্কার বালক যত অট্ট হাস্যে
চোর বলি দিবে টিট্‌কারী।

রাবণ। হাস্থক। কলঙ্কেতে ভরে যদি
এ চৌদ্দ ভুবন—তথাপিও
সীতারে না ত্যজিব কখন।
রে বিভীষণ, সীতা হেতু মরেছে মারীচ
স্বর্ণ মৃগকায়া লয়ে ভুলাতে শ্রীরামে।
শূন্য ঘরে সীতা, ভিখারীর বেশে
সীতারে করেছি চুরি।

বিভীষণ। হয়ে নীতি বিশারদ রক্ষরাজ,
এ আদর্শ স্থাপিলে জগতে যদি,
তবে ভবিষ্যতে আর কেহ
ভিখারীকে ভিক্ষা কি গো দিবে?
সবহারা, বনবাসী, দুর্ব্বল মানব,
তার তরে রাজা তুমি সাজিলে ভিখারী?

রাবণ। বুঝে দেখ্, কত শক্তিধারী
সেই মানব যুগল। ত্রিশিরা,
খর, দূষণাদি যত ভাই ছিল
দণ্ডক অরণ্য মাঝে,
সবাকারে বধি একেশ্বর রাম
অরণ্য রাক্ষস শূন্য করেছে এখন।

বিভীষণ। তবে কি সাহসে সেই শক্তিধর সনে
হেন ভাবে কর দাদা বাদ বিসম্বাদ?

আজ প্রতাপে তাদের
রক্ষশূন্য সাগরের পার।
সিন্ধু ঊর্ম্মি করি তোলপাড়
সে প্রতাপ কালি যে না আসিবে
স্বর্ণলঙ্কা মাঝে স্থির কিবা তার ?
অন্যমতি করিও না আর,
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু সদা ভগবান্‌,
কৃতকর্ম্ম হেতু অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষায়
দিয়ে এস এই দণ্ডে সীতা তাঁর পায়।

রাবণ। আর সূর্পণখা ভগিনী মোদের
হারাইল নাসা কর্ণ,
তার কিবা হইবে উপায় ?

বিভীষণ। কলঙ্কিনী স্বৈরিণী ভগিনী
লভিয়াছে উপযুক্ত ফল।
বুঝিতেছি সীতা হেতু নিজে মজি
মজাবে কনক লঙ্কা। রক্ষমণি!
সত্য যদি ভ্রাতৃ প্রতি থাকে প্রীতি তব—
তবে দিয়ে এস অবিলম্বে শ্রীরামে জানকী।

রাবণ। প্রীতি! রাবণের প্রীতি পুত্রে পৌত্রে নহে,
অধিক কি মৃত্যুবাণ রক্ষয়িত্রী
রাণী মন্দোদরী প্রতি নাই,
রাবণের প্রীতি দুই অংশে
বিভক্ত কেবল,
এক অংশ বিভীষণে,
অন্য অংশ তারই পুত্র তরণীর প্রতি।

[তরণীসেনের প্রবেশ]

তরণী। সত্য যদি হয় রক্ষপতি,
তবে সেই ভালবাসা অংশ
চাহি যদি এই দণ্ডে এইখানে আমি,
পাব না কি নৃপতি সকাশে ?

রাবণ। কি অদেয় রাবণের তোরে রে তরণী ?
রাবণের কি যে তুই,
কে বুঝিবে, কারে বা বুঝাব ?
উপমার ভাষা কোথা পাব ?
রাবণের অভাব কিছুই নাই,
শুধু ছিল এক—
বাৎসল্যের সুযোগ্য আধারে ;
দিতে যাই– পুত্র, পৌত্র নিতে যে জানে না।
তোর জন্ম হতে, সে অভাব মিটেছে আমার।
কি চাস্ তরণী ?

তরণী। মাতৃ মুখে শুনিলাম—জ্যেষ্ঠতাত,
তুমি নাকি আনিয়াছ
মূর্ত্ত করি বৈকুণ্ঠ কমলা,
দারু, প্রস্তর মৃত্তিকা মূর্ত্তি করিয়া গঠন,
স্তবস্তুতি সহ, মা আমার এত দিন
মা মা রবে ক'রেছে রোদন,
অন্তরাজ্যে বেদনা বাড়াতে
বাল্মীকির ভাঙা বীণা বেজেছে কেবল,
হয় নাই বাল্মীকির কল্পনার

মুর্ত্ত প্রস্ফূরণ। ভাগ্যবশে
তা যদি ঘটেছে,
তবে অবসর দাও জননীরে
পূজা ভোগ সেবায় তাঁহার।

বিভীষণ। পুত্র—পুত্র—তরণি!
কারে চাস্ রাখিতে হেথায়?
জানিস, কাহারে এনেছে ধরে
জ্যেষ্ঠতাত তোর?

তরণী। জানি, শ্রীরামের সীতা।
যার তরে পৃথিবীর সব রাজা
হয়ে নিমন্ত্রিত প্রত্যাখ্যাত
ধনুর্ভঙ্গ পণে। ভৃগুরাম যার
অতীব শৈশবে ধনু রেখে
জনকের ঘরে, গিয়ে ফিরে
সাধনার স্থলে মানস রাজ্যেতে
সীতা বিনা অন্য কিছু পায়নি দেখিতে।
লাঙ্গল সীরালে জনক যাহারে পেল
কর্ষিত মহীতে, সে সীতা,
অমরাবতী হতেও পবিত্র। সঙ্গ সুখে
মাত্র অধিকারী হবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ?

বিভীষণ। তুই বালক। এখনও না বুঝিস্
কত পাপ পরনারী করা অধিকার।
ভালবাসা প্রতিদানে,
প্রতীকার চা রে বালক
প্রতীকার চা রে রাজার সদন।

তরণী। মাতৃবাঞ্ছা ইহাই যে মোর।
যে সন্তান অসমর্থ
মাতৃসাধ পূরাতে জীবনে,
সে তো অপদার্থ
গর্ভের কলঙ্ক মাত্র।

রাবণ। দিনু ভার জননীরে তোর
ইচ্ছামত অধিকার সীতার সেবায়।

তরণী। পদধূলি দাও শিরে মোর।
কি আনন্দ তরণী জীবনে আজি
মাতৃবাঞ্ছা পূরণ কারণ।

[প্রস্থান

রাবণ। অর্দ্ধ অংশ নিল পুত্র,
অপরার্দ্ধ শূন্য পড়ে রবে
কিংবা পিতা তুমি তার
করিবে গ্রহণ ?

বিভীষণ। আমারে তো দিতে
তুমি পারিবে না দাদা।

রাবণ। তোরে অদেয় কি আছে মোর ?
কত ভাগ্যবান্ তুই,
জননীর বৈষ্ণব নাড়ীতে
জন্ম তোর বিভীষণ,
আর কুম্ভকর্ণ সূর্পনখা সনে
ক্রুর ভাবে আমারও জনম।
রাবণ যতই দুর্ম্মদ হোক্
কিন্তু তোরে ভালবাসে

বিভীষণ, মাত্র এই সে কারণ।
রাবণের অদেয় কি আছে বিভীষণে ?

বিভীষণ। কে না জানে রাবণের ভ্রাতৃভাব
ত্রিজগত মাঝে। তপে রত তিন ভাই
একত্রেতে যবে ব্রহ্ম সাধনায়,
কর্ম্মফলে বর দিতে পদ্মযোনি
এল যবে সম্মুখে সবার,
অমরত্ব ছিল সাধনার,
স্বার্থত্যাগী তুমি,
অমরত্ব মাগিলে শুধু মোর তরে,
কুম্ভকর্ণ সনে নিজে
প্রকারেতে হইয়া অমর।
যতদিন চরাচর অস্তিত্ব রহিবে
ততদিন রাবণের এ সোদর প্রণয় খ্যাতি
রহিবে অটুট।

রাবণ। তবে কেন তুই সন্দিগ্ধ এমন ?
ওরে আমি কি জানিনা
কেবা রাম কে তোর জানকী ?
বহু পাতকের বশে
রক্ষকুলে আসিয়াছি সবে,
উদ্ধারের ইহা বিনা অন্য যে উপায় নাই।
পাষাণ গলে না,
পাথরের দেবদেবী কাঁদিতে জানে না।
সৃষ্টির সূচনা হতে
কত অসংখ্য কোটি দ্বিজ কণ্ঠ হতে,

করুণ রাগিণী সুরে
উঠিয়াছে বেদের সঙ্গীত,
পাষাণ গলেনি—দেবতা জাগেনি,
এইবার পুঞ্জীকৃত ঋষি ব্রাহ্মণের।
সাধনার বলে যদি এসে থাকে
নররূপে সত্য নারায়ণ।
তবে ব্রাহ্মণ তাপস বিশ্বশ্রবা,
তাঁর পুত্র আমি বৃত্তিতে রাক্ষস সত্য,
তবু জাতিতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
আমিই জাগাব তারে
জীব দুঃখে সহানুভূতি জানাতে সতত
কাঁদাব অঝরে—কিন্তু
তোরই জোরে ওরে বিভীষণ—
তুই যে আমার ভাই, তুই বিনা
দক্ষিণ বাহুর বল নাই নাই নাই।

[প্রস্থান

বিভীষণ। লো মেদিনী! অন্ধকার গর্ভ হতে তব
দ্বিতীয়া সীতার উদ্ভব
যদি হয় গো সম্ভব,
ত্বরা করি দিয়ে দশাননে,
বিভীষণে রক্ষা কর এই ভ্রাতৃপ্রেম
বিচ্ছেদ আশঙ্কা হতে।
আর সাগরের পারে

রাজার আদেশে বেত্রাঘাতে
জর্জ্জরিত হবে দেহ তব।

সীতা। এ জীবনে রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান,
রাম বিনা অন্য চিন্তা নাহি এ সীতার।
রক্ষনারী তোমরা সকলে,
জান না, জান না, নর গৃহিনীর মন
কত পূত অথচ অটল।
সর্ব্বদিকে শক্তি হারা আমরা অবলা,
কিন্তু একদিকে মহাশক্তিময়ী,
যার তেজে—একদিন
অভিশপ্ত পুরন্দর, সশঙ্কিত
ব্রহ্মা, বিষ্ণু সনে মহেশ্বর।

১ম চেড়ী। সাধ করে সৌভাগ্যে
যে ঠেলিবে চরণে,
অনর্থক সদ্ যুক্তি তাহায়।
চল যাই সবে রাজার সকাশে
দানিগে সংবাদ।
নিজে এসে করুন বিহিত।

[চেড়ীগণের প্রস্থান

সীতা। কোথা রাম, কোথা তুমি দেবর লক্ষ্মণ!
নাহি জানি আমা হারা তোমরা উভয়ে
কি দশায় কোথায় এখন।
যে অবধি রাবণ স্পর্শেছে
সে অবধি অন্নজল ত্যজি
রাখিয়াছি প্রাণ মাত্র তোমার স্মরণে।

প্রভু কমললোচন ! অনাহারে
রাবণের ঘরে—এই ভাবে যায় যদি প্রাণ,
তবে মরণেও অবসান কোথায় দুঃখের,
যেন অন্তকালে হে শ্রীকান্ত
পাই তব চরণ দর্শন।

[ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র। বহু সন্তর্পণে ছদ্মবেশে
রাবণের অশোক কাননে করিনু প্রবেশ।
হইলে প্রকাশ দুর্দ্দশা অশেষ মোর
দশানন করে। কিন্তু কোথা সীতা ?
কোথা অযোনিজা শ্রীরাম সর্ব্বস্ব ?
অকালে বসন্তোদয়ে কুসুমিত
অশোক কানন, গুঞ্জে ভৃঙ্গ
চন্দন সুবাস ব'হে মৃদু সমীরণ,
সুনিশ্চয় সীতা আগমন বার্ত্তা
করিতে ঘোষনা। কিন্তু
কোথায় জানকী ? না পাই সন্ধান।
একি ! স্তুপীকৃত প্রস্ফুটিত স্থল পদ্ম
কোন্ ভক্ত কোন্ দেবতা উদ্দেশে
ঢালিয়াছে পৃথিবীর বুকে ?
না—না, এ যে চেতনা শালিনী,
অপরূপ রূপ লাবণ্য সম্পন্না
কার কন্যা ধূল্যবলুণ্ঠিতা ?

শুনিয়াছি ভ্রাতৃ প্রণয়ের গর্ব্বে
সতত উন্নত তুমি লক্ষ্মণ সুধীর।
দেখে যাও সাগরের এ পারে লঙ্কায়
বিভীষণ তোমা হতে ভ্রাতৃস্নেহে কতটা উন্নত।

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

অশোক কানন

[সীতা ও চেড়ীগণের প্রবেশ]

গীত

চেড়ীগণ— ওগো কে জানে কেমন।
এমন শমন দমন নাগরেতে
ওঠে না যার মন॥
অসময়ে ফাগুণ এনে
লাগিয়ে আগুন অশোক বনে।
যেন সদ্য বিবাহিত কনের
বরের ঘরে আগমন॥
ঝির ঝির ঝির বইছে পবন
মনের মাঝে প্রলয় নাচন।
রাম ছেড়েছেন সম্মোহন
মজাতে যার মন॥

সীতা। হা রাম! কোন্ দোষে
সঙ্গ দোষে ফেলিলে এমন?

ছিনু জনকের ঘরে
রাজা ও ঋষির সাম্য সাত্ত্বিক আধারে,
পরে রঘুকুলে শুদ্ধান্তঃ পুরচারিণীর মাঝে,
বনবাসে ঋষি ও মানব পূজ্য
তোমার সকাশে। ততোধিক
গুণখ্যাতি চরিত্রে মহৎ
পুত্রাধিক প্রিয় সাথী দেবর লক্ষ্মণ।
আজি—স্বভাব, চরিত্র তথা
লালসায় ভ্রষ্টা যত চেড়ীদল
সঙ্গিনী আমার। করযোড়ে
মাগি ভিক্ষা সবাকার পাশে,
বেসুর জীবনে মোর
তুলিও না হেন ভাবে সুরের ঝঙ্কার।
শুনায়োনা পাপ কথা আর।
বিলাসের চোষট্টি কলায়
সুবর্দ্ধিত তোমরা সকলে
কামনা ও বৃত্তিতে রাক্ষসী।
কি বুঝিবে নারীর সতীত্ব,
কি বুঝিবে প্রগতি শীলা
স্বাধীনা কামিনীগণ।
সর্ব্বরূপে অভিভাবকের
সম্পূর্ণ অধীনা, অবরোধ
প্রথাবদ্ধা নারীর চরিত্র।

১ম চেড়ী। সহজে না হও সম্মত যদি
ভজিতে রাবণে, তবে

ইন্দ্র। মায়া বশে জাতিস্মরা নহ তুমি মাতা
না বুঝিবে পূর্ব্বজন্ম কথা!
অযোনিজা ধরাসুতা বর্ত্তমানে
জনমে যে তুমি, জনক
তুলিল তোমা লাঙ্গল শিরালে।
শিরালী হইতে সীতার উদ্ভব,
জনক পালিতা তাই অন্য নাম
জানকী তোমার। ধনুর্ভঙ্গ পণ লব্ধা
শ্রীরামের হলে অর্দ্ধাঙ্গিনী।
কৈকেয়ীর পাশে সত্যে বদ্ধ
পিতৃমুক্তি হেতু স্বইচ্ছায়,
ন্যায্য প্রাপ্য সিংহাসন ত্যজি
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে রামচন্দ্র
এলেন কাননে, অনুজ লক্ষ্মণ সাথে,
অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি সহগমনে তাঁহার।
মারীচের মায়ামৃগ ছলে
নিল দূরে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
একাঘরে গ্রহ ফেরে
ছদ্ম ভিখারীর করুণার আবেদনে
গৃহধর্ম্ম পালিতে গো দেবি—
সৌমিত্রির গণ্ডী এড়ি
আসিলে বাহিরে, সেই অবসরে
রাবণ হরিল তোমা।

সীতা। নাহিক সন্দেহ আর, যথার্থই
দেবতার রাজা তুমি ইন্দ্র মহীয়ান্।

ইন্দ্র। তবে ব্রহ্মা সনে মোর অনুরোধে
অন্নজল কর মা গ্রহণ।

সীতা। নাহি জানি স্বর্গের নিয়ম।
কিন্তু হেথা মর্ত্ত্যে,
যাজ্ঞবল্ক্য বিধানেতে,
অভুক্ত স্বামীরে রাখি পত্নীর ভক্ষণ
স্মৃতিশাস্ত্র রীতি বহির্ভূত।
সীতা হারা শ্রীরাম লক্ষ্মণ
সুনিশ্চয় অনাহারে।
আর আমি হেথা অন্ন জল গ্রহণেতে
ছার দেহ করিব পোষণ।

ইন্দ্র। ব্রহ্ম বাক্য করিও না অবহেলা মাতা।
ধরণীর ভার হরণেতে
পরোক্ষেতে সীতার হরণ,
জীবন ধারণ তব
সৃষ্টির যে অতি প্রয়োজন।
এমনি তোমার মত
কত অসংখ্য অসংখ্য নারী
ধর্ষিতা রাবণ করে।
বিদলিত দুর্ব্বল নিরীহ
বলবান রাজতন্ত্র রাজার খেয়ালে।
এক জানকীর হেতু—
সে সবার হয় যদি প্রতিকার মাতা
তাহার অন্যথা করা কভু কি উচিত?
স্বামী ও দেবর উদ্দেশে

রম্ভা, তিলোত্তমা ছার—
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিংবা হরের ঘরণী
এর কাছে সদা পরিম্লানা।
প্রভাত তপন সম সিন্দূরের ফোঁটা
ভালে শোভিছে সুন্দর,
যুগ্মভুরু—যেন ফুলধনু,
এই কি জানকী ?
তবে রাবণের অপরাধ কোথা।
রক্তমাংসময় দেহধারী
হেন জন কেবা ত্রিভুবনে
এ রূপেতে মুগ্ধ নহে যেবা।
সীতা—সীতা—অভাগিনী জনক নন্দিনী !

সীতা। এঁ্যা ! গুণমণি শ্রীরাম আমার,
দাসীরেঁ কি হইলে সদয় ?
না—না, কে তুমি মায়াবী
পরমান্ন স্বর্ণ থালি ভরা,
পানীয় পূর্ণ রজত আধার করে,
কোন্ মায়া ভরে
অসূর্য্যম্পশ্যা রঘুকুল বধূ পাশে
আসিলে দুর্ম্মদ ?

ইন্দ্র। শুন মাতা করি নিবেদন।
'যতদিন রাবণের ঘরে রবে তুমি
ততদিন অন্নজল করিবে বর্জ্জন'—
এ সঙ্কল্প শুনিয়া তোমার
বিচঞ্চল হল ব্রহ্মপুর,

নিজ হস্তে পরমান্ন রাঁধি—
পানীয়ার্থে সুরপুর পবিত্র-
কারিণী মন্দাকিনী নীর
করিয়া সংগ্রহ মোরে দিয়ে
পাঠালেন হেথা। ব্রহ্মদত্ত
পরমান্ন, বারি করিলে গ্রহণ
এ জনমে সহিবে না কভু আর
ক্ষুধা কিংবা তৃষার পীড়ন।

সীতা। সুনিশ্চয় মায়াবী রাক্ষস তুমি।
চেড়ীগণ মুখে শুনি সংকল্প আমার
আসিয়াছ অন্য ভাণে পুনঃ।
জেন রাজা, মন মোর
দেহ মাত্র আয়ত্বে তোমার।

ইন্দ্র। ব্রহ্মার শপথে কহি
নহি আমি মায়াবী রাক্ষস।
ভূ-লক্ষ্মী তুমি, যথা শ্রীরাম মহিষী
তেমনি আমার ও ঘরণী আছে
স্বর্গলক্ষ্মী পুলোমজা শচী।

সীতা। কেবা তুমি সাধু সদাশয়?

ইন্দ্র। ইন্দ্র নামে ঘোষে মোরে চৌদ্দ ভুবনেতে।

সীতা। হয় না প্রত্যয়। সুনিশ্চয়
রাক্ষস রাবণ ইন্দ্ররূপে আসিয়াছ হেথা।
হও যদি অন্তর্য্যামী যথার্থ দেবতা,
তবে কহ দেখি সীতার বারতা—
শ্রীরাম চরিত কথা অতীতের যত।

সীতা। হা রাম! পুনঃ সম্মুখে
এ কি ভীষণ রূপ!
সত্যই কি অভাগিনী—
জানকীরে সান্ত্বনা দানিতে
একজনও নাহি ধরা মাঝে?

সরমা। না রহিবে যদি, তবে কি
অনর্থক সংসার ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি
তোমার সেবার ভার করেছি গ্রহণ?
নিম্নেতে বিষধর অহীকুল সত্য,
কিন্তু উপরে তাহার
স্নিগ্ধ পরিমল বাহী বিরাজে চন্দন।
সেইরূপ রক্ষপুরে—
একপার্শ্বে যথা দশানন,
তারই অপর পার্শ্বে রাজে বিভীষণ।
অন্যদিকে—সূর্পণখা গর্ব্বিণী রাক্ষসী,
হেথা—সেবাদাসী সরমা অধিনী।
বুকে এস—বুকে এস!
কেন ভয়ে কাঁপ থর থর?
রক্ষপুরে যতদিন রহিবে সরমা,
ততদিন মনোরমা কি ভয় তোমার?

[সীতা ও সরমার প্রস্থান

রাবণ। ভালবাসি বিভীষণে প্রাণ হতে অতি,
তাই সতী, নীরবে সহিনু
তব কৃত এই অপরাধ।

আর তুমি ইন্দ্র ! বিনা আদেশেতে
কি ভাবে পশেছ হেথা,
না পারি বুঝিতে।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। যে ভাবে পশেছ তুমি জ্যেষ্ঠতাত
অবলা সমীপে !
রাবণ। তরণী—তরণী !—তুই কেন হেথা ?
তরণী। তোমারই আদেশে। শুনিয়াছি
পিতা স্বর্গ, তুমি তাহার অগ্রজ,
কতদূর আরাধ্য আমার—
না পালিয়া আদেশ তোমার,
কেমনেতে পরোক্ষেতে সাধি অপমান ?
রাবণ। আমার আদেশ ? কবে—কোথা—
কি আদেশ দিয়েছি রে তোরে ?
তরণী। অনুরোধে মোর, অশোক কাননে
জানকীর অবাধ সেবায়—
অধিকার দিয়েছ মাতায়।
স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার
দিয়েছেন এ বনে প্রবেশ দ্বারের
রাক্ষার ভার। নাহি লয়ে
সম্মতি আমার, কোন বিধানেতে
হে নৃপতি তুমি হেথা করিলে প্রবেশ ?

মৃত্তিকায় অন্নজল করি সমর্পণ,
পরে প্রসাদ স্বরূপ
তুমি করহ ভক্ষণ।

সীতা। কোথা প্রভু কমললোচন,
অনুপম দেবর লক্ষ্মণ!
ব্রহ্মা ও ইন্দ্র অনুরোধে
তোমাদের নামে অন্নজল
মৃত্তিকায় করি নিবেদন—
জানকী হেথায় দেবধর্ম্ম
করিছে রক্ষণ—অপরাধ
ক'র না গ্রহণ।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। সাবধান! নীতিজ্ঞ দেবতা,
কোন সুনীতির বশে,
রক্ষপুর অতিথিরে,
তুমি এসে অন্নজল দিয়ে
রক্ষপুর মহিলার কূলধর্ম্মে
কর হস্তক্ষেপ?

ইন্দ্র। যে হও, সে হও,
জাতিতে মহিলা,
তবু সহানুভূতি নাহিক তোমাতে?
বিলাঞ্ছিতা আত্মীয় স্বজনচ্যুতা,
কয়দিন উপবাস শেষে

অন্নজল গ্রহণের কালে দাও বাধা দান !
হও না রাক্ষসী,
কিংবা পিশাচী প্রেতিনী,
নিজ মুখে কহিয়াছ
গৃহধর্ম্ম গণ্ডীতে আবদ্ধা,
পিপাসার্ত্ত বুভূক্ষিত অতিথি গৃহেতে,
কোন ধর্ম্মে না করি সৎকার
তার অন্নজল গ্রহনেতে দাও বাধা দান ?

সরমা। মতিমান্ ! তুমিই বা কোন্ ধর্ম্মে,
গার্হস্থ্য ধর্ম্মেতে, কলঙ্ক দানিতে,
অযাচিত ভাবে হেথা আগুয়ান্।
বিশ্বশ্রবা কুলবধূ আমি
শমন দমন রাবণের ভ্রাতৃবধূ,
পরম বৈষ্ণব পত্নী, স্বামী পুত্রবতী,
আমার কি গৃহে অন্ন নাই ?
গৃহী আমি, বুঝি নাকো অতিথি সম্মান ?
শ্বশুর কুলের মোর করি অপমান—
ব্রহ্মা দিবে দান—
আর কুলবধূ আমি, তাই সহিব অম্লানে ?

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। তাই বাঞ্ছা মাত্রে তরণীরে
দিয়াছি আদেশ, অবারিত
অধিকার জননীরে তার
অশোক কাননে।

তাহলে কি আজিও নাহি হত
স্বর্গ গমনের সোপান প্রস্তুত।
লবণ সমুদ্র সেচি,
ক্ষীরভরা সাতটা সাগর।
জানকীর সতীত্ব গৌরব—

তরণী। ডর কেন এত? বিধাতার বরে
তুমি প্রকারে অমর,
তরণী তো মর;
প্রাণ দিলে ফেরে যদি
অপহৃত জ্ঞান ও বিবেক তব।
তবে এই দণ্ডে এই
রাখিনু শির চরণে তোমার,
লহ প্রাণ জ্যেষ্ঠতাত ছার তরণীর।

ইন্দ্র। না—না; তুই নস্ ধরণীর,
ত্রিদেবের অমূল্য রতন।
সুযোগ্য আসন তোর,
ত্রিদিব রাজার এই হৃদি সিংহাসনে।

[তরণীকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান

রাবণ। ওরে কে আছিস্!
গৌতম গৃহিনী চোর চুরি করে
লয়ে যায় সর্ব্বস্ব আমার।
তরণি—তরণি—ফিরে আয়—
ফিরেছি রে আমি।

[প্রস্থান

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

[নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ]

গীত

নাগরিকগণ। ঘর পুড়িয়ে মুখ পুড়িয়ে
পালিয়ে গেল বাঁদর সই।
বাজছে ব্যথা লাজের কথা
বল প্রেয়সী কারে কই॥

নাগরিকাগণ। কচু গাছে গলায় দড়ী
নয়কো বিষের বড়ী
নয় থালাতে জল ভরিয়ে
হওগো জল সৈ॥

নাগরিকগণ॥ ব্যাটার নাইকো কিছু জ্ঞান
সে যে দামড়া হনুমান।
মান ধরে টান প্রাণ আনচাণ
আমরা জ্যান্তে মরা রই।

নাগরিকাগণ। ওই গো বুঝি আর হুপ
চুপ, চুপ, চুপ,
দিইগে ডুব পানা পুকুরে
কেলে হাঁড়ি শিরে বই॥

রাবণ। তবে বাসব পশেছে হেথা
তরণী আদেশে ?

তরণী। সুনিশ্চয় ! নতুবা কার সাধ্য
প্রবেশে সেথায়, তরণী যেথায়—
রহে রক্ষক রূপেতে।

ইন্দ্র। শিক্ষা কর' নীতিশাস্ত্র বালক সমীপে।

রাবণ। নাহি চাহি উপদেশ চোরের সমীপে।
কি কহিল তরণি ! রক্ষ শত্রু দেবতায়,
দিয়েছিস্ প্রবেশের অধিকার—
রক্ষঃ অন্তঃপুরস্থিত উদ্যান ভিতরে ?

তরণী। শুধু রক্ষ কুলধর্ম্ম রক্ষিবার তরে।
নতুবা সুপবিত্র অবরোধ প্রথাবদ্ধা
সূর্য্যবংশীয়া কুলের মহিলা,
সাধ্য সাধিনায় চন্দ্র সূর্য্য
না পায় দর্শন যাঁর—
তাঁহার সম্মুখে পুরুষেরে
আসিতে সম্মতি দিতে কভু
পারে কি তরণী ?
হোন্ তিনি দেবতার রাজা,
কিংবা বিধাতার ধাতা।
শক্তি অংশোদ্ভুতা ধরার মহিলা যত,
লাঞ্ছনায়—অনাহারে—
তাহাদের কাহাদেরও যায় যদি প্রাণ,
তবে সে পুরীর কথা দূরে,
সে রাজ্যের স্মৃতি মাত্র রবে না'ক কিছু।

ইন্দ্র। বুঝিলাম, এমন তরণী আছে।
তাই দুর্ম্মদ রাবণ
রহিয়াছে সর্ব্ব অত্যাচারে।

রাবণ। সার সত্য কথা,
ব্যতিক্রম এইখানে শুধু,
রে বাসব! রাবণের অন্তঃপুর
অমর্য্যাদা হেতু দিব দণ্ড
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণে।

তরণী। কোন ন্যায়ে, কিসের বিধানে?
তুমিই শিখায়েছ মোরে
প্রাণ দিতে অতিথির তরে।
জ্যেষ্ঠতাত তুমি, অক্ষরে অক্ষরে
এ যাবত পালিতেছি উপদেশ তব।
আজিও পালিব হেথা
রক্ষিবারে ইন্দ্র অথিতিরে।
উন্মুক্ত কৃপাণে তরণীও প্রতিদ্বন্দ্বী তব।

ইন্দ্র। সাধু—সাধু বৎস!
দশানন! দেবতারা হ'ত যদি মর—
তবে এই দণ্ডে প্রাণ দিয়ে
রক্ষিতাম বালক বীরেরে!

রাবণ। না পারি বুঝিতে হেন মতি
কি হেতু তরণী তোর।
যেই মায়া ডোরে
রাবণের অস্থি মজ্জা অন্তর গ্রথিত,
তাহা যদি হইত কর্ত্তিত,

[কালনেমীর প্রবেশ]

কালনেমী। ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ—এত বড় হোমরা চোমরা দামড়া বীর রাক্ষস তোরা লঙ্কায় থাকতে, একটা তুচ্ছ বাঁদরে যাচ্ছেতাই করে পালিয়ে গেল।

১ম নাগ। তুমিও তো মামা দেশে ছিলে, তবে লুকিয়ে ছিলে কেন?

কালনেমী। হ্যাঁ রে ব্যাটা হ্যাঁ, লুকুবো না তো কি, সভ্য ভব্য ভদ্র সন্তান হয়ে একটা বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামি করবো?

১ম নাগ। তবে, আবার আমাদের বলছো যে?

কালনেমী। বলবো না, একটা সামান্য বাঁদর একদিকে—আর অন্যদিকে তোরা কোটি কোটি রাক্ষস, কায়দা করতে পারলিনি—আরে ছ্যাঃ।

২য় নাগ। সে যে সে বাঁদর নয় মামা, এ তোমার সাপ খেলানোদের বাঁদর নয়—দিগগজ বীর হনুমান।

কালনেমী। হ্যাঁরে ব্যাটা হ্যাঁ—তার পরিচয় আর আমায় দিতে হবে না, অঞ্জনা নন্দন তো? মার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই, আঙা আঙা স্থর্য্যিকে দেখে ছ্যায়লা—অঞ্জনাও দেবে না, শেষে বাঁদুরে বুদ্ধিতে লাফ মেরে স্থর্য্যিকে ধরতে গিয়ে—ধপাস্ করে পড়ে হনু দুটো ভেঙে ফেলে—তাই নাম হনুমান। যখন অশোক গাছের উপর বসেছিল—তখন পেছুন থেকে পা টিপে পা টিপে গিয়ে—একটা দড়ীতে ফাঁস করে টপাস্ করে গলায় গলিয়ে দিয়ে—ফাঁসটা টেনে বেঁধে ফেলতে হয়।

১ম নাগ। বেঁধেছিলুম তো।

কালনেমী। তবে?

১ম নাগ। ব্যাটাকে যত বাঁধি ব্যাটা তত বাড়তে লাগলো—পটাস পটাস্ করে ফাঁস ছিড়তে লাগলো।

কালনেমী। লোহার শেকল দিয়ে বাঁধলি নি কেন ?

১ম নাগ। শেষ তাও বাঁধা হয়েছিল।

কালনেমী। তবে ?

১ম নাগ। ব্যাটাকে যত বাঁধা হয়—ব্যাটা তত বাড়তে থাকে।

কালনেমী। তারপর ?

১ম নাগ। তবু বড় হয়।

কালনেমী। তবু বড় ?

১ম নাগ। হ্যাঁ মামা, তবু বড়।

২য় নাগ। বড়ই বা কেন, শেষ তো ছোট্ট হয়ে ফাঁস গলিয়ে পালাতে লাগলো।

কালনেমী। সঙ্গে সঙ্গে তোরাও ফাঁস ছোট্ট করলি নি কেন ?

২য় নাগ। তা তো করছিলুম।

কালনেমী। তবে ছাড়া পেয়ে হুপ্ বেটা লঙ্কাকাণ্ড করে গেল কি করে ?

২য় নাগ। তবু ছোট্ট হয়ে।

কালনেমী। ওরে ব্যাটা, ওই তবুরও পরেই বাঁধতে হয়।

১ম নাগ। তুমি যে মামা লুকিয়ে ছিলে, দেখলে বুঝ্তে ব্যাটা যেমন বীর—তেমনি অশ্লীল, রাজাকে যাচ্ছে তাই করে গাল—

কালনেমী। তা হুপ্ বেটা যেন বাঁদর—বুদ্ধি শূন্য, তোরা জ্ঞানবান্ রাক্ষস হ'য়ে বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামি করতে গেছলি কেন ? ল্যাজে আগুন ধরিয়ে রসিকতা কেন ?

২য় নাগ। হুপ্ ব্যাটাকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে।

কালনেমী। বাঁদর আর কাকে বলে।

১ম নাগ। তা তুমি মামা যদি এত বুদ্ধিমান্, না লুকিয়ে, বেরিয়ে এসে মতলব দাওনি কেন ?

কালনেমী। থাম্ ব্যাটা থাম্, ব্যাটাদের একটা বাঁদর ধরবার ক্ষমতা নেই, খালি বুড়ো মানুষের মুখের ওপর চোপরা আছে। আমি রাবণের মামা—বরেণ্য মান্য গণ্য জঘন্য, আমি বেরিয়ে তোদের মত বাঁদরের সঙ্গে বাঁদরামি করি আর কি ?

২য় নাগ। বেরিয়ে কিছু করতে পারতে না মামা। সে হুপ্ শুনলে—তুমি তো তুমি—কত গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়ে গেল—অমন শমন দমন রাবণ রাজাই কূপোকাৎ।

সকলে। বাবারে সে কি হুপ.।

কালনেমী। থাম্, ব্যাটারা থাম্—ছুগ্গা—ছুগ্গা—আওয়াজটা শুনলে প্রাণটার ভেতর কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ওরে ব্যাটারা আমি যে দেশে ছিলুম না—শ্বশুরের অসুখ দেখতে গিয়েছিলুম—আমি থাকলে কলা দেখিয়ে ব্যাটাকে কাছে এনে গলা বেঁধে—সাপুড়েদের বেচতুম হুপ, ব্যাটাকে পুলি পোলাও চালান করতো।

১ম নাগ। সে কি মামা—হুপ্ বেটা—যখন জ্বলন্ত ল্যাজ নিয়ে—রাজবাড়ীর ছাদ থেকে "লাফাইয়া পড়িল সেই বড় ঘরের চালে" তখন দেখলুম তুমি একটা কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে পাণা পুকুরের দিকে ছুটছিলে।

কালনেমী। অস্পৃশ্য বাঁদর—রান্নাঘরে ঢুকলো আর সেই সব হাঁড়ি রাখবো—বিশ্বশ্রবার শালা হয়ে আমি। উদরে বেহ্মাণ্ড দেব রয়েছেন—

[বক্রনাসার প্রবেশ]

বক্রনাসা। বলি হ্যাঁগা, দেশে আছ না মরেছ ?

কালনেমী। কেন কি হয়েছে গিন্নী ?

বক্রনাসা। নিজে এয়ারকি দিয়ে বেড়াচ্ছ, আর এদিকে যে চাল ভরা

বড়ী, আচার মরতে রোদে দিয়েছিলুম গো—মাচা ভরা লাউ কুমড়ো, ঘর দোর সঁব উপড়ে পুড়িয়ে গেল গা !

কালনেমী। কারা ? কে ? এত বড় আস্পর্দ্ধা, রাজার মামার বাড়ীতে অত্যাচার। কে সে ব্যাটা ?

বক্রনাসা। ওই যে গো—পোড়া নাম ছাই মনেও আসেনা, ওই যে চূলোর আহা—পাঁচিলে পাঁচিলে বেড়ায় তার নামটি কি—বল্ না রে তোরা—

নাগরিকগণ। হুপ্।

কালনেমী। তুগগা—তুগগা—

১ম নাগ। অ মামী, হুপ্ বেটা শুন্‌ছি না কি এখন' যায়নি, সাগরের নোনাজলে নেয়ে গায়ের চুলকুনি মিটুচ্ছে।

বক্রনাসা। সে কি কথা রে? মুখপোড়া ঘর পোড়া এখনও এ দেশে ? হ্যাগা, এ বলে কি ?

কালনেমী। ঠিকই বলছে। মুখ পুড়িয়ে ব্যাটা দেশে ফিরলে—জাত ভেয়েদের কাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ খেয়ে একঘরে হয়ে মরবে। হল ভাল, ব্যাটাকে আর দেশে ফিরতে হচ্ছে না।

বক্রনাসা। ওমা—কোথায় যাব, এখনও এদেশে সেই মুখপোড়া হুপ্।

কালনেমী। তুগগা—তুগগা—আহা ওই কথাটা বাদ দিয়ে সব বলে যাওনা। ব্যাটার যদি চক্ষু লজ্জা থাকে তাহলে ভদ্র লোকদের সামনে আর পোড়ার মুখ দেখাতে আসবে না।

বক্রনাসা। মুখ পুড়লে যদি লোকে চোখের মাথা খেত, তাহলে আজকালকার পৌণে ষোল আনা পুরুষে যে হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাজদ্বারে দিনে যে তুশোবার মুখ পুড়ুচ্ছে—সব নাকে পরকাল পরে বেড়াতো।

১ম নাগ। আচ্ছা একটা সামান্য নারী নিয়ে যখন এত ফ্যাঁসাদ—তাকে ছেড়ে দিলেই তো হয়।

কালনেমী। এই রকম বুদ্ধি না হলে—বাঁদরের হাতে থাব্‌ড়া খেয়ে অপমান হ'স্‌। ওরে ব্যাটা রাজ আভিজাত্য বুঝিস্‌? রাবণের এখন সাপে ছুঁচো গেলা গোছ হয়েছে, এগুলে নির্ব্বংশের ব্যাটা—পেছুলে ঐ যে কি বলে—তাই।

বক্রনাসা। ওই গো—আবার যেন হুপ্‌।

কালনেমী। দুগগ্যা—দুগগ্যা, কই? আতঙ্কে ওই রকম মনে হচ্ছে।

১ম নাগ। সত্যি মামা—আবার হুপ্‌।

সকলে। বাবা গো হুপ্‌।

বক্রনাসা। ওগো—কোথায় যাব গো—আবার যে বলে—হুপ্‌। ওমা কি সর্ব্বনাশ করলে একটা ছুঁড়ীকে এনে—হতভাগা রাবণটা।

কালনেমী। যাঁড়ের শত্রু বাঘে মারছে গিন্নী, তুমি কি ভেবেছ—সেই রাম লক্ষ্মণটা কেউ কেটা। শুনলুম—তলে তলে, চোরা বাণে বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজ্য দিয়ে—বাঁদরের সহায়তা লাভ করেছে।

বক্রনাসা। কোন্‌ বালী?

কালনেমী। আ মর্‌ মাগী—সব ভুলে গেলি। যে বালী, গলায় ল্যাজ জড়িয়ে রাবণকে একবার সাত সাগরে নাকানি চোপানি খাওয়ায়।

বক্রনাসা। আহা, মা মঙ্গলচণ্ডী—মঙ্গল কর মা—রাবণের বংশ ছারখারে দাও মা—আমায় লঙ্কার রাজপাটে বসবার অবসর দাও মা চামুণ্ডা—

কালনেমী। আর কাকে ডাকছো, চামুণ্ডা লঙ্কা ছেড়ে পিট্‌টান—

বক্রনাসা। ও গো—সে কি কথা গো—

কালনেমী। একটা বাঁদরে মন্দিরে ঢুকে, যাচ্ছেতাই করে গেল—এতে দেবীর দেবীত্ব থাকতে পারে?

বক্রনাসা। তবে? কি হবে?

কালনেমী। এখন শ্মশানকালীকে ভর কর গিন্নী। নর-বানরের হাতে কেউ বাঁচবে না এটা ঠিক। তা মরুক্, গে, শুধু শ্মশান-কালীর কাছে প্রার্থনা কর—মা সব খাও—কেবল আমাদের দুজনকে বজায় রেখে।

বক্রনাসা। ও মা শ্মশানকালী—শ্মশান কর মা। ছাই গাদার উপরে আমার স্বামীর রাজ সিংহাসন পাত মা।

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ—

শ্মশানে মশানে ভ্রমি
গৌরী অঙ্গ ছিল কালী।
হ'ল এবার সাগর পারে
ধনু ধারী বন মালী॥
লোলবসনা শ্যামা
কি মধুর অনুপমা
যে দেখেছে সে মজেছে
মন প্রাণ পদে ঢালি॥
অশোক কাননে শক্তি
যেন মুর্ত্তিময়ী ভক্তি
রাম পদ স্মরয়িত্রী—
বন্দিনী জানকী কেলি॥

বক্রনাসা। আয় বাবা আয়। প্রহর্ষণরে গা—গা—গান গেয়ে পারিস্ যদি শ্মশানকালী জাগা। নইলে আবার যদি মুখপোড়া ঘর পোড়া হুপ্—

কলেনেমী। চুপ্ চুপ্—ঐ নামটা বাদ দিয়ে বলে যাও না।

প্রহর্ষণ। মামী, তরতে হবে, এ ভব সমুদ্র একদিন তরতে হবে।

বক্রনাসা। সেই ভাবনায় তো বাবা, এখন থেকে শ্মশানকালীকে ডাকছি। এই মুখপোড়াকে মাঝী ধরে—যোয়ান গাড়ে আমার দেহ তরণী বাণচালে আনচান্ হয়ে উঠেছে। চ দেখি বাবা—ঘরে চ, তোরে ধরে যদি ভবপারের একটু ড্যাঙ্গা দেখতে পারি চ'।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগর বক্ষ

[সাগর ও লহরীর প্রবেশ]

গীত

সাগর— নেচে নেচে বেড়াও আঁচে
দাওনা ধরা প্রাণ।
আমি সাগর প্রেমের নাগর
তোমার বড় টান॥

লহরী— নোনা জলে পরিপাটী
গা কেমন যে মাটি মাটি।
থাকবো খাঁটি রসের নটী
এমনি গো উজান॥

সাগর— ওঠা নামা কর শুধু
ও লহরী প্রাণ বধু।
থাকবো শুধু হারিয়ে মধু কেন এ বিধান॥

লহরী— পাওয়া চেয়ে দেখা ভাল
ছুলেই রসাতলে গেল
অমন ধারা চোখের তারা থাকবে না নিদান॥

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

[শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ]

শ্রীরাম। রে লক্ষ্মণ!
কাজ নাই সীতার উদ্ধারে।
এক সীতা হেতু সমগ্র পৃথিবী
যদি কাঁদে তার স্বরে,
কিবা কাজ উদ্ধারে তাহার?
ফিরে যাও অযোধ্যা নগরে
সুমিত্রা মাতার অঞ্চলেতে পুন।
সাথে সাথে বান্ধব সুগ্রীব
তুমিও ফিরে যাও কপিঠাট সহ
কিষ্কিন্ধার মাঝে নিজ রাজপাটে।

লক্ষ্মণ। একি কথা কহ রঘুমণি?
শ্রীরাম রবেন বনে,
মা জানকী রক্ষ অধিকারে—
বন্দিনী অশোক বনে, আর
লক্ষ্মণ ফিরিবে অযোধ্যার সমৃদ্ধি ভুঞ্জিতে।

সুগ্রী। কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণে
জ্বালিয়া অনল, তার সাক্ষ্যে
সখ্যসূত্রে হইয়া আবদ্ধ
করিয়াছি পণ—
মা জানকীর উদ্ধার আগে, তারপর

মৃত বালি ত্যজ্য রাজপাট
অধিকার। পণ ভঙ্গে,—
তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর।

শ্রীরাম। সীতার সংবাদে সিন্ধু অতিক্রমি
উপনীত হইয়া লঙ্কায়,
হনুমান পুড়াইয়া এল লঙ্কাধাম।
শুনিয়াছি অবিরাম রাম নাম
অহর্নিশি উঠে যথাতথা।
ধর্ম্ম প্রাণ বিভীষণ, আর
সহধর্ম্মিণী সরমা সুন্দরী
রাম নামে সতত উন্মাদ।
রামভক্ত বিরাজে যেথায়
সেথা রামদাস হনুমান
করে এল ভীম অত্যাচার,
এ কলঙ্ক হবে না মোচন।

লক্ষ্মণ। রাজ পাপে রাজ্য নষ্ট
চির সত্য বচন দাদা!
শক্তি অপমানে হৃতশক্তি
দশানন নিজ পাপ হেতু
সবংশে মজিবে,
কে করিবে অন্যথা ইহার?

সুগ্রীব। বিশেষতঃ মায়াবী রাক্ষস
কেবা জানে কোন ছলে
গাহে রামনাম? সীতার
উদ্ধারে কোন নীতি না মানিব রঘুকুলমণি।

শ্রীরাম। সীতা—সীতা,
কত কষ্ট লভিয়াছি সীতার কারণ।
সীতা ও সহিছে ক্লেশ আমার কারণ।
সীতার উদ্ধার হেতু
চোরা বাণে বালিরে বধিনু,
পতি হারা তারা দিল শাপ,
পরযুগে চোরা বাণে
ব্যাধ করে আমারও নিধন।

লক্ষ্মণ। সীতার উদ্ধারে সমগ্র পৃথিবী
যদি কাঁদে হাহাকারে,
সেও শ্রেয়—তথাপিও যেইরূপে হোক্
জানকীর করিব উদ্ধার।

সুগ্রীব। যেইরূপে হোক্ জানকীর
করিব উদ্ধার।

শ্রীরাম। সম্মুখেতে দুর্লঙ্ঘ সাগর।

সুগ্রীব। পৃষ্ঠে করি বহি ক্রমে,
বিপুল বানর ঠাট সহ
শ্রীরাম লক্ষ্মণে—একা
হনুমান লয়ে যাবে পারে।
বুঝিব তখন কত শক্তিধর
সেই লঙ্কার রাজন্।
জ্যেষ্ঠ ভাই বালী করে
একদিন খেয়েছিল সাত সাগরের জল,
এইবার কনিষ্ঠ সুগ্রীব করে
অশেষ দুর্গতি।

লক্ষ্মণ। কেন হেন সহিব দুর্গতি ?
হনুমান একা কেন
লভে পুণ্য রামকার্য্য সাধি ?
রঘুপতি, দাও অনুমতি
বাণে বাণে শুকায়ে সাগর
পরপারে লয়ে যাই
বিপুল বানর ঠাট।

শ্রীরাম। সূর্য্যবংশ হতে সাগর সৃজন।
সে সাগরে কেমনে লঙ্ঘন করি
লয়ে যাই বানর কটক।
হল না—হল না বুঝি, সীতার উদ্ধার।

লক্ষ্মণ। কোল দিলে গুহক চণ্ডালে,
সারাজন্ম রাখি প্রতীক্ষায়
প্রয়াণ সময়ে দেখা দিয়ে
উদ্ধারিলে ভক্তিশীলে—
বৃদ্ধা শর্ব্বরীরে। আর রক্ষকুল,
হবে না উদ্ধার হেন
নবঘন শ্যাম রামরূপ করি দরশন?

সুগ্রীব। কুপুত্র হলেও কুমাতা কখন নন্।
কৈকেয়ী মাতার কদর্য্য বাসনা
পরোক্ষেতে আশীর্ব্বাদ জেন ভগবান্।
কৈকেয়ী রাণীর বরে চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে
বনবাসে না এলে শ্রীরাম,
সুগ্রীব তো লভিত না
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম বন্ধুরূপে তোমা ?

শ্রীরাম। রাবণ কে জান? কত শক্তিধর?

লক্ষ্মণ। শুনিয়াছি—ত্রিলোকবিজয়ী
ব্রহ্মবরে প্রকৃত অমর।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু সনে
অসংখ্য দানব আছিল অমর,
ঐ প্রকারের প্রহেলিকা লয়ে।

শ্রীরাম। শিব বরে কাটা মুণ্ড
জোড়া লাগে রণস্থলে তার।

সুগ্রীব। কিন্তু সেই শিব রঘুমণি
শুনিয়াছি শিষ্যও তোমার।

রাম। নহে রাবণ একাকী।
অসংখ্য অসংখ্য মহা মহা রথী
সহায় তাহার—সকলেই
ত্রিলোকবিজয়ী।

লক্ষ্মণ। রঘুমণি—আমরাও নহেক দুর্ব্বল,
অসংখ্য বানরচমূ সহায় এখন।

সুগ্রীব। নাহি জান মিত্রবর, কত শক্তিধর,
নল, নীল, গয়, গবাক্ষের সনে
রাজপুত্র অঙ্গদ মহান্।
হনুমান, জাম্বুবাণ বীরত্বের খ্যাতি—
চতুর্দ্দশ ভুবনে বিস্তৃত।
আর ওই পদাম্বুজ পরশেতে
সুগ্রীব ছাড়িলে বাণ,
পৃথিবী তো ছার, সমগ্র
ধাতার সৃষ্টি পলকেতে যাবে ছারেখার।

রাম। বুঝে দেখ, এক সীতা হেতু
স্বজনের বুকে হবে কত অত্যাচার ?
আমি চাই, ধ্বংসস্তূপ হতে
ভষ্মকণা লয়ে নব জীবনী সঞ্চারে
তারে চিরকাল আদর্শ রাখিতে।

লক্ষ্মণ। রাম নামে মহত্ত্ব ইহাই আর্য্য।

সুগ্রীব। নতুবা কি চোর রত্নাকর,
বল্মীকের স্তূপে পরিণত
পুন পূর্ব্ব মত কায়া পেয়ে
আদি কবি হয় জগতের ?

[জনৈক তাপস বালকের গীতকণ্ঠে প্রবেশ]

গীত

তাপস বালক— এমনি গুণে ঋষির বীনে
রাম নামেতে উঠছে বেজে।
সুরের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে
অহর্নিশি দীপ্ত তেজে॥
ওই চরণ পরশ করি
স্বর্ণময় কাষ্ঠতরী।
অহল্যা পাষাণী তরী
চললো পুন সতীর সাজে॥
গাছে পাখী অবিরাম
গাইছে শুন রাম রাম।
শমন দমন এমন সুনাম
কোন যুগেতে কে পেয়েছে॥

সুগ্রীব। গাহ—গাহ পুন তাপস বালক
রাম নাম গাহ্ পুনর্ব্বার।

তা-বালক। ধর ধর রঘুমণি,
তাপস শিশুর এই ক্ষুদ্র উপহার।

রাম। নিত্য এসে দিয়ে যাও ফলমূল
আশীষ স্বরূপ, প্রতিদানে
কি দিব তোমায়—কি
আছে আমার—আমি যে ভিখারী।
স্নেহ বিনা কিছু নাই মোর।

তা-বালক। আমিও যে, তাহা বিনা
অন্য কিছু চাহিনা শ্রীরাম।
স্নেহ দিও—দেখা দিও,
যাবত জনম।

রাম। যখনি বাঞ্ছিবে
দেখা পাবে অভিমত রূপে।

তা-বালক। জয় হোক্ শ্রীরাম তোমার।

[প্রস্থান

রাম। রে লক্ষ্মণ—ফলমূল ধর।
পরিশ্রান্ত হনুমান অনুমানি
এতক্ষণে হয়েছে সুস্থির।
চল—যাই সন্নিধানে তার
শুনি যত লঙ্কার সংবাদ।

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অশোক বন

[গীতকণ্ঠে তরণীর প্রবেশ]

গীত

তরণী— রঘুপতি রাঘব আতুর বান্ধব
কমললোচন জয় শ্রীরাম।
গুহক চণ্ডালে স্নেহে নিলে কোলে
ভেদাভেদ ভুলাইলে অয়ি প্রাণারাম॥

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ— ক্ষীরোদ সাগরে লহরে লহরে
আজিও ওঠে মধু রাম নাম।
সীতা পতি সুন্দর করুণা আকর
উভয়ে— নমামি চরণে স্মরি অবিরাম॥

[প্রহর্ষণের প্রস্থান

[মাণ্ডব্যের প্রবেশ]

মাণ্ডব্য। কে রে! অনাচারী রক্ষ অধিকারে
কারা তোরা, তারক ব্রহ্ম নামে
আত্মহারা কে তুই কুমার?
পরিচ্ছদে পাই রক্ষ পরিচয়!

কে শিখাল তোরে হেন
মধুময় তারক ব্রহ্ম নাম ?

তরণী। তারক ব্রহ্ম রাম নামে
শুধু মানবের অধিকার
ঋষি—রাক্ষসের নয় ?

মাণ্ডব্য। রাম নামে আচণ্ডালে সম অধিকারী।

তরণী। তবে বিস্ময়ের কিবা আছে হেথা ?

মাণ্ডব্য। যেথাকার দুর্ম্মতি নৃপতি,
শ্রীরামের অর্দ্ধ অংশ কাড়ি'
তারক ব্রহ্ম সনে সাধিয়াছে বাদ,
সেথাকার সেই পাপিষ্ঠ রাজার
জ্ঞাতি কিংবা প্রজা—গাহে রাম নাম
বিস্ময়ের ইহাই কারণ।
বল্ শিশু, কে শিখাল
তোরে মধুময় নাম।

তরণী। শ্রেষ্ঠ গুরু জনক আমার,
তাঁরই ঠাঁই দীক্ষিত এ নামে।

মাণ্ডব্য। রাবণের কে তুই বালক।

তরণী। ভ্রাতুস্পুত্র। পরম বৈষ্ণব পিতা—নাম বিভীষণ।
গন্ধর্ব্ব নন্দিনী—সরমা জননী।
সীতা সেবা পরায়ণা সদা।
এইবার তুমি কেবা দাও পরিচয়।

মাণ্ডব্য। শুনেছিস্ কভু শিশু
মাণ্ডব্য ঋষির নাম ?

তরণী। কোন্ মাণ্ডব্য তাপস ?

মাণ্ডব্য। মাণ্ডব্য জগতে এক, হয় না দ্বিতীয়।

তরণী। আমি কিন্তু পিতৃমুখে শুনিয়াছি,
মাণ্ডব্য অসংখ্য।

মাণ্ডব্য। হ'তে পারে মাণ্ডব্য নাম অসংখ্য জীবের,
কিন্তু তাপস মাণ্ডব্য এক রে কুমার।
এমন মাণ্ডব্য নাম কটা শুনেছিস্?

তরণী। কহিনু তো অসংখ্য শুনেছি।
জগতের দ্বিতীয় নন্দন তুল্য
তপোবন মাঝে সুপবিত্রা পম্পা—
যাঁর পদরজে নিয়ত নির্ম্মলা।
হংস কারণ্ডব উদগ্রীব শ্রবণে,
যাঁর বেদ উচ্চারণে।

মাণ্ডব্য। হাঁরে বালক! সেই, যম যার
অভিশাপে দাসীর তনয়।

তরণী। তবে তুমি সেই যমদণ্ড
শূলভোগী?
কি কাজে হেথায়?

মাণ্ডব্য। ভুলে' গেছি আগমন উদ্দেশ্য আমার,
শুনি মধুময় রামনাম গান।

তরণী। ভাল। চলে যাও গন্তব্যের পথে।
কল্পনায় সুন্দর মূরতি আঁকি
নাম গানে ছিনু আত্মহারা।
দিয়ে বাধা পুন সুখ ধ্যান
ভেঙ না আমার।

মাণ্ডব্য। তুই কল্পনায় যাঁর মূর্ত্তি আঁকি

এমন তন্ময়, আমি তাঁকে
স্বচক্ষে হেরেছি তবু হইনি বিভোর।

তরণী। দুর্ভাগ্য অশেষ। নহে ভগবানে
হেরি মূর্ত্তিমান্, নহ তুমি
স্থিত প্রজ্ঞ তাপস প্রবর।

মাণ্ডব্য তুই যে রাক্ষস,
কি বুঝিবে নীতি ব্রাহ্মণের ?
ব্রাহ্মণের শক্তি মুখ্য,
গৌণ ভগবান্, নিবেদিত আদিত্যের
আরুণিম মাঝে, মধ্যাহ্ন তাপিত
খরতর রবি করোজ্জ্বলে, সায়াহ্নের
পটলাবৃত মৃয়মান অস্তাচল গামী
দিবাকরে, গায়ত্রীর প্রতি সূত্রে,
বেদমন্ত্রে মীমাংসা পংক্তিতে ছন্দে,
শুধু শক্তি নানারূপে বিরাজিতা সদা।
কভু অর্দ্ধ স্ফুট, অর্দ্ধ লুপ্ত শৈশব মাধুর্য্য,
কভু সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিণী—
যৌবনার অদম্য চাতুর্য্য,
কভু বা সংহার সংহার রবে
জীবনের অপরাহ্নে বৃষভারূঢ়া
স্থবিরা ভৈরবী। সেই শক্তি
কেড়ে নেছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
শক্তি বিনা শাক্তের গৌরব কোথা ?

তরণী। করি না প্রত্যয়।
ক্ষুদ্র অগ্নির স্ফুলিঙ্গ শক্তি

ক্রম বর্দ্ধমানে পারে যদি
ভস্মিতে সংসার, তবে চিন্ময়ী—
তড়িতা-শক্তি জনক নন্দিনী
কেন সহে এত অত্যাচার ?
না ভস্মিয়া রক্ষকুল সহ দশাননে ?
শাক্ত মুখ্য, গৌণশক্তি, ঋষি !

মাণ্ডব্য। শিশু বুদ্ধি তোর, না বুঝিবি
শক্তি শাক্তে কতটা প্রভেদ।
একবিংশ বার ধরণী নিঃক্ষত্রকারী
ভীম ভৃগুরাম, ক্ষুদ্র এক শিশু
শক্তি পাশে হল পরাজিত,
কেন ? সীতা শক্তি যুক্ত
শ্রীরাম—তাই শক্তিহারা
হারিল পরশুরাম। দৃঢ় পণে
সুরক্ষিত হরধনু ভঙ্গ আগে,
হত যদি দুই রামে প্রবল সমর,
তবে বাল্মীকিরে সুনিশ্চয়
ঘুরাইয়া হইত লিখিতে
আদি কাব্য রামায়ণ কথা।
নহে শোকের নিস্তেজ গতি,
জ্যোতি ছন্দ ভাষার ঝঙ্কারে
টঙ্কারে টঙ্কারে নিত্য প্রাণে
সঞ্জীবিতে প্রদীপ্ত জীবনী তেজ।

তরণী। তাই বল,
বাঞ্ছা তব সীতা দরশন।

হবে না ব্রাহ্মণ,
করো নাকো জ্বালাতন আর,
ফিরে যাও আশ্রমের পথে।

মাণ্ডব্য। কি? যোগ বলে উল্লঙ্ঘি দুস্তর সাগর
উপনীত দেবী দরশনে,
ফিরে যাব ভগ্ন মনোরথে?

তরণী। যাবে। যেতে বাধ্য। যাওয়াও উচিত।
মানবের দেবী রাক্ষসের অধিকারে এবে,
কি এমন পুণ্য তব সন্দিগ্ধ মানব,
রক্ষ মন্দিরের দেবি দরশনে করেছ প্রয়াস?

মাণ্ডব্য। মানব বরণ্য ব্রাহ্মণের পুণ্যে সন্দিহান্?
মূর্ত্তিমান ভূ-দেবতা নররূপে যারা
সে ব্রাহ্মণে চাস্ রোধিবারে?
জানিস্ অবোধ, রক্ত পিণ্ড তুলিল
জনক মাত্র হলের ফলায়
প্রাণ দিল যাজ্ঞবল্ক ব্রাহ্মণ তাহায়।
রাম ভূমিষ্ঠের বহু পূর্ব্বে,
ভাষাও কল্পনা নামা পত্র পুষ্প দিয়ে
করেছিল প্রাণের প্রতিষ্ঠা
ব্রাহ্মণ বাল্মীকি। নহে কি এমন,
পুণ্যবল নিমি সূর্য্যকুলে
দেবী ও দেবের প্রতিষ্ঠা হয়
রক্তমাংসে গড়া দেহ মাঝে?

তরণী। সাধু—সাধু!
শিরোধার্য্য বচন তোমার।

দাও পদধূলি,
জন্ম জন্ম বহিব এ ঋণ।
তবে বিশ্বশ্রবা পৌত্র আমি,
আমিও ব্রাহ্মণ, আমিও
হেথায় রক্ষস্পর্শে অপবিত্রা
মানবী সীতায় করিয়াছি প্রাণের প্রতিষ্ঠা।
ব্যষ্টি প্রতিষ্ঠিত দেবতায়
সমষ্টির কিসে অধিকার ?

মাণ্ডব্য। না চাহি বিচার।
দিবি কি না দিবি যেতে
ছাড়িয়া দুয়ার অশোক কানন মাঝে ?

তরণী। প্রাণে বাজে দেবী দরশনে
সমাগত ব্রাহ্মণে তাড়াতে।
কিন্তু কি করিব উপায় যে নাই।
উপায় রহিলে,হে ব্রাহ্মণ,
হয়তো তরণী দিত
প্রবেশের অধিকার।
কিন্তু দরশনে
তৃপ্তি তাতে হত না তোমার।
যে ব্রাহ্মণে ইচ্ছামত নানারূপে
গায়ত্রীরে সাজায়ে সুন্দর,
কভু আদরে ধরেন শিরে,
কভু বা বিরাগে দিয়ে অভিশাপ,
ফেলে দেন আবর্জ্জনা মাঝে।
পাথরের মূর্ত্তি পাশে কেঁদে কেঁদে

দেবতা না পেয়ে, ক্ষুণ্ণ চিত্তে
যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম শিরে করি তিরস্কার,
পদাঘাতে ভেঙে চুরে
শ্রীবিষ্ণুর হৃদয় পঞ্জর,
হৃদিপদ্ম মধ্যস্থিত গুপ্ত গর্ভ হ'তে,
ছিন্ন প্রাণ টুকু করি আকর্ষণ
ফেলে দিয়ে ধরা মাঝে
দেবত্বের করে প্রস্ফুরণ।
সে ব্রাহ্মণ, একটা সামান্যা
নারীর দেহে দেবীত্বের
কতটুকু লভিবে সন্ধান ?

মাণ্ডব্য। ওরে রে অজ্ঞান শিশু,
না জানিস্ শক্তি ব্রাহ্মণের,
অসীম অনন্ত মহা বিরাটেরে,
সসীম আয়ত্বে আনি,
এই ব্রাহ্মণেই করে প্রতিষ্ঠিত
মাত্র দশ অঙ্গুলি পরিধৃত গণ্ডীর ভিতর।

তরণী। তবে কেন সসীম সীতার তরে
হেন আকিঞ্চন ? মাতৃ আজ্ঞা
তরণী না করিবে লঙ্ঘন।
ফিরে যাও—নাহি হবে সীতা দরশন।

মাণ্ডব্য। বুঝে দেখ্, কি বিষধর লয়ে
চাস্ খেলিবারে।

তরণী। যার তেজে সুধাময় করি হলাহল,
অসংখ্য অসংখ্য নাগ,

স্বজেছিল ক্ষীরোদ সাগর—
সেই অনন্ত মাধব
রামরূপে প্রতিষ্ঠিত হৃদয়ে যাহার।
কমলা রূপিনী সীতা নয়ন সম্মুখে,
বিষধরে কি ভয় তাহার ?

মাণ্ডব্য। তবে দেবী দরশনে সমাগত ব্রাহ্মণের
প্রত্যাখ্যান হেতু, কোটী বর্ষ পরমায়ু
লয়ে যদি আসিয়া থাকিস্ এই ভূমণ্ডলে,
তবে ব্রহ্ম অভিশাপে হবে ব্যতিক্রম,
সুনিশ্চয় অকাল মরণ,
আজি হতে এক মাস পরে—
মৃত্যু মুখে হইবি পতিত।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। কারে ? কারে দিলে অভিশাপ ঋষি !
জান' কেবা আমি,
কে এ আমার ?

তরণী। মা—মা, তুমি কেন এলে ধেয়ে
ত্যজি মা জানকী সেবা ?

মাণ্ডব্য। জানকীর সেবা ? পুণ্যবতী !
তুমি ? তুমি সেবাধি কারিণী সীতার ?

সরমা। কোথা পুণ্য আমার ব্রাহ্মণ ?
তা যদি রহিত, তাহলে কি
এক মাত্র পুত্র মোর, হেন ভাবে
ব্রহ্মশাপে হ'ত জর্জ্জরিত ?

জান কি ব্রাহ্মণ—কেবা আমি,
অভিশাপে কি সর্ব্বনাশ সাধিলে আমার।
উপবাসে শুচিস্মিতা আমি,
স্বর্ণময় সে এক অতীতে
মাঘকৃষ্ণা চতুর্দ্দশী সন্ধ্যা মুহুর্ত্তেতে
শিব মন্দিরেতে—জ্বেলেছিনু,
ঘৃতের প্রদীপ অতি সন্তর্পণে,
অনির্ব্বাণে এতদিন রাখিতেছি তারে,
তুমি ফুৎকারেতে নিভাইবে
তাহা—একটি মাসেতে।

মাণ্ডব্য। অনুতপ্ত আমি সত্য দিয়ে অভিশাপ।

সরমা। ফিরাইয়া লহ হে ব্রাহ্মণ,
ফিরাইয়া লহ তব বাণী।

মাণ্ডব্য। তাহা যে হবার নয় ভক্তিময়ি!
সৃষ্টির আদিতে
যবে এ মহীতে জীবের উদ্ভব;
অফুরন্ত আশা বক্ষে,
মুখে নাই প্রকাশের ভাষা
সেইকালে, প্রাণায়ামে রত
ব্রহ্মনাভি কুণ্ডলিনী মাঝে
পঞ্চ বায়ু হয়ে সম্মিলিত,
ক্ষিতি তেজ জলের মিশ্রনে
গঠিয়া অপূর্ব্ব ছায়া,
পরে কায়ারূপে প্রেরিলা তাহারে
ঊর্দ্ধ মুলাধারে। প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হ'ল

মুখের অমৃতে—তাই
বাণীনামে হ'ল পরিচিত।
সেই বাণী—সেই ব্রহ্মবাণী
ফিরিবার নহে কদাচন।
তা যদি হইত,
ব্রহ্মমুখ বিনিঃসৃত বাণী যদ্যপি ফিরিত,
তাহ'লে কি বৈষম্যেতে সাম্য
হ'ত এত বিচঞ্চল ?

সরমা। সাম্যের স্থাপক হে ব্রাহ্মণ,
একি সাম্য তোমার হেথায় !
এ সংসারে এক মাত্র সার ধন—
তরণী রতন, পরলোকে—
পুন্নাম নরকে ত্রাতা—
পিণ্ডদাতা পুত্র, কোন্ সাম্যে
আয়ু হর তার।

তরণী। ভাগ্যবতী জননী আমার,
অশ্রুপাতে ব্রহ্মপদ ধুয়ে বার বার—
কেন হেন আক্ষেপ তোমার ?
কত ভাগ্যবান্ আমি,
জন্মেছি এ অস্পৃশ্য রাক্ষস কুলে,
কিন্তু মরিব মা অভিশাপে তার
যার তেজে মৃত্যু পতি সদা মুহ্যমান।
অজ্ঞান বালক আমি,
বুঝি নাই পরিণাম,
তাই দিয়েছিনু বাধা।

সরমা। ব্রহ্ম পদ বক্ষধৃত মহানারায়ণ,
পাদপদ্ম হ'তে তার লভিয়া জনম
ব্রহ্ম কমণ্ডলু মাঝে রহি ;
লভিলেন গঙ্গাদেবী
অসীম অদম্য শক্তি,
গতি বেগে যার,
চূর্ণ হ'ল কত শত বন্ধুর উপল খণ্ড।
বিগলিত হ'ল হিমালয়,
ভেসে গেল ঐরাবত,
সেই গতি—রুদ্ধ হল ব্রহ্ম জঙ্ঘা মাঝে।
এ হেন ব্রাহ্মণ গতি
রোধিবারে দুর্ম্মতি তোমার।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ বাক্য,
মাস অন্তে মরিবে নিশ্চয়,
নাহি ক্ষেদ, নাহিক সংশয়,
শুধু হইয়া সদয়,
দিও দেখা প্রয়াণ সময়ে
এইরূপ—ব্রহ্মপদ পরশের
পুণ্য অধিকার—দিও দেব ছার তরণীরে
তরণী। অবারিত দ্বার, হে ব্রাহ্মণ
যাও এবে দেবী দরশনে !
মাণ্ডব্য। কোন প্রয়োজনে আর ?
ভক্ত শ্রেষ্ঠ ভগবান হ'তে।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত তুই, আদর্শা
পরমা ভকতি শীলা জননী যে তোর।

দেবী দরশন সাধ
এইখানে পরিপূর্ণ মোর।
ওঠ মা—ওঠ মা শক্তি,
সৃষ্টি সহায়িনী প্রকৃতির অংশোদ্ভূতা
ব্রাহ্মণেরও আরাধ্যা সতত
পতি পুত্রবতী স্বাধ্বী নারী।
অভিশপ্ত পুত্রে তোর,
প্রকারেতে অমরত্ব বর দিতে
সেও এক ব্রাহ্মণেরই অধিকার।

সরমা। তরণীরে পুষ্পাঞ্জলি দিনু তব পায়
জনম মরণ ভার তোমার এখন।

মাণ্ডব্য। নিজে ব্রহ্মা যদি কভু
নিজ হস্তে ব্রহ্মবাণ করিয়া নির্ম্মাণ
কোন্ সূত্রে কোন ভাগ্যবানে
করেন প্রদান, তবে সেই বাণে
তার কর বিনা—অন্য ভাবে হবে না মরণ।

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। এত স্বল্পে সন্তুষ্ট নিয়ত,
তাই ভূ-দেব আখ্যায়
ব্রাহ্মণ পূজিত মর্ত্ত্যে।
কুম্ভকর্ণ, রাবণের সনে আমি
শত বর্ষ কৃচ্ছ তপস্যায়,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারিদিকে,

কভু ঊর্দ্ধবাহু হেঁট মুণ্ডে,
ঊর্দ্ধপদে কভু, সমাধিস্থ কেহ,
কেহ অশ্রুপ্লুত, কেহ বা আবার
নিজ করে নিজ মুণ্ড কাটি
রুধির আপ্লুত তবে মনোমত
বর প্রাপ্তি ব্রহ্মার সকাশে।
আর ভাগ্যবান তরণী আমার
বিনা ক্লেশে লভিল সে ব্রহ্মবর।
রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রকারে অমর—
তাহাও পলকেতে হইবে বিলয়
কিন্তু তরণীর অমরত্ব ঘুচিবার নয়।
সৃষ্টি কর্ত্তা নিজে ব্রহ্মা ধ্বংস বাণ
নির্ম্মাণ না করিবেন কভু।

মাণ্ডব্য। করি আশীর্ব্বাদ, এইরূপ সীতারামে
ভক্তি থাক্ পুত্রসহ তোমা দোঁহাকার।

বিভীষণ। কমলায় করিয়া লাঞ্ছিত
পাপগ্রস্থ দেশ জাতি মৃত্তিকা যেথায়,
সেথা অতিথি ব্রাহ্মণে সেবা দানে
হয় না সাহস। এ তিনের অশ্রুই সম্বল।
গঙ্গাজলে হয় যদি তুষ্ট দেবদল
তবে ভূ-দেবতা—অশ্রুজলে
তৃপ্ত কি হবে না?

[বিভীষণ, তরণী ও সরমার প্রস্থান

মাণ্ডব্য। ইহাও কি বাল্মীকির লেখা?
নাহি জানি কবি রত্নাকর—

মা নিষাদ' লিখি যার করেছ সূচনা
কি ললিত পেলব ছন্দেতে
তার করিয়াছ শেষ ?
ভাগ্যবতী ভাগ্যবানগণ !
স্বরগের পবিত্রতা ভরা
তোমাদের আদর্শ সংসার
চল, আজি হব আমি অতিথি তাহার।

[প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদাগার

[নর্ত্তকীগণ ও রাবণের প্রবেশ]

গীত

নর্ত্তকীগণ— আজকে এস হৃদে বস
করনা আর কাল।
ছাড়বো নাকো আজকে বঁধূ
এমন ধারা তাল ॥
আজকের ফুল কালকে বাসি
কালির দিবা আজকে নিশি।
বড় ভালবাসি তাইত আসি
ঘুচাতে জঞ্জাল ॥
চাও চাও চাও বদন তুলে
আজকে বারেক চিন্তা ভুলে।
কালকে আবার দুখের পাথার
কে জানে কি কাল ॥

রাবণ। কালে ধরি রাবণের কাল অপগত।
আজ আর এল না কখন'।
গীতি ছলে যথার্থ কহেছ
নর্ত্তকী সকল, পরোক্ষের
দীর্ঘ সূত্র—প্রত্যক্ষের কাল
রাবণের অনিষ্ট সাধক।
কাল নির্ম্মাণিব স্বর্গের সোপান,
কাল লবণ সমুদ্র সেচি
ক্ষীরে পুরাইব, কত কাল
এল গেল আসিবে আবার
হয় নাই, হইবে না, বুঝিবা কখন'।
যাও সবে, পুনরায় বুঝাও সীতায়
রাবণ ছেড়েছে কাল,
আজি রাতে ভুঞ্জিব তাহায়।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

বিশ্বকর্ম্মা বিগঠিত,
কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিক নির্ম্মিত
স্বর্ণ লঙ্কা করে গেল ছারখার,
এক সামান্য বানরে—
মাত্র সীতার কারণ।
মেঘবনা, বিকট দশনা,
জটাজুট বিলম্বিতা,
দ্বীপি চর্ম্ম পরিধানা,
নর মুণ্ডমালা বিশোভিতা,

আরাধ্যা চামুণ্ডা ত্যজেছেন
স্বর্ণ লঙ্কা ভার অপবিত্র—
বানর পরশে—সেও সীতার কারণ।
অপার জলধি—অনায়াসে হ'ল পার
তুচ্ছ শাখামৃগ—সেও হায় সীতার কারণ।
সে অমূল্য সীতাহার
গলে ধরিবার অপেক্ষা কি হেতু কালিকার?
রাবণের আজিকার ভোগ্য
সুনিশ্চয় রামের মহিষী সীতা।

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। কে বলে অধার্ম্মিক রাবণ ভূপাল?
শয়নে স্বপনে বিলাস-ব্যসনে
যাঁর চিন্তা সীতারাম,
তার সম রামভক্ত কেবা মহীয়ান্।

রাবণ। সত্য ভাই, রামসীতা চিন্তার এখন।
শুনেছিস্—রাবণ ছেড়েছে কালি
আজি সীতা লয়ে ভীষণ প্রমত্ত।

বিভীষণ। তবে অনুমতি কর দাসে
কেন আর কালের অপেক্ষা
আজি সীতা দিয়ে আসি
রামের সকাশে।

রাবণ। সব ছেড়ে দর্পটুকু লয়ে
রাবণ যে বিরাজে ধরায়,

তার সহোদর তুই
যাবি দন্তে তৃণ লয়ে ফিরাইয়া দিতে
শ্রীরামে—সীতায় !

বিভীষণ। নতুবা যে এক সীতা হেতু
লঙ্কার সর্ব্বস্ব যায়।

রাবণ। যাক্—সব, দর্প যদি থাকে
আবার হইবে সব।

বিভীষণ। রাম নহে সামান্য মানব।

রাবণ। সামান্য হ'লে কি এমন
মহান্ রাবণ প্রবৃত্তি কভু
তার নারী প্রতি যায় ?

বিভীষণ। একা রামে রক্ষা নাই
তায় পুন বানর সহায়।

রাবণ। জলাধীপ নিত্য স্নান করায় যাহারে,
পবন ব্যজনে চন্দ্র, সূর্য্য
হর্ম্মের মার্জ্জনে, ইন্দ্র যারে
সেবে সদা অনুগত কৃতদাস সম,
যম কাটে ঘাস যার
অশ্বের আহারে—
সে অমিত তেজা
রাবণ কি ডরে ছার নর ও বানরে।

বিভীষণ। সতী মনস্তাপে কে কোথা
পেয়েছে ত্রাণ ?

রাবণ। কোন্ সতী, কবে কোথা,
হরিয়াছে রাবণের মান ?

বিভীষণ। পুঞ্জীকৃত রয়েছে সকলি—
স্মর মনে ভ্রাতুষ্পুত্র নল কুবের
বনিতা রম্ভা অভিশাপ।
রাবণ। বহুদিন গত, রাবণ
এখন' হয়নি হ'ত।
বিভীষণ। কতক্ষণ ভেঙে যেতে
ব্রহ্মদত্ত প্রকারে অমর।
রাবণ। ভাঙে যদি—শক্তি ভরে
আবার লইব বর পদ্মযোনি ঠাঁই।
বিভীষণ। পূর্ব্ব কথা স্মর একবার।
মহেশ দর্শনে যবে
উপনীত হইলে কৈলাসে,
দ্বারদেশে মর্কট বদন নন্দী
দ্বারী হেরি, করি উপহাস
অভিশপ্ত হয়েছিলে—
নর বানরের হাতে মরিবে নিশ্চয়।
কালচক্রে সেই নর বানর,
যদি হয় গো—উদয় হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী
পরাজয় অনিবার্য্য তব।
হিতবাক্য কহি পুন শুন লঙ্কেশ্বর,
এ সম্পদ—এ কনক সাম্রাজ্য,
সাধ করে কর' না বিনষ্ট।
পুণ্য চিতে সীতালয়ে
দিয়ে এস শ্রীরাম চরণে।
রাবণ। দূর হ'রে রক্ষ কুল গ্লানি

ভীরু কুলাঙ্গার। জ্যেষ্ঠেরে
বুঝাতে চাস্ হইয়া কনিষ্ঠ।

বিভীষণ। পুনর্ব্বার কহি, নিজে মজে,
মজায়োনা স্বর্ণ লঙ্কাপুরী।
তোমারও যেমন, আমারও তেমনি—
অধিকার কনক লঙ্কায়।
সেই অধিকারে দেশ দশ
জাতির মঙ্গলে কহি পদে ধরি—
অবিলম্বে ফিরাইয়া দিয়ে
জানকীরে—নারীচোর ঘৃণ্য
অপবাদে মুক্ত হও লঙ্কার রাজন্।

রাবণ। সাবধান—বিভীষণ! চেয়ে দেখ্
রাবণের ভ্রাতৃপ্রেম সীমান্তে এবার।

বিভীষণ। দূর হোক্ নির্ব্বাসনে সৌহৃদ্য প্রণয়,
যদি সীতারে না কর পরিত্যাগ।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের
বহু তপস্যায় লব্ধ এ স্বর্ণ সাম্রাজ্যে
সম অধিকার আমাদের তিনটি ভ্রাতার।
সেই অধিকারে বিভীষণ এ সাম্রাজ্যে
পাপ কার্য্যে দিবে না প্রশ্রয়।
যা হয় তা হয়—লঙ্কার ভার
আমারে করিয়া দান—পুনর্ব্বার
পাপ কার্য্য সাধ গিয়া সাগরের পারে।

রাবণ। আরে আরে ভীরু ভণ্ড!
বকধার্ম্মিক বিভীষণ,

আমারে তাড়াতে চাস্
সিংহাসন লোভে ! বুঝিলাম
এতদিন দুধ দিয়ে কালসর্পে
পুষিয়াছি আমি। তবে শোন্
কুলাঙ্গার— তোর ছায়া পড়ে যদি
নিশাভাগে লঙ্কার ভিতর—
তবে বিচূর্ণিব ব্রহ্মদত্ত চতুর্যুগ
অমরত্ব বর। রাবণের অধিকার
করি পরিহার দূর হরে—
অজানার দেশে।

বিভীষণ। বুঝে দেখ—বিচঞ্চল রক্ষ ধর্ম্ম
উপনীত সাগর সৈকতে।

রাবণ। পরপারে করিলাম দূর
এই পদাঘাতে।

[বিভীষণকে পদাঘাত করিয়া রাবণের প্রস্থান

(বিভীষণের পতন)

বিভীষণ। কি পদাঘাত !

[বেগে তরণীর প্রবেশ]

তরণী। কি পদাঘাত ?

[বেগে সরমার প্রবেশ]

সরমা। কি ভীম পদাঘাত ! তরণীরে
চেয়ে দেখ্—চূরমার হয়ে গেছে
পঞ্জর আমার।

তরণী। কেন নিরুত্তরে—অশ্রুসিক্ত
বিষণ্ণ বদনে ভূতল আশ্রয়ে ?
দীপ্ত তেজে উঠ—ওঠ গৌরবের পিতা,
উঠে বল ব্যাখ্যা করে আর একবার
"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।"

সরমা। তা হতেও শত গুণে পূজ্য
ওরে স্বল্পায়ু বালক।
পত্নী চক্ষে স্বামী সদা—
স্বর্গ হতে গরীয়ান্—
ধর্ম্ম হতে মহীয়ান্—
সকল তপের সার—
সর্ব্বদেবতার দেবতা যে স্বামী।
সেই স্বামী—পদাঘাতে ভূতলে লুণ্ঠিত,
আর আততায়ী, এখন ও জীবিত—
পত্নী নহে মৃত তবু।

তরণী। বল—বল পিতা,
কি কর্ত্তব্য পুত্রের এখন ?

বিভীষণ ক্ষমা! ইষ্ট তোর রামচন্দ্র,
ক্ষমার মাহাত্ম্যে সর্ব্বপূজ্য
জগতেতে এত গরীয়ান্।
পবিত্র নির্ম্মল কূলে দানিয়া কলঙ্ক
চোরে নিল নারী চুরি করে।
আর ক্ষমা ধরে অশ্রুনীরে
অটল ধৈর্য্যেতে অতুল বিক্রমী স্বামী।

বিন্দুতে অসীম শক্তি ধারিণী জাহ্নবী,
কত অবিচার অত্যাচার আবর্জ্জনা
সাদরে ধরিয়া বক্ষে, ক্ষমার মহত্ত্বে
মহান্ সাগর বক্ষে দেয় উপহার।
সাগরও আবার অতুলনীয়
ক্ষমার আধিক্যে আপন অতল গর্ভে
ধরে সে জঞ্জাল, তবু বেলা এড়ি
মানবের স্বাস্থ্য নাশে হয় না উদ্যত।
জ্যেষ্ঠতাত—পিতারও অধিক পূজ্য,
ধৈর্য্য সনে পূর্ব্ব ভক্তি তাঁর পদে
কর' না চঞ্চল।

তরণী। এই মাত্র প্রতীকার?
পিতৃ অপমানে তনয়ের
এই মাত্র কর্ত্তব্য কেবল?

বিভীষণ। আরও আছে। যতদিন
রাবণের অন্ন খাবে,
ততদিন রাবণের বিরুদ্ধে না যাবে,
রাবণের ইঙ্গিতে চলিবে।
একে জ্যেষ্ঠতাত,
পিতারও অধিক পূজ্য,
তায় রাজা, নররূপী সাকার দেবতা।
আর জন্মভূমি জননীর সম
স্বর্গাদপি গরীয়সী। হেন রাজা,
তথা জন্মভূমির মঙ্গলে
প্রাণ দিবে হলে প্রয়োজন।

তাতে যদি পিতা হয় বাদী,
দাঁড়াবে বিপক্ষে। রাম নাম
ত্যজিবে না কভু জীবনে—
কি প্রয়াণ সময়ে।

সরমা। আর—পত্নীর সম্মুখে স্বামী—
তাঁর বক্ষে পদাঘাত—

বিভীষণ। জ্যেষ্ঠ ভাই মেরেছে কনিষ্ঠে,
সে বিচার হবে ভায়ে ভায়ে,
নহে অপরের। জ্যেষ্ঠ পদাঘাত
আশীর্ব্বাদ সম অনুজের।

সরমা। অনুজ সহিতে পারে জ্যেষ্ঠ অত্যাচার,
সতী আমি, কেমনে সহিব
মম পতি অপমান? প্রতীকারে—

বিভীষণ। প্রতীকারে জানকী রক্ষণ।
স্বহস্তে জ্বেলেছে চিতা—
সীতারে আনিয়া ঘরে নিজে আপনার।
সীতা স্বপ্নে পলকে প্রলয় জ্ঞানে—
হারায়েছে বিবেক নিচয়।
দেখিবে নিয়ত তার স্বপ্ন
কার্য্যকরী যেন কভু নাহি হয়।
না লভিলে সীতা অধিকার,
মর্ম্মে দহি দশানন
যে অশান্তি ভুঞ্জিবে নিয়ত,
তার কাছে কোন প্রতিশোধ
নাহি কল্পনা চিন্তায়।

সরমা।　　তুমি ?

বিভীষণ।　　আমি ?　অসীম অনন্ত যাত্রী।
চতুর্ব্বর্গ অমরত্ব—মরিব না স্থির।
অনন্ত সন্ধানি পুণ্য পরমাণু
করি আবিষ্কার, ধর্ম্মরাজ্য
স্থাপিত লঙ্কায়।

সরমা।　　এই মাত্র সতীর সান্ত্বনা ?

তরণী।　　তবে কি মাতা পুত্রে বিয়োগ যাতনা
দিতে পদাঘাত সহিলে জনক ?

বিভীষণ।　　তোমার সান্ত্বনা সীতা,
আর রাম নাম দিছি পুত্র
শান্তি হেতু তোরে।
কাল বহে যায়, একে জ্যেষ্ঠ—
তায় রাজা।　যতক্ষণ রহিব হেথায়,
ততক্ষণ আদেশ পালিতে বাধ্য
অক্ষরে অক্ষরে।　আঃ!
উভয়েতে কেঁদে কেন পিচ্ছিলতা
বাড়াও পথের ?
বহুকষ্টে চেপে আছি—
অশ্রুর প্রবল বেগ,
ছুটিলে ভাসাবে তোমা,
অভাগিনী সীতা যে হারাবে হেথা
একমাত্র সঙ্গিনী তাহার।
তরণিরে তুই যদি যাস্ ভেসে
সে অশ্রু তুফানে,

তবে সোনার লঙ্কায় জনপ্রাণী রহিবে না
রাম নাম উচ্চারিতে আর।
বামে এস, অভাগিনী বনিতা আমার,
ঋষি শাপগ্রস্থ একমাত্র পুত্র তুই—
দক্ষিণেতে আয়। ভগবান্-রামচন্দ্র,
এ দুই কুসুম তোমার চরণে
পুষ্পাঞ্জলি রূপে দিয়ে যাই—
অজানার পথে, রক্ষা—ধ্বংস,
বিচার তোমার। ওরে—
লঙ্কাপুরে কে আছিস্ করুণ গায়ক
আয় আয় ছুটে আয়—
সরমা কাঁদিছে—কাঁদিছে তরণী—
প্রকৃতিও অঝরে কাঁদে—
আয়—বিদায়ের গীতি গাহি—
রোদন থামায়ে শুভযাত্রা করে দে আমার।

[গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

গীত

রাজলক্ষ্মী— তোমার তরে রাজপুরে আমার যে গো পুন পদার্পণ।
ওরে আয় রে আয় বাহির পথে মানস মোহন॥
মায়া পাশে আশে পাশে
বিজড়িত করুণ রসে।
কোন প্রবাসে থাকবি শেষে নাইক নিদর্শন॥
আমার ধন আমায় দিয়ে
ছেড়ে দে গো স্মৃতি নিয়ে।
ওই কাঁদে শোন্ কনক লঙ্কা হারায়ে রতন॥

[সকলের প্রস্থান

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রক্ষপুরী

[রক্ষবালক ও বালিকাগণের প্রবেশ]

গীত

রক্ষবালক— আমরা রক্ষকুলের ধুরন্ধর।
পদভরে বিশ্ব ডরে স্বর্গ কাঁপে থর থর॥

রক্ষবালিকা— আমরা নাকি রাক্ষসী
আড় নয়নে সব গ্রাসী।
অট্টহাসি দশদিশি ভয় তরাসী নিরন্তর॥

রক্ষবালক— প্রেমটা মোদের এক চেটে
অন্য জেতের বিদ্‌ঘুটে।
শঠে শাঠে নিইলি লুঠে পুষ্পে যথা মধুকর॥

রক্ষবালিকা— তাই ত' হৃদি সিন্ধু ছেঁচে
মণি মাণিক তুল্‌ছি বেছে।
কাজে ধাঁজে আঁচে এঁচে
বুঝে দেখ প্রেমবর॥

[সকলের প্রস্থান

[কালনেমী ও রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। মনের আনন্দে নেচে গেয়ে
খেলিয়া বেড়ায় রক্ষ পুত্র—

কন্যাগণ যত।
আমি রাজা তাহাদের—
দারুণ চিন্তার ভারে অবসন্ন হৃদে,
সারা পুরীটা ভ্রমি
তবু তিল মাত্র শান্তি নাহি লভি।

কালনেমী। তা বৈ কি বাবা! শান্তির ভাঁড়ার—রাখলে অশোক বনে, বাইরে ছুটে বেড়ালে কেমন করে পাবে? লাজ, মান, ভয় এই তিন থাকৃতে পীরিত নয়—পাকা চুলের কথা বাবা—অনুধাবণ কর।

রাবণ। লাজ? রাবণের লাজ?
কার্ত্তবীর্য্য—বালি যথা বলির দুয়ারে
লাঞ্ছিত রাবণ—তবু লাজে
হয় নাহি অবণত শির।
মান? সূর্পণখা ভগিনী দানিল
নাককাণ দুর্ব্বল মানব করে—
তবু মানের দুয়ারে মোর করিবে
আঘাত হেন সাধ্য কার?
আর ভয় শব্দ রাবণের নাই।

কালনেমী। তবে সীতা সীতা বলে আকুল হয়ে বেড়াচ্ছ কেন বাবা? ভোগ দখল ক'র শান্তি পাবে। যেটা যতক্ষণ না পাওয়া যায়, সেটার জন্য ততক্ষণ আকাঙ্ক্ষা—পেলেই তৃপ্তি বাবা। বিশেষ রাক্ষস জাতি—বিধাতা পুরুষের সখের বাগানের ভোমরা বাবা, নানা ফুলের মধু খাবে—তবেত' রাক্ষসত্ব ফুটবে।

রাবণ। নলকুবেরের জায়া রম্ভা সর্ব্বনাশী
ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ মোর—সতীত্ব হারায়ে

মম ঠাঁই—দিয়েছিল অভিশাপ—
পরস্ত্রী রমণে হবে মৃত্যু সুনিশ্চয়।
নতুবা আজও কি রাবণ কবলে
সীতা পায় পরিত্রাণ।

কালনেমী। মাকড় মারলে ধোকড় হয় রে বাবা। বিশেষ রমণীর শাপে পুরুষের কিছু হলে এদ্দিন সংসার অচল হয়ে পড়তো, বিশেষ আমার—তোর মামী জানিস্ তো বাবা, কেমন খাণ্ডাধারিণী—দুর্ব্বাসা ঋষির মাসী।

রাবণ। একদিন ছিল একমাত্র
চিন্তা জানকীর, এবে অন্য চিন্তা
তাহার উপর।

কালনেমী। তাই বল বাবা অন্য চিন্তাই এখন প্রবল—আমার যেমন চমৎকার অন্ন চিন্তা নর বানরের কেউ চিন্তার নয় বাবা—যত দুশ্চিন্তার সেই ঘর পোড়া বেটা হুপ্।

রাবণ। হে মাতুল! ভাই বিভীষণ
সুবুদ্ধি দানিতে—পদাঘাতে
তাড়ায়েছে রাবণ তাহায়।

কালনেমী। ঠিক করেছ বাবা। অমন আগাছাটাকে দূর করে সংসার বাগানটাকে পরিষ্কারই রেখেছ, বিভীষণকে করলে মন্ত্রী, তখন কথা শুনতে না এখন বোঝ, ওর কুমন্ত্রণায়—তো এই দুর্গতি, নইলে কবে সীতাকে ভোগ দখল করে ফেলতে। তারা মানুষ, আমাদের মত রাক্ষস নয়। মানুষের ধর্ম্মে, অন্য পুরুষে ভোগ্যা স্ত্রীকে বর্জ্জন—আর রাক্ষুসে ধর্ম্মে, তেমন পত্নীকে মাথায় করে ধিন্ তা ধিনিক নাচন। অতএব তল্পীতুলে রাম লক্ষ্মণের দেশের দিকে অগ্রগমন, সাগর পারের কিষ্কিন্ধ্যার আবার

পূর্ব্ববৎ যথা স্থানে পলায়ন। এইবার আমায় যখন মন্ত্রী করেছ—তখন সব ঘুরিয়ে দিচ্ছি।

রাবণ। বুঝিতে না পারি,
কোন্ দিকে হুই অগ্রসর।

কালনেমী। কোথাও নয়—দিন রাত অশোক বনে আড় হয়ে বসে মজা লোট গে বাবা, যা করবার সিংহাসনের পাশে সুস্থ চিত্তে বসে আমি তুড়ি মেরে সব হাঁসিল করবো।

রাবণ। মাতুল। সীতা হেতু দশানন
হারায়েছে কি ধন তা জান'!

কালনেমী। বিভীষণ তো?

রাবণ। তুমিই মূর্খ, কিছুই বুঝনা।

কালনেমী। তা বৈ কি বাবা। তবে এটা বুঝি ভায়ের মত বন্ধু নেই—যদি মরে যায়। তা যখন দেশত্যাগী তখন মরাই সামিল।

রাবণ। দশানন হারায়েছে পুর রক্ষয়িত্রী—
চামুণ্ডা মাতায়।

কালনেমী। ভালই হয়েছে বাবা, শ্মশান কালীর প্রতিষ্ঠা করা যাবে, নর বানরের মড়া হাড়ে সর্ব্বনাশীকে সাজান যাবে।

রাবণ। হনুমান পদার্পণে সেই যে জননী
লঙ্কা ত্যজি গিয়েছেন চলি,
আর স্বপনেও নাহি দেখি তাঁরে।

কালনেমী। জেগে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সীতাকেই দেখছ না কি বাবা।

রাবণ। রাবণের ছিল দশভুজা
তাই রাবণ অজেয় সদা।
সে জননী কোথা গেল,
হে মাতুল—বলিতে কি পার কোথা গেল?

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ—　　মা ফিরেছেন কৈলাসে।
অনেক দিনের পরে আবার গুণের মহেশ পাশে।
অশোক বনে চিন্ময়ী
পালাল তাই মৃণ্ময়ী।
হয়ে চিত্ত জয়ী জ্ঞান বিবেকী
বাঁধ তাঁরে ভক্তি পাশে॥
যুগান্তরে কভু কেহ
পায়নি এমন মাতৃ স্নেহ।
শত সাধনায় এমন সীতায়
পায় না কেহ ভক্তি বসে॥

[প্রস্থান

রাবণ।　　প্রহর্ষণ—প্রহর্ষণ!
নহ তুমি উন্মাদ কখন',
পূর্ণ জ্ঞানী, চিনেছ সীতায়।
হে মাতুল, তৃপ্তি দেছে,
অশান্তি হরেছে—
ফিরাও ফিরাও হেথা
প্রহর্ষণে ত্বরা।

কালনেমী। "খায় দায় কাঁশী বাজায়"—ওই সব লোকেদের জন্যই তো লঙ্কার দুর্গতি। একটা বঁদরে—দুগ্গা দুগ্গা—একটা হুপে—যাচ্ছে তাই করে চলে গেল। তাহলে বাবাজী তাহলে সৈন্য পাঠিয়ে ছোঁড়া ছুটোর সঙ্গে ঘরপোড়া হুপ বেটাকে বেঁধে আন্বার ব্যবস্থা করি।

রাবণ। সত্য বটে, রাবণের বুদ্ধি ভ্রম
সীতার কারণ। তথাপিও
রাবণ ভুলেনি আজও আভিজাত্য তার।
অবিলম্বে পাঠাও মাতুল,
শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণে
বিপুল সেনার সাথে।
দিবে আজ্ঞা, সকলের আগে
বালি পুত্র অঙ্গদে বধিবে,
তারপর বীর হনুমানে।
আর রাম লক্ষ্মণের সনে
সুগ্রীবাদি বানর সমূহে
বন্দী করি আনিবে লঙ্কায়।

কালনেমী। জয় রাবণের জয়। এইতো চাই। রাক্ষসের বেটা পুরো রাক্ষস হও বাবা। একটা মানবী সীতার জন্যে রাক্ষসত্ব হারানো, রাক্ষসের রাজা হ'য়ে তোমার কি উচিত?

রাবণ। হইব রাক্ষস। পরিপূর্ণ রাক্ষস এবার।
ধ্বংস কর ধ্বংস কর সব।
নীতি নাই, সতীত্ব গৌরব নাই,
সাথে সাথে দেখিবে মাতুল
আত্মস্নেহ যেন না রহে লঙ্কায়।

কালনেমী। জয় রাবণের জয়। অশোক বনের দিকে এগোও বাবা, আমি যা করবার সব করছি ব্যাটাদের—বিশেষ হুপ্‌ ঘরপোড়া ব্যাটাকে সাগরের নোনা জলে চুবুতে পারলে বুঝি রাক্ষসেরা কত বড় বীর। কি করবো বাবা কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা আমি যে বুঝিনা, নইলে নিজে সেনাপতি হয়ে এতদিন কোনকালে শত্রু নিপাত করতুম।

রাবণ। তাই কর—ধ্বংসের ব্যবস্থা কর
ত্বরায় মাতুল। না-না, একি
রাবণ সম্মুখে পুনরায়
পালন ও সৃজন রহস্য।

[তরণীর প্রবেশ]

আয় আয় পিতৃসঙ্গ সুখহারা
হতভাগ্য পুত্র, আমি জ্যেষ্ঠতাত
রয়েছি জীবিত হেথা,
বাৎসল্যের স্নেহসিক্ত
করিতে নিয়ত, কেন তুই
বিষণ্ণ এমন। হে মাতুল,
লহ অবসর, আহ্বানিব
প্রয়োজন কালে।

কালনেমী। হ্যাঁ বাবা—যখনি দরকার বুঝবে ডাকবে—তখনি আসবো। আসবো নাই বা কেন? নরাণাং মাতুলাক্রমঃ—মানুষরাই মামাকে আক্রমণ করবে, রাক্ষস আমরা—রাক্ষস ভাগনে তুমি—আমাদের মামা ভাগনের ভেতরে সে ভয়তো নেই। আর ডাকবার অবসর আমি বেশীদিন রাখছি নি। অরাম কি অরাবণ—দুগ্‌গা দুগ্‌গা অরাম কি সরাবণ পৃথ্বী শীগ্‌গীর করছি।

[প্রস্থান

রাবণ। আনত নয়নে হেটমুণ্ডে
নিরুত্তরে কেন গুণমণি?
আয় বুকে আয়। ওরে
রাবণ ফেলেছে তার প্রকৃত বান্ধবে

পদাঘাতে চিরতরে দূরে।
সেই শূন্য স্থান পূর্ণ কর
বুকে এসে মোর। তবু নিরুত্তরে ?
কেন হেন সন্দিগ্ধ অন্তরে
আসিলি আমার পাশে ?
কি চাস্ তরণি !

তরণী। আদেশ তোমার।

রাবণ। কিসের আদেশ ?

তরণী। নির্ব্বাসন যাত্রাকালে
বলেছেন পিতা মোরে,
যতদিন রাবণের অন্ন খাবে,
ততদিন বিরুদ্ধে না যাবে,
আদেশে চলিবে সদা।
সেই হ'তে মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘি
ত্যজিয়াছি অশোক কানন—
দ্বার রক্ষা ভার।
আদেশ' রাজন্, কি কাজে তরণী
যাপিবে এ বিষাদময়
দিবস রজনী।

রাবণ। দিব রে আদেশ তোরে।
শোন্ শোন্, রাবণের
একমাত্র আদরের ধন,
আমার আদেশে—স্বেচ্ছামত
কার্য্য ক'রে যাবি,
সর্ব্বত্র অবাধ গতি,

সকলে শাসিবি, হলে প্রয়োজন
অন্যে দূর কথা, রাজারেও
করিবি শাসন।

তরণী। দাও পদধূলি। বিদায় এখন।

রাবণ। এখনি? এই এলি এই চলে যাবি?
বল্ বল্ স্পষ্ট করে—পিতৃতরে
প্রাণ কি কাঁদিছে তোর?

তরণী। রাজার বিধানে ভুঞ্জে দণ্ড পিতা।
কি হেতু কাঁদিব আমি
হয়ে রাজভক্ত প্রজা?

রাবণ। না-না, সত্য তুই করিলি গোপন!
ওই যে—অশ্রু মন্দাকিনী,
হৃদয়ে প্রবল উৎসে
করে তোলপাড়—চক্ষু ফাটি
বাহিরিতে চায়। তরণি—তরণি—

তরণী। জ্যেষ্ঠতাত! হতভাগ্য তরণী জগতে—
স্নেহ দিতে এসো না তাহারে।

রাবণ। বল্, তুই বল্, সীতা কি
উপভোগ্যা নহে নৃপতির?

তরণী। শ্রেষ্ঠ ধন রাজ ভোগ্য সদা।

রাবণ। হেরেছিস্ সীতা স্বচক্ষে কখন?

তরণী। না।

রাবণ। তবে কেমনে জানিলি
শ্রেষ্ঠ সে ধরায়?

তরণী। হেরিয়াছি কল্পনায়।

আঁকিয়াছি হৃদিপটে—
জগদেক অপূর্ব্ব সুন্দরী।

রাবণ। বল্—বল্, কেমন
সে কল্পনার দেবী?

গীত

তরণী—
সদারঙ্গে ভ্রমেভৃঙ্গ পদপঙ্কজ মধু আশে।
অঙ্গবাহী গন্ধবহি গন্ধবহ ক্লান্তি নাশে॥
রুণু ঝুন নূপুর
বাজে সদা সুমধুর
অর্দ্ধ ইন্দু সম বিন্দু ললাট মদন পাশে॥
'হা রাম হো রাম' ধ্বনি
কেড়ে নেয় প্রাণ খানি
মধুছন্দ মুখবন্ধ গীতিদ্বন্দ্ব সদা ভাসে॥

রাবণ। আয় আয় বুকে আয়।
রাবণের পুরী মাঝে
একমাত্র কল্পনার কবি।
তুই ছবি এঁকে যা তরণী,
আমি দিব মুর্ত্তি মাঝে
প্রাণে সঞ্চার।

[তরণীকে বুকে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শ্রীরাম শিবির সম্মুখ

[গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

গীত

রাজলক্ষ্মী—

এগিয়ে এস এগিয়ে এস
তোমার তরে বসে সে।
খুঁজে খুঁজে ত্রিভুবনে
মরছ হতাশ্বাসে রে॥
চরণ অলস ক্রমে
সিন্ধু পারের শ্রমে।
মনোরমে অনুপমে
লুকিয়ে হেথা আছে যে॥
নীরব কাঁদিছে পাখী
ওই গো ওই থাকি থাকি।
আর কি বাকী থাকে নাকি
চিনতে চিন্তামণি রে॥

[রামের প্রবেশ]

রাম। করুণ রাগিণী তুলি কে কামিনী
গাহ গীতি রঘু শিবির সম্মুখে?
জাননা কি—চিরকাল পরস্ত্রী
মুখ দর্শনে বিমুখ সূর্য্যবংশীয়েরা?

রাজলক্ষ্মী। আশ্রয় ভিখারী আমি
সূর্য্যবংশ পাশে।

রাম। কার পাশে আশ্রয়ের আশে
এসেছ ললনা? বনবাসী—
নিত্য ভিখারী রাঘব, নাহি বাস,
তরুতলে, কভু দূর্ব্বাদলে,
কভু সাগর সৈকতে,
উত্তপ্ত বালুকা' পরে,
দুর্ভর নিরাশায় অবসন্ন—
দেহ ভার ঢালি, চেয়ে থাকি
অনন্ত আকাশ পানে সজল নয়নে
ভাগ্যদেবীর সন্ধানে।
তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষায়
কেন মা দিতেছ লজ্জা?

রাজলক্ষ্মী। শুনিয়াছি, রঘুবংশ, নিরাশ্রয়ে
আশ্রয় দিতে হয় না বিমুখ।

রাম। সার সত্য দেবি! কিন্তু
কেমনে কোথায় দিব আশ্রয় হেথায়?
অঙ্গের লাবণ্যে দেয় পরিচয়
রাজভোগ্য সুনিশ্চয়।
অনভ্যাসী বিদ্যাসমা দিন দিন
ক্ষীয় মানা তুমি, তথাপিও
বদনশ্রী আজও অতুলনীয়
এই ধরাধামে, কেমনে ও মুখে
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ কদর্য্য অন্ন
দিব উপহার? শিরীস কোমল
কমনীয় বপু খানি—কেমনে—

বনবাসে—কঠোর কঙ্কর শয্যা—
বিশ্রামের হইবে আধার ?
তৈলহীন রুক্ষ শুষ্ক
ধূলি ধূসরিত চরণ যুগল,
তথাপি যে এখনও পরিস্ফুট
রক্ত পদ্মসম প্রভ অর্দ্ধ সুপ্ত,
অর্দ্ধ লুপ্ত, ওই অলক্তকে।
কেমনে অশ্রুতে মাগো
ধুয়ে দিব তায়।

রাজলক্ষ্মী। রাজপুত্র তুমি, তুমি যদি
অম্লানে সহিতে পার বনবাস ক্লেশ,
তবে আমি তাহা কেন না
সহিব হয়ে রাজমাতা ?

রাম। রাজমাতা ?—রাজমাতা ?
কেন মাগো কোন দোষে
নন্দী গ্রামে প্রাণাধিক প্রিয়তম
ভরত ভায়েরে ত্যজি,
আসিলে হেথায় ?

রাজলক্ষ্মী। স্বর্ণ লঙ্কা অধীশ্বর রাবণের
রাজলক্ষ্মী আমি।

রাম। তুমি! অরাতি শিবির দ্বারে!
বল—বল ত্বরা, কেমনে
কি ভাবে রয়েছে সেথা
জানকী আমার ?
পবন নন্দন মুখে যে অবধি শুনিয়াছি—

'হা রাম যো রাম' সর্ব্বস্ব করি
অশোক কাননে অস্থি চর্ম্ম সার,
ধূলি শয্যা আশ্রয়ে জানকী,
সে অবধি কি ভাবে যে আছি
তুমি তাহা বুঝিবে কি
স্বর্ণলঙ্কা অধীশ্বর মাতা ?
দরিদ্রের মর্ম্মবাণী—উপলব্ধি
হবে কি তোমার ওগো
রাজার জননী ? বল', বল'—
থেমেছে কি সীতার ক্রন্দন—
করেছে কি অন্নজল গ্রহণ এখন ?

রাজলক্ষ্মী। কেমনে জানিব রাম ?
যে অবধি অপহৃতা সীতা,
সে অবধি—
আমিও যে রাজপুরী হ'তে
বিসর্জ্জিতা।

রাম। কেন—কেন—রাজমাতা !
রাবণের সম দিগ্বিজয়ী
ভাগ্যবান পুত্রে, নিরদয়ে
কেন দেবি ঠেলিলে চরণে।

রাজলক্ষ্মী। সতী অপমানে। রঘুমণি !
অন্তর্যামী তুমি, তুমি কিতা
আজও বোঝনি ?

রাম। তা না বুঝিলে, চোরা বাণে
বালি রাজে বধি—সাধ করে

কেন মা লভিব পতি হারা
তারা অভিশাপ !
সৃষ্টি শক্তি সঞ্চারিণী
জগতে রমণী—স্বার্থপর পুরুষের
লালসার ভোগে—তারা ক্রমে
বন্দিনী জীবনে। এ বন্ধন মোচন
যদি নাহি হয় আমার কারণ
ধিক্ তবে রঘুবংশে জনম গ্রহণ।
বুঝিলাম আগমন তব ;
কিন্তু মাতা—আমি যে ভিখারী,
আজও যে রাবণের দ্বারে
প্রার্থী সীতার ভিক্ষায়, কেমনে
তোমারে আশ্রয় দিয়ে
প্রকারেতে তোমারি পুত্রের বিরুদ্ধে
করি সমর ঘোষণা ?

রাজলক্ষ্মী। নাহি চাই তেমন আশ্রয়।
বাঞ্ছা—অনুরোধ—প্রার্থনা আমার
বহু কৃচ্ছ্র তপস্যায় কুবের রাজন্
স্বর্ণ লঙ্কা লভি—প্রতিষ্ঠিত
করেছিল মোরে, এক রাবণের দোষে,
সারাটা লঙ্কার ধ্বংস করি রঘুমণি
নিরাশ্রয়া করোনা আমায়।

রাম। প্রতিশ্রুতি লও গো জননি,
নিরাপদ স্বর্ণ লঙ্কা তব।
আমার আদেশ বিনা—

স্বেচ্ছাচারে পবন নন্দন
পুড়ায়েছে স্বর্ণ লঙ্কা তোর—
অনুতপ্ত আমি সে কর্ম্মেতে।
কেঁদে কেঁদে বক্ষ ভাসায়েছি—
অগ্নি দগ্ধে গৃহহারা হতভাগ্য
নাগরিক তরে।
যাও মাতা—
নিরাপদ তুমি। রঘুবংশ
স্বাধীনতা না কাড়িবে তোমার
কথনো ওগো স্বর্ণ লঙ্কেশ্বরী।

রাজলক্ষ্মী। আশীর্ব্বাদ করি—
জানকীরে লভহ ত্বরায়।

[প্রস্থান

রাম। হায় হতভাগ্য লঙ্কেশ্বর
উচ্ছৃঙ্খলে বঞ্চিত হইলে
হেন মাতৃস্নেহে!
হায় পুত্র,
চিন নাই মায়ে!
দুর্ভাগ্য অপার!
বীর্য্য, যশ, প্রতাপ যাহার—
ধরি শিরে বহিছে সাগর
অনন্ত সন্ধানে—তার রাজলক্ষ্মী
পথে পথে ভ্রমে হেন ভাবে!
লক্ষ্মণ!—লক্ষ্মণ!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। কেন আর্য্য ?

রাম। নহে স্বপ্ন—নহে ছায়া,
কায়ামযী সুবর্ণ লঙ্কার রাজলক্ষ্মী দেবী
এই মাত্র হয়ে উপস্থিত—পণে বদ্ধ
করি মোরে হ'ল অন্তর্হিতা।

লক্ষ্মণ। সে কি রঘুমণি ?

রাম। অকারণ রাবণের সনে রণ।
বাক্য দিছি রাজার লক্ষ্মীরে
স্বাধীণতা না হরিব কনক লঙ্কার।

লক্ষ্মণ। অনুমানি দ্বিতীয় ছলনা ইহা—
মায়াধর রাক্ষস রাজার।

রাম। বিচঞ্চল মস্তিষ্ক আমার।
বিশ্রাম কারণ রহিলাম
শিবির ভিতর। প্রহরী স্বরূপ
রহ দ্বারে ভাই। যাবত না
শ্রান্তিনাশ—তাবত সময়
কারও সনে হবে না সাক্ষাৎ।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ। পুন আজি দুয়ারে প্রহরী।
পড়ে মনে, জানকীর সনে
নিদ্রা যেতে রঘুমণি
পাতার কুটীরে—দ্বারে আমি—

দ্বারী আমি দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপী,
সে সৌভাগ্য কে কাড়িল মোর ?
রাবণ—লঙ্কার রাবণ।
নিদ্রাদেবী হ'ল যবে নয়নে উদয়—
ধনুকে যুজিয়া শর বধিতে উদ্যত
ভয়ে হ'ল পদানত।
কহিলাম দৃঢ় স্বরে—
যাবত না অযোধ্যার রাজ সিংহাসনে
রাজা রাম বামে পুন বসে
জনক নন্দিনী—তাবত এস না চক্ষে
লো শ্রান্তি হারিণী। সে অবধি
নিদ্রা অন্তর্হিতা! সেই সীতা
আজি রাম ছাড়া, আর—আর
সেই লক্ষ্মণ—সেইরূপ প্রহরী দুয়ারে।
সে আনন্দ কে কাড়িল মোর ?
দুরাত্মা রাবণ।
এখন জীবিত
সেই দশানন সম দর্পে
সমভাবে পাপের অর্জ্জনে।
রে লক্ষ্মণ—শুধু নির্ব্বাপিত
তোর বুঝি সেই রোষানল।

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। হে সৌমিত্রি! করিলাম স্থির
যুবরাজ অঙ্গদে পাঠাব কালি

সীতার সংবাদে। চল
লই আজ্ঞা রঘুপতি পাশে।

লক্ষ্মণ। ক্লান্তি নাশে শয্যার আশ্রয়ে
শ্রীরাম এখন, হবে না সাক্ষাৎ।
সুগ্রীব—সুগ্রীব—মিত্রবর!
আজ আবার লক্ষ্মণ দ্বারী!
বহুদিন—কয় মাস পরে লক্ষ্মণ
দুয়ারে। সেই রূপ রাম
শয়ন আশ্রয়ে—সব সেই—
শুধু মর্ম্ম সহচরি সীতা নাই—
সীতা নাই শয্যা পাশে তাঁর।

সুগ্রীব। ধৈর্য্য ধর রামানুজ সৌমিত্রী সুধীর!
পণে বদ্ধ আমি, মিত্রতা লভেছি তাঁর।
যাঁহার সৌহৃদ্য আশে
যুগ যুগ ব্যাপী কত সাধ্য
সাধনায় আকুল জগত।
যেমনেতে হোক্ করে দিব
জানকী উদ্ধার।
অনুগত কপি সেনা মম
জনে জনে কালান্তক সম,
অতি বুদ্ধি ধরে বৃদ্ধ মন্ত্রী জাম্বুবান।
কতদিন—কতক্ষণ—কত পল
জানকী উদ্ধার আর?

লক্ষ্মণ। হের সুগ্রীব রাজন্!
নত শির—বিষণ্ণ বদন,

জলে ভরা বিশাল নয়ন,
সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি,
যেন ভক্তিপ্লুত দেবতা নির্ম্মাল্য !
কোন্ জন আসে এই দিকে ?

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। জয় সূর্য্যবংশীয়ের।
সুগ্রীব। কেবা তুমি আগন্তুক ?
কোন্ জাতি ? কিবা নাম ?
কি উদ্দেশ্যে হেথা আগমন ?
বিভীষণ। নিবাস লঙ্কায়, জাতিতে রাক্ষস,
নাম বিভীষণ, রাবণের স্নেহের সোদর।
আশ্রয় তরে সূর্য্যবংশ দ্বারে
এবে আগমন।
লক্ষ্মণ। কি কহিলে—দুরাচারী নারী চোর
রাবণের ভাই হয়ে
সূর্য্যবংশ সদাচার ছায়াতলে
আসিয়াছ আশ্রয়ের তরে ?
স্পর্দ্ধা হেরি অতি চমৎকার।
সুগ্রীব। রে রাক্ষস, সতত সরল
শ্রীরাম লক্ষ্মণ—তাই রক্ষ মায়া
ছলে ভুলি হারায়েছে
কুলের কামিনী। বালিরাজ ভ্রাতা,
সুগ্রীবের পাশে অবিদিত নহে
ঘৃণ্য রক্ষ মায়াছল যত।

আসিয়াছ কৌশলেতে গুহ্যতত্ত্ব
করিতে গ্রহণ আমার গঠিত
বানর কটকে, বাক বিতণ্ডায়
অনর্থক সময়ের অপব্যবহারে
অভ্যস্ত নহিক আমি—রাখ শির—
উন্মুক্ত কৃপাণ তলে।

লক্ষ্মণ। স্থির হও মিত্রবর!
দেখা যাক্, শোনা যাক্
কত ছল রক্ষ জাতি মাঝে।
কহ পাপ জ্ঞাতি—
অমন গুণধর ভায়ে ত্যজি'
সূর্য্যবংশে আশ্রয়ের সাধ—
বিষাদ কি হর্ষভরে সুনিশ্চয়
শিখিবার সদা।

বিভীষণ। ত্রিলোক তারণ পতিত পাবন রাম নামে
আজনম সমর্পিত দেহ, মন, প্রাণ।
আসিয়াছি—কল্পনার দেবতায়
চাক্ষুষ নেহারি পদতলে
লইতে শরণ। রাম সেবা,
রাম কার্য্য, রাম নাম কীর্ত্তন প্রচারে
আসিয়াছি রামের চরণে।

লক্ষ্মণ। ক্রমে গুপ্তভাবে ভ্রাতারে
সংবাদ দিতে গুহ্য হেথাকার?

সুগ্রীব। আরে কপটী রাক্ষস,
রাখ শির—বিলম্ব না সয়।

বিভীষণ। বিভীষণ নহে মরিবার,
চতুর্যুগ অমরত্ব ব্রহ্মদত্ত বর।
লক্ষ্মণ। সে ব্রহ্মাও যদি আজি
রাবণেরে করে ভর
তবে লক্ষ্মণ কৃপাণে দূর হবে
ব্রহ্মত্ব তাহার।
বিভীষণ। সত্য কহি,
অকপটে আসিয়াছি হেথা
রামপদে লইতে শরণ।
নর বানরের পক্ষে দিয়ে যোগ
ইষ্টদেবী সীতার উদ্ধারে—
হইতে সহায়।
সুগ্রীব। দূর হও ভ্রাতৃদ্রোহী!
ভ্রাতার বিরুদ্ধে যোগ দিতে
আসিয়াছ ভ্রাতৃরিপু সনে।
অপূর্ব্ব ছলনা তব দুরাত্মা রাক্ষস।
বিভীষণ। ধর্ম্ম সাক্ষ্যে কহি, সত্য বিনা
নাহি জানি এ জীবনে কিছু।
সত্য ধর্ম্ম দায়ে পড়ি পায়ে,
দশাননে উপদেশ দিতে—
পদাঘাতে তাড়ায়েছে মোরে।
লক্ষ্মণ। তাই আসিয়াছ ভ্রাতৃশত্রু পাশে
সহোদর নাশে হইতে সহায়।
জান' কিরে ভ্রাতৃদ্রোহী,
কার কাছে মাগিছে আশ্রয়?

সুমিত্রা নন্দন—লক্ষ্মণ আমার নাম—
ভ্রাতৃত্ব প্রণয় মোর আদর্শ জগতে।
এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিরস্কার পদাঘাতে
দেশ, দশ, জন্মভূমি, ভায়ের বিরুদ্ধে
দাঁড়াইতে আসিয়াছ রক্ষরিপু পাশে।
গৃহ, জাতি, দেশ ও দশের শত্রু ?
বল'না দ্বিতীয়বার,
শুনিলে বালকেও চিরদিন দিবে টিট্‌কারী,
জ্ঞানীগণ ফিরাইবে মুখ
নেহারিলে ভ্রাতৃদ্রোহী তোমা।
দুর হও— হবে না আশ্রয়।
জ্যেষ্ঠ বিনা—জ্যেষ্ঠের আদেশ বিনা,
যে লক্ষ্মণ অন্য কিছু জানেনা জগতে,
সে লক্ষ্মণ সম্মুখ হতে—
দুর হও ত্বরা ভ্রাতৃদ্রোহী।

বিভীষণ। ভ্রাতৃদ্রোহী আমি সত্য,
কিন্তু আমা হতে তোমরা উভয়ে
ভ্রাতৃদ্রোহী নহ কি অধিক ?
তুচ্ছ সাম্রাজ্যের তরে
নর শত্রু দিয়ে চোরা বাণে
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীরাজে বধি
যে দ্রোহীতা সেধেছে সুগ্রীব
তাহার তুলনা কোথা ?
রে লক্ষ্মণ! পঞ্চবটী বনে
কুটীর দুয়ারে রেখে তোরে

সীতার রক্ষক রূপে—
স্বর্ণ মৃগ ছলে রাম যবে
গেল দূরে—যাত্রাকালে বলে
গেল যাবত না ফিরি
তাবত না ত্যজিও সীতায়
কেমন—সত্য কি না এ বারতা ?
রেখেছিলে ভ্রাতার আদেশ ?
রমণীর অনুরোধে
ভ্রাতৃদত্ত গুরু ভার ত্যজি
রাম অন্বেষণে গিয়ে
করনি কি প্রকারেতে
দ্রোহীতা ভ্রাতার তথা ভ্রাতৃ আদেশের।

লক্ষ্মণ। কি বুঝিবে মানবীয় নীতি
জাতিতে রাক্ষস তুমি ?

সুগ্রীব। আমাদের উভয়ের ভ্রাতার দ্রোহীতা
একমাত্র লক্ষ্মীরূপা সীতার কারণ।

বিভীষণ। সীতার কারণ? সীতার উদ্ধার
তুমি কি করিবে ছার সুগ্রীব রাজন্।
সীতার উদ্ধার যদি কভু সম্ভবে জীবনে—
একমাত্র হবে তাহা ভ্রাতৃদ্রোহী
বিভীষণ হতে, নহে ভ্রাতৃদ্রোহী—
সুগ্রীব, লক্ষ্মণে। অকারণ কালব্যজ
বাক্ আড়ম্বরে। অবিচারে
আপামরে দানিয়া আশ্রয়
চিরদিন সূর্য্যবংশ মহান্ ধরায়।

যে হই সে হই,
যে উদ্দেশ্য লয়ে এসে থাকি,
আশ্রয় ভিখারী, নিরাশ্রয়ে
ফিরে যাব সূর্য্যবংশ দ্বার হতে
মাগিয়া আশ্রয়।

[শ্রীরামের প্রবেশ]

রাম। কিছুতেই নয়। কে বলেছে
পাবে না আশ্রয়? অপেক্ষায়
আঁখি নীরে আমি যে অধীরে
শিবিরের মাঝে তোমারি আশায়।
ধর্ম্মরূপী বিভীষণ,
তুমি ছিলে লঙ্কা পুরে,
তাই এত দিন নাই যাই
সীতার উদ্ধারে। নতুবা
কেবা বাঁচে রাঘবের করে?
কে সে রাবণ,
কি এমন শক্তিধর?
অমিত বিক্রমী কার্ত্তবীর্য্য
ওই রাবণে না বন্দী করে
রেখেছিল নিজ অশ্বশালে?
সেই কার্ত্তবীর্য্য হত্যাকারী—
পরশুরামের দর্প চূর্ণ মোর করে।
ল্যাজে কণ্ঠ জড়াইয়ে বালিরাজ যারে
সাত সাগরের জলে ডুবাইয়ে

করেছে লাঞ্ছনা, সেই বালিও
নিমিষে মল আমার শরেতে।
সেই দাশরথি রাম—
কাড়ি ঊর্দ্ধ অঙ্গ তার
সেই দশানন আজও কি
দর্পভরে ধরা পরে করে বসবাস।
যদি ধর্ম্মপ্রাণ বিভীষণ
না রহিত লঙ্কার ভিতর!

লক্ষ্মণ। রঘুমণি! কর' না প্রত্যয়
সুনিশ্চয় মন্ত্রণা করিয়া দুরাত্মা রাবণ,
পাঠায়েছে ভ্রাতারে তাহার
গুহ্যতত্ত্ব লইতে সবার।

বিভীষণ। শুন পুন ধর্ম্ম সাক্ষ্যে কহিরে লক্ষ্মণ!
রামের চরণে মাত্র লইব শরণ,
ইহা বিনা অন্যদিকে যদি
ধায় কভু মন, তবে যেন—
হই আমি কলির ব্রাহ্মণ।
চরণে পড়েছে দাস,
শ্রীনিবাস—করিও না দূর।

রাম। ওঠ ওঠ রাজ সহোদর,
চণ্ডাল গুহকে ধরেছি বুকে
তুমি চির ধর্ম্ম প্রাণ বিশ্বশ্রবার সন্তান,
রাম সীতা পরায়ণ, পদে নহে—
বক্ষে তব সুযোগ্য আসন।
আজ হতে শ্রীরামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বিভীষণ!

রে লক্ষ্মণ ! আশঙ্কায়—
কেন হেন বিষণ্ন বদন।
ভেবে দেখ্—বুঝে দেখ্
কত বড় দিব্য হেথা করিল রাক্ষস।

লক্ষ্মণ। কলির ব্রাহ্মণ। শ্রেষ্ঠ জাতি,
কি এমন দোষ তাহে দাদা ?

রাম। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ
আদি মহাপাপে সদা তাপ
পাবে ভাই কলির ব্রাহ্মণ।
প্রতিগ্রহ সম পাপ নাই,
তাহাও সাধিবে নিত্য কলির ব্রাহ্মণ।
উদরের দায়ে না রাখিবে
বৃত্তির বিচার কভু কলির ব্রাহ্মণ।
যাও হে সুগ্রীব,
সর্ব্ব সেনাপতিগণে দাও সমাচার,
অবিলম্বে আনিতে হেথায়—
সপ্ত সিন্ধু নীর। আগে
সেই জলে লঙ্কার রাজত্বে,
অভিষেক করি বিভীষণে
ধর্ম্ম সাক্ষ্যে হেথা, পরে হবে
সীতা উদ্ধারের মন্ত্রণা আবার।
যাও ভাই কর অভিষেক আয়োজন।
রাজলক্ষ্মী এসেছিল আগে,
রাজভ্রাতা তুমি এলে পরে,
বিনারণে বিজয় মাল্য লব্ধ এইক্ষণে।

বিভীষণ। ধন্য আমি পরশনে শ্রীপদপঙ্কজ।
কর আশীর্ব্বাদ, রাম কার্য্যে
অবসাদ যেন, কভু না আসে দাসের।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাগর বক্ষ

[সাগর ও লহরীর প্রবেশ]

গীত

লহরী— আজকে মোরে ছেড়ে দাও।
কালকে এসে দেব হেঁসে
যত সুধা পেতে চাও॥

সাগর— আকাশেতে গুণে তারা
সারানিশি দিশে হারা।
কেমন ধারা কথার ধারা
বুঝতে বারেক দাও॥

লহরী— ছি ছি ছি দেখবে কোথা কে
নুইয়ে লাজে উচ্চ মাথা যে।
কথার কথা বাজবে ব্যথা
মাইরী মাথা খাও॥

সাগর— তর সহেনা ও প্রেয়সী
গোপনেতে চল বসি।
মুচকে হাসি ভালবাসি
ঘোমটা খুলে নাও॥

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অশোক-কানন

[সীতার প্রবেশ]

সীতা। রামদাস হনুমান মুখে
যে অবধি পেয়েছি সংবাদ,
সে অবধি কি ভাবে যে যাপি
এই বন্দিনী জীবন—অন্তর্য্যামী !
তুমি তাহা সাগরের পারে বসি'
সুনিশ্চয় করেছ শ্রবণ।
বানর ভল্লুকগণ
রামসঙ্গে হইল পবিত্র,
আর জনম দুখিনী সীতা—
সেই সঙ্গে কি হেতু বঞ্চিতা ?
দুখিনীর দুখ অংশ নিতে
আনন্দিত চিতে এসেছিল সরমা রাক্ষসী,
কয়দিন সেও আসে না আর।
একাকিনী শোকাকুলা
অশোক কাননে কাঁদে এ রাঘব বাঞ্ছা
বন্দিনীর নিঃসঙ্গ জীবনে।
কতদিন কে পারে সহিতে ?
ওই বুঝি আসে পুন চেড়ীদল
কোথা রাম রঘুমণি,
রক্ষা কর চেড়ী অত্যাচারে।

[যষ্ঠিহস্তে নৃত্যশীলা চেড়ীগণের প্রবেশ]

গীত

চেড়ীগণ— বল্ ছুঁড়ী বল্ ছুঁড়ী রাবণ রাজে ভজবি কিনা বল।
নইলে চট্ পটাপট্ বেতের ঘায়ে রক্ত হবে জল ॥

সীতা। কহেছি তো বার, বার,
রাবণ তো ছার,
এক রাম বিনা—
দেবতায়ও ভজিবে না
জানকী কদাপি।

(পূর্ব্ব গীতাংশ)

চেড়ীগণ— ছুঁড়ীর বড় বাড়াবাড়ি,
মার ছড়ি সই মার ছড়ি।
মনের মতন নাগর রতন তবু ছাড়ে নাকো ছল ॥

সীতা। ওঃ—কত সয়, কত সব আর,
মাতা বসুন্ধরা
ঠাঁই দাও তনয়ায়।

(পূর্ব্ব গীতাংশ)

চেড়ীগণ— আধিখ্যেতা দেখা দায়
(ছুঁড়ী) ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।
কাজ নেই ছাই মর্‌বে শেষে
বলিগে রাজায় চল্ ॥

[চেড়ীগণের প্রস্থান

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। ছি—ছি—নির্দ্দয়া রাক্ষসীগণ,
ভূপতিতা সংজ্ঞাহারা.
শোণিত বমনে তবু বেত্রাঘাত ?
ওঠ—ওঠ আরাধ্যা আমার।
মানস সরস শোভা ফুল্ল কমলিনী
কঠোর মৃত্তিকা পরে হয়ো না লুণ্ঠিতা।
ওঠ মা—ওঠ মা—
সংজ্ঞালাভে দেখ মা চাহিয়া,
যত বেত্র মেরেছে তোমার গায়
সব আঁকা পৃষ্ঠেতে আমার।
সীতা—সীতা !
নির্ব্বাসনে স্বামী—তবু আছি প্রাণ ধরে
মাত্র তব সেবা অধিকারে দেবি !

সীতা। রঘুমণি ! এতদিনে আসিলে
কি সীতার উদ্ধারে।
না—না, কে তুমি ?
দুখিনী সঙ্গিনী সরমা সুন্দরী ?
কয়দিন বঞ্চিতা কি হেতু সীতা
পুণ্য সঙ্গে তব ! একি !
রাজ ভ্রাতৃবধূ—নিরাভরণা—
চিরবেশা কি হেতু সহসা ?

সরমা। রমণীর বেশ, ভূষা, অলঙ্কার
মাত্র স্বামী মনঃস্তুষ্টি হেতু।
যে অভাগী স্বামীহারা

অথবা গো প্রোষিত ভর্তৃকা,
বসন ভূষণ সাজেনা তাহার।

সীতা। কোথা তব স্বামী ?

সরমা। অজানার দেশে।

সীতা। কি বিরাগে ?

সরমা। রাজার বিধানে।

সীতা। কিবা অপরাধে ?

সরমা। অপরাধ! অপরাধ বর্ণনা
যে অতীব কঠিন।
প্রজাতন্ত্রে ধর্ম্ম যাহা,
কালবশে রাজতন্ত্রে
অপরাধ গণ্য যে তাহাই।

সীতা। বুঝিয়াছি আমার কারণ—
স্বামী তব হল নির্ব্বাসিত।

সরমা। কমলার অংশোদ্ভূতা ধরা সুতা
অনুমান অলীক কি হয় গো তোমার ?

সীতা। হতভাগিনী জনকনন্দিনী সীতা।
হনুমান মুখে শুনিয়াছি
চোরা বাণে বালি বধে
রামের কলঙ্ক, বিয়োগ বিধুরা সতী
তারার বিলাপযুক্ত নিদারুণ অভিশাপে
অভিশপ্ত দাশরথি নর-নারায়ণ।
সাগরের পারে নর ও বানরে
অশ্রুজলে তিতায় বদন
এক সীতার কারণ।

স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছারখার
মাতৃহারা করি দশাননে
জগত জননী দুর্গা চামুণ্ডারূপিণী
ত্যজিলেন লঙ্কার দুয়ার—
অভাগিনী সীতার কারণ।
অবশেষে হায়—
জানকীর বন্দিনী জীবনে
সরমা সুন্দরী একমাত্র সঙ্গিনী যে—
মহা মহীয়সী
সেও স্বামীসঙ্গ সুখে হইলা বঞ্চিতা
এই সীতারই কারণ।

সরমা। শুধু তাই নয় দেবি!
সীতার কারণ
সরমার একমাত্র নন্দন তরণী
ব্রহ্ম অভিশাপ গ্রস্থ পক্ষাধিক পরমায়ু আর।

সীতা। সর্ব্বনাশ।

সরমা। নাহি ক্ষেদ তায়,
রাম সীতার কারণে বিপুল রাক্ষসকুল
হয় যদি সমূলে নির্ম্মূল,
বিশ্বকর্ম্মা বিগঠিত স্বর্ণলঙ্কা
যায় যদি সাগরের অতল গর্ভেতে,
তথাপিও রাক্ষস তরণী সনে
মাতাপিতা তার দেখাবে জগতে,
মানবের মত রাক্ষসেও পারে
সত্য ধর্ম্ম পালিতে সংসারে।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। না মা, ঘুরে গেছে
সে মতি আমার।

সরমা। একি! তরণি!
মাতৃ আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন
ত্যজি অশোক কানন প্রবেশ দুয়ার।
কোন্ প্রয়োজনে আসিলি
সম্মুখে তাঁর, চন্দ্র, সূর্য্য একদিন
সাধ্য সাধনায় পায়নি দর্শন যাঁর।

তরণী। এত স্বল্পে ভুলে গেলে
নির্ব্বাসন পথ যাত্রী পিতার আদেশ মোর।
যতদিন রাবণের অন্ন খেতে হবে,
ততদিন আদেশে চলিতে বাধ্য।
সেই রাজার আদেশ—
স্বেচ্ছাচার—সর্ব্বত্র অবাদ গতি,
তাই ফেলি নীতি, উদ্যান বাহিরে
এসেছি মা অনধিকার প্রবেশের স্থানে।

সরমা। দূর হরে স্বল্পায়ু বালক।
বুঝিলাম—যত নীতি উপদেশ দাও—
রাক্ষস রাক্ষসই থাকে।
পারে না ত্যজিতে রাক্ষসীয়
কদর্য্য সংস্কার।

তরণী। শুদ্ধমতী গর্ভেতে তোমার—
ধর্ম্মপ্রাণ বিভীষণ ঔরসেতে জাত
ভাগ্যবান তরণীর সংস্কারে সংশয়?

সীতা।　তোমার তনয় আমারও যে
সন্তান সদৃশ, কেন তিরস্কার
কর লো ভামিনি!

সরমা।　কোন্ প্রয়োজনে এসেছিস্ হেথা?

তরণী।　অন্য কিছু নহে প্রয়োজন
এসেছি মা সন্দেহ মিটাতে।
মোর দ্বন্দ চলিতেছে
জ্যেষ্ঠতাত সনে কল্পনা সাম্রাজ্যে।
আলেখ্য আঁকিব আমি
প্রাণ দিবে জ্যেষ্ঠতাত তায়।

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ।　না রে তরণি! অঙ্কিত এ প্রতিকৃতি তোর
অতি তুচ্ছ—পরিম্লান জানকী সৌন্দর্য্য।

তরণী।　আদরের ভাই সনে—
হারায়েছ বিবেক ও রাজন্!
মাতৃ স্বরূপিনী জানকী দেবীরে
দেখিবার আগে, সারানিশি জাগি
শরতের পূর্ণ শশী অন্তর নিঙাড়ি,
অন্বেষণ করিয়াছি বৃথা—
এই সীতা, আমার অঙ্কিত এ
আলেখ্যের সনে করহ তুলনা,
কত পরিম্লানা বুঝিবে এখনি।

রাবণ।　তোর এ আলেখ্য, দেবীর সুষমা ভরা।
আমি চাই মানবীর সৌন্দর্য্যে মজিতে।

সরমা। তরণি! সরমা রহিতে হেথা
কি স্পর্দ্ধায় পরনারী রূপের
বিচার হয় নিলর্জ্জের মত ?

তরণী। চলে এস, মা রয়েছে,
আজি আর হবে না রাজন্,
রূপের বিচার হবে কাল উভয়েতে পুন।

রাবণ। কাল—কাল, পুন হবে কাল,
রাবণের কাল হ'ল কাল।

সরমা। তরণি! জানাইও লঙ্কেশ্বরে,
অগ্রজের সহি পদাঘাত—
ভ্রাতৃভক্তি পরায়ণ ভাই
নীরবেতে দেশত্যাগী ব'লে
গন্ধর্ব্ব নন্দিনী সরমা কখন
সহিবে না সতীর লাঞ্ছনা।
না সহিবে ময় দানবের কন্যা
রানী মন্দোদরী আপন স্বামীর
এই ঘৃণ্য ব্যাভিচার!
বলে দাও—পুনরায় জানকীর প্রতি
হয় যদি রাজা অথবা
চেড়ী অত্যাচার,
তবে মন্দোদরী ছার ত্রিভুবন
পারিবে না রাখিতে গোপন
ব্রহ্মদত্ত মৃত্যুবাণ সরমার
শ্যেনদৃষ্টি হতে।

[সীতা সহ সরমার প্রস্থান

রাবণ। রমণী—রমণি! তবে কি
রমণীই রাবণের কাল ভূজঙ্গিনী।
রমণী সীতার তরে
দক্ষিণ বাহুর বল গেল বিভীষণ,
রমণী সরমা তরে
পদে পদে হতমান আমি,
তবে কি মন্দোদরী রমণী হইতে
অবসান হইবে প্রাণের ?
মৃত্যুবাণ তার কাছে আছে।
নতুবা কি ছার সরমা,
এতদিন পারিত না রম্ভা অভিশাপও
সীতার মহান ধর্ম্ম
সুরক্ষিতে রাবণ কবলে।
যাক্—মান আগে,
প্রাণ তারপর। হউক রমণী,
সরমারে শাস্তিব এখনি—
কি বল তরণি ?

তরণী। রক্ষমণি!
এ প্রশ্নের সদুত্তর পাবে
শুধাইলে বীরবাহু, অক্ষয় কুমার,
ইন্দ্রজিত আদি ভ্রাতৃগণ পাশে মোর।
আরও পেতে পার শুধাইলে
পিতামহী নিকষা সমীপে।

রাবণ। কি রে বালক!
পরিহাস রাবণ সমীপে ?

তরণী। তোমারই আদেশে
তরণী যে স্বেচ্ছাচারী।
ঋষি শাপে স্বল্প পরমায়ু আমি,
আমারে দেখাতে ভয়
আসিও না লঙ্কেশ্বর আর।

[প্রস্থান

রাবণ। কত ভালবাসিতাম ভাই বিভীষণে,
কে বুঝিবে কাহারে বুঝাব ?
তোরে স্মৃতিরূপে রেখে সে গিয়াছে চলে,
তাই দর্পভরে গেলি চলে
অবহেলি লঙ্কার ঈশ্বরে।
নতুবা রক্ষ প্রাণে বাৎসল্য মমতা নাই
এই দণ্ডে ছিন্ন শির লুটাতেম
ভূতলেতে তোর। থাক্ আজ,
কাল শাসিব তরণীসেনে,
শাসিব মাতায় তার,
কাল সুনিশ্চয় ভুঞ্জিব সীতায়।
অনন্তের গভীর তমসা ভেদি
ভূত প্রেত পিশাচ পিশাচীসনে
বক্ষে ধরি শ্মশানের মহাবীভৎসতা
অনন্ত অনির্ব্বাণ সহস্র চিতার—
অনল করে রাবণের মহাকাল—
কাল এস কনক লঙ্কায়।
একি—একি !
তোমরাও কি রাবণের কাল।

[নৃত্যগীত সহ নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

গীত

নর্ত্তকীগণ— অনুরাগের কাজল মেখে চাইব মোরা আজ।
গোপন বাণী শুনিয়ে দেব করবো না আর লাজ॥
বাহুর মালা দেব গলে
চুমা দিব ঐ কপোলে।
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে
ভুলিয়ে দেব কাজ॥
সাত স্বরগে তুলবো তোমায়
করে বুকের মালা
সোহাগ দিয়ে ভুলিয়ে দেব
মনের সকল জ্বালা।
পরিয়ে দেব তোমায় কভু
রসিক রতন সাজ॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সাগরতীর

[রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণের প্রবেশ]

রাম। অসম্ভব সীতার উদ্ধার।
সম্মুখেতে অপার জলধি
কেমনেতে অতিক্রমি
পরপারে হই উপস্থিত।

লক্ষ্মণ। অনুমতি কর দাসে
বাণে বাণে শুখাই সাগরে।
রাম। বালক লক্ষ্মণ! কে কবে
পেরেছে ভাই সাগর শোষিতে।
লক্ষ্মণ। শুনিয়াছি, যোগবলে অগস্ত্য শুষেছে।
আমিও শোষিব দাদা ওই চরণের বলে
সুগ্রীব। সাগর শুকালে, এক রাবণের পাপে
মজিবে সংসার।
অনর্থক কি হেতু বিষাদ?
অঙ্গদ ও হনুমান এই দুইজনে
পৃষ্ঠ করি জনে জনে,
উল্লম্ফনে লয়ে যাবে
সাগরের পারে শ্রীরামের ঠাট্।
বিভীষণ। অসম্ভব যাহা, তাহা লয়ে,
কেন এত বাদ বিসম্বাদ?
রঘুমণি! নল নামে স্থাপ্যশিল্পী
আছে তব বানর কটকে।
সাগরে সন্তুষ্ট করি,
তারে দিয়ে সেতুর নির্ম্মাণে
সীতার উদ্ধার পথ করহ সুগম।
রাম। যুক্তিযুক্ত বাক্য তব মিত্র বিভীষণ।
সুগ্রীব। অকারণ কেন, তুচ্ছ সিন্ধু পাশে
স্তব স্তুতি নর-নারায়ণ!
রাম নামে পাষাণী অহল্যা
রক্ত মাংসে হল সঞ্জীবিতা,

আর রামনামে ভাসিবে না শিলা ?
কোথা হনুমান—আজ্ঞা দাও
কপি সেনাগণে, মৈনাক,
মন্দার আদি যত গিরি
আছে সন্নিধানে অবিলম্বে
করি চূরমার—রামনামে
ফেলে দিক্ সাগরের বুকে।

রাম। না—না, বীর হনুমান,
সর্ব্বপূজ্য মহাতীর্থ সাগরের জল
অত্যাচার করিও না বক্ষেতে তাহার।
শিরোধার্য্য মিত্র বিভীষণ
আদেশ তোমার। শুন—শুন,
অনন্ত বিস্তৃত অসীম সন্ধানি
সাগর মহান্! যে বংশের
দশ সহস্র তনয় জীবন আহুতি
দেছে অনলে তোমার,
সেই বংশধর এক ভাগ্যহীন
বনবাসী বিপন্ন মানব,
উদ্ধারিতে ধর্ম্মের সঙ্গিনী,
তোমার করুণার দ্বারে
করযোড়ে করিছে মিনতি ;
হয় দিয়ে দেখা দাও অনুমতি
জাঙাল বাঁধিতে তব বক্ষের উপর।
নয় সদয়ে করহ পার—
নর বানরীয় ঠাট।

লক্ষ্মণ। কি এত স্পর্দ্ধা!
এত গর্ব্ব সাগর তোমার,
শ্রীরামের আবেদনে না দাও উত্তর?

বিভীষণ। মহতের পতনের ইহাই যে মুল।
অতি দর্পে রাবণ হারাবে লঙ্কা,
তার আগে সুনিশ্চয় সাগর পরিবে
চিরতরে কলঙ্কের হার।

সুগ্রীব। হেয় এক সিন্ধুর এত অভিমান!
লবণাক্ত অপেয় পানীয় যার
কিসে এত গৌরব মহিমা তার?
নিজে নর-নারায়ণ আবেদনে,
তবু আছে নিরুত্তরে!
অনুমতি কর রঘুনাথ,
সমগ্র বানর মিলি সেচুক সাগর।

রাম। শুন' শুন' সাগর মহান্!
তিনবার ডাকিব তোমায়?
যদি নাহি দাও দরশন
উপযুক্ত পাবে প্রতিফল।
সাগর! সাগর! সাগর!
কি!—তবু নিরুত্তর!
দে রে লক্ষ্মণ!
দে রে ধনুর্ব্বাণ।
এ বাণে হবে না,
অনন্ত সাগরে দিতে প্রতিফল
ব্রহ্মবাণ দে রে ত্বরায়।

বিভীষণ।　　ব্রহ্মবাণ! ব্রহ্মবাণ!
ব্রহ্মবাণ তূণেতে তোমার!

রাম।　　তাড়কা নিধনে বিশ্বামিত্র আবেদনে
নিজে ব্রহ্মা স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি
বিজয় আশীষ রূপে করেছেন দান।

বিভীষণ।　　সামান্য সাগরে শাসিতে
কেন অপব্যয় এমন বাণের?
দাসে দাও রঘুমণি ব্রহ্মদত্ত বাণ,
সঙ্গোপনে সযতনে রাখিব নিশ্চয়।
লঙ্কা মাঝে আছে কত
ব্রহ্মবর প্রাপ্ত প্রকারে অমর।
যথা কালে দিব বলে
কার মৃত্যু কি ভাবেতে হবে?
বোধ হয়,একদিন হতে পারে
প্রয়োজন এই ব্রহ্মবাণে।

লক্ষ্মণ।　　অনর্থক ব্রহ্মবাণ দাদা!
রামকর ক্ষিপ্ত কোন্ বাণে
কে কোথা বেঁচেছে?
বিশ্বামিত্র দত্ত ধর এই বাণ।

রাম।　　সাক্ষ্য সমীরণ, সাক্ষ্য আকাশে দেবতা,
সাক্ষ্য হও নিমি, সূর্য্যকুলোদ্ভব
গতায়ু মণীষিগণ, অবিচারে
সীতার হরণে, প্রতিকারে
বারি শূন্য করিতে মহীরে—
ধনুতে যুঝেছি শর;

সম্বর সম্বর রে সাগর—
সম্বর এবার।

[সাগর ও লহরীর প্রবেশ]

সাগর। রক্ষ, রক্ষ রঘুনাথ!
রক্ষপতি ডরে শুনি নাই
আবেদন তব। যে চরণ
পরশেতে অবহেলে তরিছে পতিত,
সে চরণ পরশন কে না
চাহে স্থাবর জঙ্গমে।
সীতা হেতু স্বেচ্ছায় হইব বদ্ধ,
নর বানরের পদাঘাত
সহিব অম্লানে বক্ষে—
রাম কার্য্যে রামনাম গুণে।
তবে নিবেদন করি রাঙা পায়—
চিরদিন এ কলঙ্ক বন্ধনে
রেখ না আমায়।

রাম। ভাল সিন্ধু, লহ প্রতিশ্রুত,
সীতার উদ্ধার শেষে
করে যাব বন্ধন মোচন।

লক্ষ্মণ। কোথা নল—সুগ্রীব রাজন্?
বুঝিব এবার কত দূর
জ্ঞান তার স্থপতি বিদ্যায়।

সুগ্রীব। হনুমান! নলেরে পাঠাও হেথা।
যে যথায় কপি সেনা আছ,

রামনামে ভাসাও রে শিলা—
সাগরের অগাধ সলিলে।

[সকলের প্রস্থান

গীত

সাগর— মুক্ত জীবন বন্ধ হল আজ।
ফুরিয়ে গেল সাগর তব
ধরার যত কাজ॥
লহরী— রামের দেওয়া হারে
ভুলবে ধরার ভারে।
পারের খেয়া আকুলিয়া
পড়লো বেলার মাঝ।
সাগর— জয় জয় রঘুপতি—
লহরী— সীতারামে করি নতি—
উভয়ে— আর প্রগতি রুদ্ধ করি—
সাধি রামের কাজ॥

[উভয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

[গীতকণ্ঠে সৈন্যগণের প্রবেশ]

গীত

সৈন্যগণ— নাহিক শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা
চলরে সমরে জীবন পণ।
নর ও বানরে দেশ ছারখারে
দিতেছে একথা ভুল না কখন॥

[গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ]

গীত

নাগরিকাগণ— ধর ধর ধর বিজয় মালা
শিরোপরি নাও দুর্গা নির্ম্মাল্য।
ঋদ্ধি বৃদ্ধি লভিয়া সিদ্ধি
হাসি মুখে ফিরে এস প্রাণধন ॥

[গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ]

গীত

বালকগণ— আমরা চলেছি যোগাতে শর।
নাগরিকাগণ— কারে নিয়ে করিব ঘর,
সৈন্যগণ— আগে দেশ পরে দশ
তারপর জেন জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মজন ॥

[ইন্দ্রজিতের প্রবেশ]

ইন্দ্রজিত। অগ্রসর—অগ্রসর!
ফিরে যাও রমণী সকল
গৃহরক্ষা গুরু ভার করগে গ্রহণ।

[নাগরিকাগণের প্রস্থান

নগরের ভার লয়ে অদম্য উদ্যমে
শিশুগণ থেক' সর্ব্বক্ষণ।

[বালকগণের প্রস্থান

চল সৈন্যগণ, মায়া ও মমতা পাশ
করিয়া ছেদন রুদ্র তেজে হও আগুয়ান্।

[ইন্দ্রজিতের প্রস্থান

গীত

সৈন্যগণ— জয় দুর্গে রক্ষ বর্গে রক্ষ এ বিপদে।
জয়ন্তে বরদে অভয়ে মাগো
জয়দে জয়দে জয়দে ॥
বাহুতে শক্তি হৃদয়ে ভক্তি
অরাতি করে বিপদে মুক্তি
অন্নদা অপর্ণা অপরাজিতা
জয়দে জয়দে জয়দে ॥

[সৈন্যগণের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কালনেমীর গৃহ সম্মুখস্থ পথ

[কালনেমী ও বক্রনাসার প্রবেশ]

বক্রনাসা। হ্যাঁগা, আবার যে সব যুদ্ধে চললো। মুয়ে আগুন রাক্ষস মড়াদের, কতকগুলো বাদর আর দুটো মানুষ ছোড়া, তাদের আজ পর্য্যন্ত লঙ্কা থেকে তাড়াতে পারলে না।

কালনেমী। তাড়াবে কি গিন্নী! তারাই না এখন কোনদিন আমাদের তাড়িয়ে দেয়।

বক্রনাসা। বল কি গো!

কালনেমী। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হ'লে আগে চাল ঝাড়ুনীকে গ্রাস করে শুনেছ তো? ঘর শত্রু বিভীষণ তাদের সঙ্গে যুটেছে, অন্ধি সন্ধি সব বলে দিচ্ছে।

বক্রনাসা। সে কি গো! বাছা আমার যে চিরদিন সরল। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাঁজী-পুঁথি নিয়েই যে দিনরাত কাটাতো।

কালনেমী। এখন বোঝ—জ্যোতিষ চর্চ্চা নয়—সকলের নাড়ী নক্ষত্র গুণো জানিতো। নইলে ,নর রাবণ তো ছার, বিধাতা পুরুষের বাপের সাধ্যি ছিল না ভস্মলোচনকে মারে।

বক্রনাসা। এঁ্যা! সোনার চাঁদ ভস্ম আমার নেই ?

কালনেমী। না। সুস্থচিত্তে বিরাট দেহ রক্ষা—দুগ্‌গ্যা দুগ্‌গ্যা—ভস্ম করেছেন।

বক্রনাসা। আহা, বাছা আমার পোড়া বিধাতা পুরুষের বর নেওয়া থেকে কিছু দেখতে পায়নি গো, চোখে ঠুলি পরেই কাল কাটালে। ক্ষিদে পেলে—একবার করে মাঠের ধারে যেত, তাও পুরো ঠুলিটা খুলতো না। পাছে পুড়ে একদম ছাই হয়ে যায়, সিকি ভাগ ঠুলি খুলে পাঁঠা, মেষ, ভেড়া গুলো চরতো—তাদের দিকে তাকাতো—ঝল্‌সে নিয়ে গণ্ডা দশককে কোন রকমে বাকড় বোঝাই করতো। তাকে মারলে কি করে গো!

কালনেমী। তবে আর বলছি কি ছাই, ঘর শত্রুর মত শত্রু জগতে নেই। বিভীষণ তো সব সন্ধানই জানে, রাম লক্ষণকে মতলব দিয়েছিল, সমস্ত নর বানররা বাণের মুখে দর্পণ বেঁধে রেখেছিল, যেই ঠুলি খোলা অমনি আয়নায় নিজের মুখ দেখে ভস্মলোচন বাবাজী ছাই গাদায় পরিণত হ'ল।

বক্রনাসা। বেঁচে থাক্, বাছা আমার যমের বাড়ী গিয়ে বেঁচে 'বক্তে' থাক্। আহা মা, চামুণ্ডা, এতদিন পরে কাণের মাথা যে হজম করেছ—শুনেও সুখ মা, এই রকম করে মঙ্গল ক'র মা মঙ্গল চণ্ডী, সবংশে রাবণকে নিপাত করে—আমার সোয়ামীর সিংহাসনের পথটা নিষ্কণ্টক কর'।

কালনেমী। চুপ্ চুপ্ আস্তে কে কোত্থেকে শুনবে আর সর্ব্বনাশ

হয়ে যাবে। আমি আবার এখন যে সে নই—রাজার মন্ত্রী—আমার সামনে এ সব কথা।

বক্রনাসা। মুয়ে আগুন মন্ত্রীগিরীর। বিভীষণকে যে বড় গবচন্দ্র মন্ত্রী বলে ঠাট্টা করতে, তোমার মত ভ্যাবাচন্দ্র দ্বিতীয় আছে? কাতলা ছেড়ে চুণো পুঁটিতে নজর! একটা ভাই শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিতে গেল—আপদ গেল। আর একটা ভাইকে ঠেলে ঠুলে যুদ্ধে পাঠাতে পারতে তবে মন্ত্রীগিরি বুঝতুম।

কালনেমী। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী। তুমি বলবে, তবে আমি করবো? সে কাজ আগে হাসিল করেছি। রাবণকে মতলব দিয়ে অকালে ঘুম ভাঙিয়ে কুম্ভকর্ণকে নিপাত করেছি।

বক্রনাসা। এঁ্যা! এঁ্যা! ওরে বাপ কুম্ভকর্ণরে—আহা ছ' মাসের পর একদিন জেগে, ননীর দুলাল আমার 'মামী মামী' বলে কতই না আবদার করতো। আতুড়ে নিকষার হল অসুখ, বাছা, আমার মাই মুখে এমনি টান দিত, যে তারপর ছ মাস অবধি বদ্দি মড়ারা রক্ত পিত্তিধাত অবধি খুজে পেত না। আহা কুম্ভকর্ণ, বাপ কুম্ভু, বাবারে আমার—

কালনেমী। এখন আধিক্যেতার কান্না ছেড়ে একটা পরামর্শ করি শোন, নর বানরে যখন এ পারে এসেছে, তখন কারুর রক্ষা নেই।

বক্রনাসা। তাতো থাকবেই না গো। কাঁচা খেকো দেবতা চামুণ্ডা, চিরদিনই কি মুখ তুলে চাইবে না? আহা, মা মঙ্গল চণ্ডী, যা কমনা করছি, তাই করতে সুরু করেছ, একটু শীগ্‌গীর—শিগ্‌গীর রাবণের বংশ ধ্বংস কর মা, আমায় রাণী হবার অবসর দাও মা। তোমায় হীরের জিব, সোনার মুণ্ডমালা, চুনী পান্না মুক্তা দিয়ে গাঁথা মন্দির ঘেরা মালা—সোনার চুড়ো করে দেব মা।

কালনেমী। আরে মর মাগী, কি কামনা করছিস্? সে দিন যদি মা মঙ্গল চণ্ডীর কৃপাতেই আসে, তাহলে তখন কি আর কিছু থাকবে

দেখবি ছায়ের পাহাড়ের ওপর একটা ভাঙা কাঠের আসন পড়ে রয়েছে। তাতেই সিংহাসন করে বসতে হবে। এখন মানছিস, তখন দিবি কোত্থেকে ?

বক্রনাসা। ন্যাকা মিনসে চুপ্ কর না। মানত করে আগে কাজ হাসিল করিয়ে নিই, তারপর পাথরের কাঠমোখানা টেনে সাগরের জলে ফেলে দিতে কতক্ষণ ? আহা শ্মশান কর' মা—শ্মশান কালী।

[গীতকণ্ঠে প্রহর্ষণের প্রবেশ]

গীত

প্রহর্ষণ।
শ্মশান বাসিনী শ্যামা
যম দর্প বিনাশিনী।
মরণে জীবন দানে (মা আমার)
শব বক্ষ বিদলিনী॥
রবি শশী গ্রহ তারা
বহে যার কীর্ত্তি ধারা।
সারাৎসারা সে পরমা
প্রকৃত সৃষ্টি কারিণী॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
গাহে কীর্ত্তি নিরন্তর।
ডরহরা আমার তারা
রাম শক্তি বিধায়িনী॥

কালনেমী। সর্ব্বনাশ করলে মাগী, বোধ হয় শুনেছে।

বক্রনাসা। আয় বাবা আয়, তোর গান শুনে মোহিত হয়ে ছিলুম। কোথায় চলেছিস্। তুইও কি যুদ্ধে যাচ্ছিস্ নাকি ?

প্রহর্ষণ। হ্যাঁ মামী, মনে করছি যাবো, তাই মামাকে সঙ্গে নিতে এসেছি।

কালনেমী। বটে কথা। দেশ দশ যখন বিপন্ন, শত্রু রান্না ঘরের কাছে আসন্ন, তখন মামা ভাগ্নে কেন, এক ফোটা রাক্ষসের রক্ত যার দেহে আছে, বিনা আহ্বানে তারও যাওয়া উচিত।

প্রহর্ষণ। তবে এস্ মামা অস্ত্রাগারে যাই। রাজার ঘোষণায় বালক, বৃদ্ধ, যুবক ভেদাভেদ নাই দাঁড়াবার যার ক্ষমতা আছে, তাকেই অস্ত্র ধরতে হবে।

কালনেমী। ঘোষণার মূল তো আমি। রাজাকে এ মতলব দিলে কে? কিষ্কিন্ধ্যে এসে আমার দেশ লুটবে, আর ঘরে বসে আমি তাই পিট্ পিট্ করে দেখবো?

বক্রনাসা। যাও যাও, আহা তাই যাও, প্রহর্ষণের সঙ্গেই যাও। অন্য অচেনা লোকদের সঙ্গে বা একলা গেলে—শেষটা ঠিক সময়ে মরার খবরটাও পাব না, আর আস হাঁড়ীর ভাতটা খেয়ে আমায় মরতে হবে।

কালনেমী। কে? আমি? যুদ্ধে যাব? এই সময়ে? রাবণকে একলা ফেলে? আমি তো আর এখন শুধু মামা নই, মামা-মন্ত্রী, সখা সাথী, বড়দরের বন্ধু। শাস্ত্রবাক্য—রাজদ্বারে শ্মশানে চ যতিষ্ঠতি স বান্ধব। "শ্মশানের আর বাকী কি? এমন শ্মশান লঙ্কা—বিশেষ রাজদ্বার—এ ত্যাগ করে বিভীষনের মত 'আমি দ্রোহী হতে পারবো না।

বক্রনাসা। আচ্ছা, এখানে তো আর কেউ নেই। আমি বলি কি, মা চামুণ্ডা যখন চোখ মেলে তাকিয়েছেন—তখন কিছু থাকবে না—এও স্থির। বিভীষণ যাই হোক্ পাকা বুদ্ধিমান্—আগে থাকৃতে নিরাপদ হয়েছে। মানুষের খোঁচা, বাঁদরের থাবড়া খেয়ে মরার চেয়ে, এখন থেকে বিহিতকর্‌লে হয় না?

কালনেমী। বিহিত আমি ভাল রকম জানি। সিংহাসনের লোভটা

না থাক্‌লে, কালনেমী এ রকম দুর্ভাবনায় আধমরা হয়ে থাকতো না। এমন গা ঢাকা দিত ঘরপোড়া তো ঘরপোড়া, বিশ্বপোড়া বিধাতা পুরুষ অবধি খুঁজে বার কর্ত্তে পারতো না।

বক্রনাসা। পথে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চল্‌। একটা পরামর্শ করিগে চল্, আয় বাবা তুইও আয়। ভাগ্নের শালা—কত আপনার তুই, তোকে ছেড়ে আমরা কখন পালাবো না।

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

সাগরতীর

[শ্রীরাম ও বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। সাবধানে রহ রঘুনাথ।
হবে আজি দারুণ সমর
রাজার নন্দন—প্রকারে অমর
নাম ইন্দ্রজিত অন্য মেঘনাদ,
বিপুল সেনার সাথে
রণে আগুয়ান্।

রাম। কনক লঙ্কার মেরুদণ্ড
সহায় যখন, কি ভয়
তখন মিত্রবর মোর।

বিভীষণ। জাননা-জাননা, সীতাপতি!
কত শক্তি ধর ওই মেঘনাদ।

ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণুলোক
ত্রাসিত প্রতাপে যার।
পরাজয় অপমানে বারবার
হইল লাঞ্ছিত বাসব
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার,
তারে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না
কমল লোচন!

রাম। ধূম্রাক্ষ, ভস্মাক্ষ তথা কুম্ভকর্ণ সনে,
রামরাবণীয় রণে এ যাবত
যত বীর পড়িয়াছে
নর বানরের বাণে,
সকলেই ছিল বীর প্রকারে অমর।

বিভীষণ। তথাপিও কহি,
সাবধানে করিতে সমর।
একে অজেয় সংগ্রামে
তাহে ব্রহ্মবরে অমর প্রকারে।
অধিকন্তু ইন্দ্রজিত সম মায়াধর
নাহি কেহ বিপুল রাক্ষস কুলে।

রাম। ছিলে নাকো জনকের ঘরে
স্বয়ম্বর কালে, হের নাই,
তাড়কা নিধনোন্থত দুর্ব্বল মানবে,
হের নাই মারীচের সনে
ভিখারীর রণ, তাই হেন
আশঙ্কা তোমার। আগে ছিলে তুমি
এখন রয়েছে সীতা লঙ্কার ভিতর,

নতুবা কি এতক্ষণ রহিত অটুট
কুবেরের বহু সাধনায়
প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণ নগরী।

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। রঘুমণি! পালাও পালাও ত্বরা
শিবিরের মাঝে। মেঘনাদ করে
আজি নাহিক নিস্তার।
হের বাণে বাণে তার
সর্ব্বাঙ্গে শোনিত ঝরে অনিবার।
নল, নীল, গয়, গবাক্ষ,
অঙ্গদের সনে মূর্চ্ছাপন্ন হনুমান,
রক্ত বমনেতে মন্ত্রী জাম্বুবান,
একেশ্বর যুঝিছে সৌমিত্রি।

রাম। লক্ষ্মণ যুঝিছে একা?
মিত্রবর! লহ তুমি শিবিরের ভার।
সংহার সংহার আজি,
অকালে প্রলয়ে আনিব টানি
নব সৃষ্টি সৃজনের তরে।
আজি দশাননে পুত্রহারা
করিব আবার।

[সুগ্রীব ও রামের প্রস্থান

বিভীষণ। নাহি জানি,
কি হয় কি হয় রণে!

অম্ভোদ বিদারী যথা বজ্র বাসবের,
ছুটে যায় সেইরূপ বাণে বাণে
জ্বলন্ত অনল—পুড়ে যায়
বুঝি নভঃস্থল। কোটী বীর
কণ্ঠে মেঘ মন্দ্রে কভু উঠে
রাম জয়—কভু জয় রাবণের।
একি! দিনমণি কেন হেন
সহসা লুকাল মুখ?
তবে কি রামানুজ সনে রাম
পড়িলেন রণে? তাই কি
আপন বংশের অপমানে
সূর্য্য মুখ ঢাকিলেন লাজে?
না—না, এযে অসংখ্য অসংখ্য
তীক্ষ্ণফণা ধরি বিষধর
ছাইল অম্বর। ঘন ঘন
হলাহল উদ্গারণে বিষাক্ত
নীলাভ হ'ল সাগরের জল,
সুনিশ্চিত ইন্দ্রজিত
ছাড়িয়াছে নাগপাশ বাণ।

[প্রস্থান।

[সৈন্যগণসহ ইন্দ্রজিতের প্রবেশ]

ইন্দ্রজিত। এইখানে—এইখানে ছিল
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ;
যেরূপেতে হোক্ নাগপাশে

বাঁধি বিভীষণে দিব ভেট
রাজার চরণে।

[রামের প্রবেশ]

রাম। কেবা তুমি,
চোর সম শিবির দুয়ারে ?

ইন্দ্রজিত। রাবণেয়, নাম মেঘনাদ,
আগমন মম, নহে
ভিখারীর সনে রণে।
চাহি আমি বিশ্বাসঘাতক
রক্ষঃ কুলগ্লানি বিভীষণে।
বাধা দিল কপিসেনা
তাই সংজ্ঞাহারা হল নাগপাশে।

রাম। বাখানি সাহস তব ওরে রাবণেয়।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। আর শত ধন্যবাদ, পিতৃপদ
অনুসরণের হেতু। চোর পিতা,
চুরি করে লয়ে গেছে রামের বনিতা,
অনুসরি পিতার পদাঙ্ক চোর পুত্র
উপনীত চুরি করে নিয়ে
যেতে রামের আশ্রিতে।

ইন্দ্রজিত। নাহি চাহি তোর সনে
বাদানুবাদে ওরে ভ্রাতৃপদলেহি !
ভিখারী রাঘব—

রাম। ভিখারী যথার্থ! ভিখারী যে জন,
বাদ বিসম্বাদ নাহি করে কদাচন।
এখন' ভিখারী তব পিতার করুণা দ্বারে।
ফিরে দিক্ সীতা,
যাব চলে পুনরায় সাগরের পারে।

ইন্দ্রজিত। আর রাজভ্রাতা কুম্ভকর্ণ সনে
ভস্মলোচনাদি বিনিপাত,
স্বর্ণলঙ্কা বুকে নর বানরের পদাঘাত—
তার কিবা হইবে উপায়?

রাম। পাপ সাথী, পাপফল অংশভাগী সদা।
অনুশোচনার কি আছে কারণ?

ইন্দ্রজিত। অকারণ বাক্ আড়ম্বর।
কহ ভিখারী রাঘব,
বিভীষণে দিবে কি না দিবে
আনি সম্মুখে আমার?

রাম। রাবণের তুলনায় ভিখারী নিশ্চয়।
কিন্তু ভিখারী হলেও সূর্য্যবংশধর
প্রাণপণে রক্ষা করে আশ্রিতেরে সদা।

ইন্দ্রজিত। তবে রক্ষা কর আশ্রয়দাতা
আপন জীবন।

লক্ষ্মণ। সাবধান! পৃষ্ঠরক্ষী সৌমিত্রী হেথায়,
অগ্রজের সহ চাহ রণ,
স্পর্দ্ধা হেরি অতি চমৎকার।
অতি দর্পী পিতা যার
পাতালেতে চেড়ীর উচ্ছিষ্ট লভি

হ'ল জাতি হারা—তার পুত্র সনে
যুঝিবেন রাম রঘুমণি ?

ইন্দ্রজিত। বাখানি বীরত্ব তব লক্ষ্মণ সৌমিত্রি !
সৈন্যগণ ! এস এক সাথে করি আক্রমণ,
রাম লক্ষ্মণেরে বেঁধে লয়ে
ফিরে যাই লঙ্কেশ্বর পাশে।

[যুদ্ধ ও সৈন্যগণের প্রস্থান

রাম। প্রাণ ভয়ে পলাইল পৃষ্ঠ রক্ষীগণ,
তুমিও যে বীরবর ক্রমে সঙ্গীদের পথে।
যাও—ফিরে যাও দেশে,
রাক্ষসের মত কুটীলতা
জানেনা মানবে সত্য,
কিন্তু বিপন্ন রিপুরে জানে
ক্ষমায় ত্যজিতে।

লক্ষ্মণ। তবে এইবার—

ইন্দ্রজিত। এইবার শত্রু মিত্র সকলের শিরে
পুনরায় উদিবে প্রলয়।
কে কোথায় রক্ষ সেনা আছ,
আত্মরক্ষা কর পলায়নে,
মেঘনাদ ছাড়িল এই
নাগপাশ বাণ।

(রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন)

[ইন্দ্রজিতের প্রস্থান

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা ! নিদারুণ নাগপাশে
প্রাণ জ্বলে যায়,
সাথে সাথে বিলুপ্ত চেতন।

রাম। আমিও রে ভাই বদ্ধ ভীম নাগপাশে।
কে কোথায় আছ, কেবা জান,
নাগপাশ বন্ধন মোচন,
লক্ষ্মণে বাঁচাও ত্বরা।
লক্ষ্মণ !—প্রাণের লক্ষ্মণ !
মৃত্যু কিংবা বিলুপ্ত চেতন।
হতভাগ্য আমি, তাই শান্তি দিতে
মৃত্যুও আসেনা আলিঙ্গনে।
প্রাণের লক্ষ্মণ ! রাম ডাকে
দে রে উত্তর। আমার কারণ
ত্যজি রাজসুখ, জন্মভূমির মাধুর্য্য
প্রলোভন, সুমিত্রা মাতার স্নেহ,
নর্ম্ম সখী উর্ম্মিলার সেবা,
বনবাসে, দৈব প্রাকৃতিক
দৈহিক ও মানসিক অশেষ ক্লেশ,
সঁহি অনায়াসে—সুদূর প্রবাসে,
রাক্ষসের দেশে প্রাণ দিলি
সম্মুখে আমার ?
হে বিধাতঃ !
কি দোষে রাঘব ভুঞ্জে
এতেক যাতনা ! যদি বাঁচি,
যদি ফিরে পাই সীতা,

যদি কভু দেশে ফিরে যাই,
কি বলে বুঝাব সুমিত্রা মাতারে ?
রে লক্ষ্মণ ! কি বলে বুঝাব
তোর অনাঘ্রাতা মল্লিকা কুসুম সমা
উর্ম্মিলা বধূরে ? রাঘবের
প্রাণ বিনিময়ে—হে কৃতান্ত
সঞ্জীবিত করহ লক্ষ্মণে।
কে আছ সুহৃৎ ! রাঘবের
প্রকৃত বান্ধব—যদি কেহ থাক,
ত্বরা করে এসে লক্ষ্মণের
লহ সেবা ভার। কেহ নাই—
সত্যই কি এ জগতে
একজন ও প্রকৃত বান্ধব নাই
হতভাগ্য শ্রীরামের ?

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। আছে। সত্য হেতু,
দেশ—জাতি—জ্ঞাতি—ভ্রাতৃদ্রোহী-
আছে বিভীষণ সত্যের সেবক,
জন্ম জন্ম বান্ধব রামের।

রাম। হে মিত্রবর ! থাক্ সীতা
রাবণের ঘরে। নাহি চাহি রণ,
চাহ যদি মুক্ত কর
নাগপাশে লক্ষ্মণে আমার।

বিভীষণ। ভয়ঙ্কর নাগপাশ বাণ
শত্রু মিত্র করে না বিচার।
আপন নিক্ষিপ্ত শরে নাগের সৃষ্টিতে
বন্ধনের ডরে, সৈন্যসহ পলায়েছে
নিজে মেঘনাদ লঙ্কার ভিতর।
হেথা সমগ্র বানর ঠাট
বদ্ধ নাগপাশে, ছিনু লুকাইয়ে
তাই আমি শুধু রয়েছি নির্ব্বিঘ্নে।

রাম। চরাচর যাহাতে অজ্ঞাত,
জ্ঞাত তুমি তাহা মিত্রবর।
সব যাক্ জান' যদি, কোনরূপে
লক্ষ্মণে বাঁচাও মোর।

বিভীষণ। মায়ামোহ ঘোরে সমাচ্ছন্ন
অন্তর্যামী! তাই হেন বিস্মৃতি তোমার,
পিতৃবন্ধু তব জটায়ু বিহগ
রাম কার্য্যে প্রাণ দিল সীতার উদ্ধারে।
পিতা তার গরুড় ধীমান্,
চির অনুগত সেবক তোমার
করহ স্মরণ তারে, নহে একমাত্র
সৌমিত্রী রাঘব, অগণিত বানর
ভল্লুক সনে স্বয়ং তুমিও দেব
মুক্ত হবে অবিলম্বে ভীম নাগপাশে।

রাম। কোথায় গরুড়! চিরদিন
ধর্ম্মমার্গী সত্যসঙ্গ তুমি,
অসত্যের প্রপীড়নে অধর্ম্মের অত্যাচারে

বিপর্য্যস্ত ধর্ম্ম ক্ষীণ
বৈবস্বত মনু অধিকারে।
ধর্ম্ম উদ্দীপিতে, সাধু পরিত্রিতে,
দুষ্কৃতি নাশিতে,
মধু কৈটভের মেদ পবিত্র করিতে
হও আবির্ভাব।

[গীতকণ্ঠে গরুড়ের আবির্ভাব]

গীত

গরুড়— কমল আশ হে শ্রীনিবাস
দেহি চরণ পঙ্কজ।
দেবেশ্বর সত্যসন্ধ
মহেশ ব্রহ্ম মনসিজ ॥
রামনামামৃত পশিয়া শ্রবণে
নাগপাশে মুক্ত বিলুপ্ত চেতনে।
হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলি রামজয়
চিরদিন রাম সীতা ভজ ॥

(নেপথ্যে) জয় রাম—শ্রীরাম।

লক্ষ্মণ। জয় রাম—শ্রীরাম।

রাম। হে গরুড়! চির কৃতজ্ঞ
রহিনু তোমার ঠাঁই।
রাম সঞ্জীবনী সৌমিত্রীরে
তুমি বাঁচাইলে ভীম নাগপাশে।

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। জয় রাম! নাগপাশে
মুক্ত দেব বানর কটক।

দেহ আজ্ঞা এইবার
অবরোধ করি রাবণের পুরী।

লক্ষ্মণ। আয়োজন কর ত্বরা লঙ্কা অবরোধে
দেখ যেন কণা মাত্র খাদ্য
না পায় রাক্ষসে। দেখিব এবার
উদর সর্ব্বস্ব রাক্ষসেরা
কি রূপেতে যোঝে অনাহারে।

রাম। না। এক রাবণের দোষে,
মরে যদি অনাহারে
নগরীর শিশু, বৃদ্ধ, বনিতা সকল,
রামনামে চিরদিন কলঙ্ক রহিবে।

গরুড়। লক্ষ্মী নারায়ণ হারা বৈকুণ্ঠের
শূন্য সিংহাসন সার করে,
দীর্ঘ দিন ধরে আছি সেথা
প্রতীক্ষায়—তবু সুখ,
অনন্ত অপরিসীম সুখ প্রভু
বৈকুণ্ঠে আমার!
মধু কৈটভের মেদে গড়া
মেদিনীর দুর্গন্ধে যে
শ্বাসরুদ্ধ প্রায়, অনুমতি কর
দয়াময়, চলে' যাই শ্রীধামে আবার।

রাম। যে উপকার সাধিলে গরুড়
রাম সনে রাম সেবা পরায়ণ
সকলের হেথা, তার উপযুক্ত
প্রতিদান হয় না কখন'।

বিশেষতঃ বর্ত্তমানে ভিখারী রাঘব,
স্নেহ বিনা কিছু নাহি তার।
কিছু চাও, কিছু কৃতজ্ঞতা—
প্রকাশের অবসর দাও এ ভিক্ষুকে।

গরুড়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাসনা?
যাহা চাই, তাই দিবে হেথা?

রাম। ক্ষমতার মধ্যে যাহা আছে
অম্লানে দানিব তাহা।

বিভীষণ কি চাও গরুড় শ্রীনিবাস পাশে?

গরুড়। আমি চাই নেহারিতে
দ্বিভুজ মুরলী ধর,
ত্রিভঙ্গিমঠাম, শিখি পাখা,
কপালে তিলকা আঁকা,
ধড়াপরা কটিআঁটা,
রুণু ঝুণু নূপুর চরণে
মনোহর কামনীয় রূপ।

(সহসা শ্রীরামের অন্তর্দ্ধান)

লক্ষ্মণ। একি! নিমিষের মাঝে
রঘুমণি লুকালো কোথায়?

সুগ্রীব। একি অপরূপ!
একি প্রহেলিকা!
ভক্তির আবেগে ভক্তদল
নিমীলিত নয়ন যখন,
সেই অবসরে তিরোহিত কমললোচন?

বিভীষণ।　　অকারণ সংশয় সবার।
ভকতের হৃদয় মন্দিরে
অধিষ্ঠিত এবে ভগবান।

গীত

গরুড়—
ওই বাঁজে ওই বাজে
রুণু ঝুণু ওই বাজে।
মৃদুল মধুর পেলব ছাদে
মনে প্রাণে ওই বাজে॥

(রামের দ্বিভুজ মুরলীধর রূপে আবির্ভাব)

নাচিয়া নাচিয়া বামেতে হেলিয়া
মৃদুল দোদুল দুলিয়া দুলিয়া।
নাচ বংশীধর নাচ নটবর
ভকত দল মাঝে॥
বেণু তানে ওই আকাশে বাতাসে
সুরসে রাগিণী ওই গো ভাসে।
মোহন পরশে মজি নব রসে
যাই চলে নিজ কাজে॥

[দ্বিভুজ মুরলীধর সহ গরুড়ের অন্তর্দ্ধান]

সুগ্রীব।　　একি! গরুড়—গরুড়!
কোথা লয়ে যাও
শাখামৃগের দেবেরে।

[প্রস্থান

লক্ষ্মণ।　　না—না, তাহা তো হবে না।
রাবণ হরেছে সীতা,
হরে যদি শ্রীরামে গরুড়,
তবে লক্ষ্মণের কি রহিল আর?
গরুড়—গরুড়!

[প্রস্থান

বিভীষণ। শ্রীনিবাস! গোলোকের রূপে
জাতিশ্বর করি মোরে
কেন কর লুকোচুরী খেলা?
আমি যে হেঁথায়' অসহায়'
সর্ব্বস্ব সঁপেছি দেব নারায়ণে!
রঘুমণি! বান্ধব! শ্রীরাম!

(নেপথ্যে রাম) বন্ধুবর—এই যে আমি
বসে আছি তোমারি আশায়
শিবির ভিতরে মন্ত্রণার তরে।

বিভীষণ। লীলাময়! একি পুন
লীলা অভিনব! শত সূর্য্যসম প্রভ
কিরীট মণ্ডিত—ধনুর্দ্ধারী
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
আধ কায়া—আধ ছায়া,
আধ বিভীষণ—আধ জানকী জীবন,
ওরে কে কোথায় আছিস্ আত্মীয়
স্বজন বন্ধু ইহধামে বিভীষণ
রাক্ষস ভক্তের—আয় আয়
ছুটে যায়—দেখে যা রে
দেখে নে বারেক।
ভবদুখনিবারণ—পতিত পাবন,
জানকী জীবন রাজা রামে—
দেখে যা বারেক।

—চতুর্থ অঙ্ক—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ উদ্যান

[নর্ত্তকীগণের প্রবেশ]

গীত

নর্ত্তকীগণ— হাস' হাস' শশধর সুনীলিম গগণে।
কি বিষাদে মন কেঁদে ঘনতম আবরণে।
মৃণাল শতদল
আকুল তারাদল।
চপল চঞ্চল খদ্যোত সকল
গরবে তোমা বিহনে॥
মলয় বাহিত
মধুমাস স্বাগত।
নব কিশলয়ে কানন আলয়ে
গুঞ্জনে পিক গুন্‌গুনে

[কালনেমী সহ রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। বন্ধ কর নৃত্যগীত,
ছেড়ে দিয়ে বিলাস ব্যসন,
পার যদি নারী সেনা করগে গঠন।
মাত্র কয়দিন রণ,
বীর শূন্য হল লঙ্কাপুরী।

গীত

নর্ত্তকীগণ—
কুসুমের মালা ফেলে ধর সই অসি।
চল চল সমরে নারী সেনা পশি॥
ঝন্ ঝন্ অসি শন্ শন্ বাণ
অরাতি সমূহে করি খান্ খান্।
লয়ে জয় নিশান ঘরে পুন আসি॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

রাবণ।
হে মাতুল,
দিনে দিনে বলক্ষয় মোর।
তব মন্ত্রণায়, রণ সূচনায়
পাঠালেম যত শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণে
একে একে সকলেই হইল নিহত।
অকালে জাগিয়া গেল কুম্ভকর্ণ ভাই
অজেয় সমরে। খুল্লতাত ভ্রাতা তব
বীরেন্দ্র প্রহস্ত মরিল সে দিন।
ধূম্রাক্ষ, ভস্মাক্ষ গত
বাকী মাত্র রাবণের পুত্র পৌত্রগণ।
কারে করি সেনাপতি
রজনী প্রভাতে, দাও উপদেশ।

কালনেমী। কি করবো বাবাজী। ঘর শত্রু বিভীষণ হতে সব গেল। তখন সদযুক্তি দিতুম কাণে তুলতে না, এখন আর উপায় কি? কে—কবে—কোথায়—কখন—কি ভাবে মরবে—বিভীষণ সব শত্রুপক্ষকে বলে দিচ্ছে।

রাবণ।　　অকর্ম্মণ্য ইন্দ্রজিত,
নাগ পাশে করি বদ্ধ
কেন ত্যজি এল রিপুদলে।

কালনেমী। কি করবে বল বাবা। নাগপাশের নাগতো আর আপন পর ভেদ রাখবে না, শেষটায় নিজের সাপ, নিজেকেই ছোব্‌লাবে? পা দুটোর সদ্ব্যবহার করে, পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিয়ে পালিয়ে এসে—বুদ্ধিমানের কাজই করেছে।

রাবণ।　　কালি প্রাতে তাহারে পাঠাও
পুন করি সেনাপতি?
দিয়েছি ঘোষণা—
সর্ব্ব সাধারণে অস্ত্রাগারে
অবারিত দ্বার। রাজাদেশে
রাজভক্ত প্রজা—শিশু, যুবা,
স্থবির যতেক—দাঁড়াবার
শক্তি আছে যার—স্বইচ্ছায়
হইয়াছে সেনাদল ভুক্ত এবে।
অনিপুণ সমর বিদ্যায়
উপযুক্ত চালক বিহীনে
বিনাযুদ্ধে হারায় জীবন।
যাবে ইন্দ্রজিত,
কহিবে তাহারে—রাম লক্ষ্মণ
কিংবা বিভীষণে—যদি নাহি পারে
বাঁধিয়া আনিতে, প্রবেশের
অধিকার নাহি আর লঙ্কার
ভিতর তার।

কালনেমী। সে হবার যো নেই বাবা। এক পক্ষ আর ইন্দ্রজিত ভায়াকে পাওয়া যাবে না।

রাবণ। কারণ?

কালনেমী। বিপুল বল আয়ত্তের জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে বসেছেন, পক্ষান্তে উঠবেন।

রাবণ। পক্ষান্তে? কালি দিবা তন্তে
চিহ্ন মাত্র না রবে লঙ্কার,
কোথা বসে পূর্ণাহুতি দিবে কাপুরুষ?
শৃঙ্খলিত, দন্তে তৃণ,
নতজানু অরাতির পদে,
যুক্ত কর—স্বাধীণনতা হারা—
এ কল্পনা না উদে হৃদয়ে তার?
থাক্ ইন্দ্রজিত প্রমীলার
অঞ্চলের আড়ে। বীরবাহু,
অক্ষয়কুমার—অতিকায় আদি পুত্রগণে—

কালনেমী। অকারণে বাবা, অকারণে কেন শেঠের বাছাদের যমের মুখে পাঠাবে? বিভীষণের মতলবে কেউ টেক্‌বে না বাবা—

রাবণ। তবে কালি রণে সেনাপতি আমি।

কালনেমী। বিশ্বাস নেই বাবা বিশ্বাস নেই, মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকবে না। বিভীষণের মতলবে—কোন্ সূত্রে—কখন্ মেয়ে মানুষের কাছ থেকে ঠকিয়ে মৃত্যু বাণটি আদায় করে নিয়ে যাবে—তা কে জানে?

রাবণ। তার আগে অরাম করিব পৃথ্বী।
বিবাহ যৌতুক মোর—
ময়দানব প্রদত্ত আছে শক্তিশেল—

কালনেমী। দুগ্‌গ্যা—দুগ্‌গ্যা। বাবারে—ওই ব্বাপের নামটা করলেই প্রাণের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আহা, তাতো আছেই। শক্তিশেল মাব্ববে একটিকে, কারে রেখে কাকে মারবে? বলে একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।" তার উপর গোঁয়ার লক্ষ্মণটা, আর সবার সেরা—সেই হুপ বেটা। শক্তিশেল রেখে দাও বাবা এ ঘর পোড়া ব্যাটার জন্যে।

রাবণ। তবে কাহারে পাঠাই
কল্য সেনাপতি রূপে।

কালনেমী। সীতারূপে মগজটা উল্‌টে রয়েছে বাবা, তাই বুঝতে পারছো না। সুন্দর সেনাপতি রয়েছে ঐ তরণী ছোড়া—

রাবণ। কি কহিলে? ওঃ!
কি কঠিন পাষাণ প্রাণে
বিধাতা সৃজিল তোমা?
পুত্রহীন তুমি, তাই
নাহি বোঝ পুত্রের মমতা?
উদার পরাণে সকলেরে সম জ্ঞানে
হিংসাদ্বেষ শূন্য ভাবে
বিভু গানে মুগ্ধ করে স্থাবর জঙ্গমে।
'তাত তাত' বলি যবে কণ্ঠ জড়াইয়ে
বক্ষে আসে মোর, কল্পনায়
মনোময় চিত্র আঁকি
তৃপ্ত করে নয়ন আমার,
তখন হে মাতুল অন্য কিবা কথা—
ভুলে যাই সীতার স্বপন।
রাবণ জীবিতে তাহারে পাঠাবে রণে?

কালনেমী। বোঝ, বাবাজী বোঝ। দশ আগে না এক আগে।

রাবণ। যাক দশ—যাক্ দেশ,
যদি সত্য হয় প্রয়োজন গর্ব্বি এ রাবণ,
গললগ্নী কৃতবাসে রামপদে
ফিরাইয়া দিবে সীতা,
তথাপিও তরণীরে পাঠাবে না রণে।
ঘৃণ্য এ রাক্ষসকুলে কি আছে মাতুল ?
সত্য ছিল—চলে গেছে রম্ভা বলাৎকারে,
সীতার হরণে—কর্ম্ম গেছে চলে,
ধর্ম্ম ছিল—চলে গেছে বিভীষণ সাথে,
শক্তি গেল—হনু পদার্পণে।
আছে অতি ক্ষীণ—পরমাণু তুল্য,
সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম একটু দেবত্ব
তাহাও হারাতে দাও তরণীর সাথে।

কালনেমী। বোঝ' বাবা বোঝ', যুদ্ধ করবে সেনারা তরণীকে সামনে রেখে। বিভীষণ যতই দ্রোহীতা করুক্, বাপ তো, ছেলে মারতে পারবে না। শুনেছি মাণ্ডব্য ঋষির বরে—

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। তরণীও প্রকারে অমর।
একি—নীতি মহারাজ ?

রাবণ। ওরে শিশু, কেন এলি হেথা ?
সম্মুখে রাক্ষস—আয় আয়
বুকে করি লুকাই কোথাও।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ! দারুণ সঙ্কট,
নর বানরেতে মিলি
লঙ্কাপুরী অবরোধি
নিশাকালে দেছে হানা।

রাবণ। প্রাণপণে রক্ষা কর সবে।
নাহি পার! তুলে দাও
স্বর্ণ লঙ্কা অরাতির করে।

কালনেমী। বোঝ' বাবাজী! বোঝ', এখনও তরণীকে ছাড়'!

রাবণ। রে রাক্ষস,
দূর হও সম্মুখ হইতে।

[দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ]

২য় দূত। মহারাজ!
চারি পুত্র নিহত তোমার।
জন্মভূমি যায়—

রাবণ। অগণিত পুত্র আরও আছে,
একে একে মরুক সকলে,
তারপর সংবাদ লয়ে
এস শান্তি ভাঙিতে আমার।

তরণী। না—না রাজা,
বলে গেল জন্মভূমি যায়।
কি দোষে দাসেরে ঠেলিছ পায়?
বহির্ভাগে—গৃহশত্রু বলি'
জনে জনে দেয় টিট্‌কারী,

বিশ্বাসের হন্তারক পিতা—
পুত্রে তাই অস্ত্রাগারে প্রবেশে নিষেধ।

রাবণ। আমারই ঘোষণা,
নতুবা তরণী রে—তুই চলে যাবি।

তরণী। স্বেচ্ছাচারী হতে আমারেও
আদেশ দেছ লঙ্কেশ্বর।
রাম নামে সীতার স্মরণে
তোমার চরণ স্পর্শে
করিনু শফথ, পিতৃপক্ষে নাহি দিব যোগ।
রাবণের সেনাপতি,
রাবণের অন্নে পুষ্ট জ্ঞাতি,
রাবণের যশ খ্যাতি—
আমা হতে যদি বিন্দু মাত্র
হয় গো মলিন
তবে প্রাণ দিব সমরে নিশ্চয়।
নাহি চাই—শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণে
বেঁধে এনে দিব ভেট তার অগ্রজের পদে।

কালনেমী। বলিহারী দাদা, এই তো রাবণের ভাই পো'র মত কথা।

তরণী। ওই ঘন ঘন বাজিল দামামা।
ওগো প্রাণ যে মানেনা মানা।
পদে ধরি জ্যেষ্ঠতাত
অস্ত্র দাও— আশীষ দাও—
দাও আদেশ যাইতে সমরে।

রাবণ। আদেশ ?
দশ লক্ষ পুত্র আগে—সওয়া লক্ষ নাতি পরে
জ্ঞাতি ভ্রাতি যেখানে যে আছে
যাক চলে মরণের কোলে
শেষে রাবণ ও পারে গিয়ে
দানিবে আদেশ তোরে এ পারেতে নয়।

তরণী। আমি ত' করিনি কোন অপরাধ
তোমার চরণে; তবে হেন শাস্তি
কেন অকারণে? ওগো মরিব না
মাণ্ডব্যের আছে আশীর্ব্বাদ।

রাবণ। রাবণ বধির—বধির এবে
বৃথা তর্ক তোর রে তরণী।

তরণী। ওই শোন,
শেষ ভেরী বেজে গেল এবে।
এখনও যে বাকী মোর
মার কাছে লইতে বিদায়।
তুমি জল ভরা চোখে,
আছ সুখে দাঁড়াইয়ে,
আমি যে দাঁড়াতে পারি না—
বুক ফেটে প্রাণ মোর বাহিরিতে চায়।
বুকে নিয়ে—দেখ' দেখ'—সত্য কি না—নয় ?
(রাবণের অসি কাড়িয়া লওন)

রাবণ। তরণি—তরণি—
কি বালক এত স্পর্দ্ধা !
রাজা আমি—

তরণী। রাজাদেশে
তরণীও স্বেচ্ছাচারী এবে।

[প্রস্থান

রাবণ। মাতুল, নীরবেতে কি হেতু দাঁড়ায়ে ?
রাবণের দেহ পিঞ্জর ভাঙিয়া
প্রাণ পাখী পলাইয়ে যায়—
ধর—ধর ত্বরা তায়।
তরণি—তরণি—ফিরে আয়।

[তরণীর পুনঃ প্রবেশ]

তরণী। যেতে পারি—
যদি নাহি রোধ মোরে।
রাবণ। না-না, রোধিব না আর।
দেশ গুরু ভক্ত বীরে
অদম্য উদ্যমে নাহি দিব বাধা দান।
তরণী। তবে হাসি মুখে আশীষের সনে
দাও বিদায়েয় পদধূলি শিরে।
রাবণ। রোধিব না স্থির, তবে—
একা তোরে যাইতে দিব না
এও ততোধিক স্থির।
কালিকার অভিযানে সেনাপতি তুই,
দশানন পৃষ্ঠরক্ষী তোর।
কালনেমী। নর বানরের আয়ু রজনী ও তাহলে ভোর

তরণী। পুত্র, জ্ঞাতি অনুগত রহিতে সহস্র
রাজা যাবে স্বয়ং সমরে !
কি বলিবে তরণীরে সর্ব্ব সাধারণে ?
ভ্রাতুষ্পুত্র নিরাপদে,
আর জ্যেষ্ঠতাত গেল কালরণে।

কালনেমী। বটে কথা, এ অতি ছ্যাঃ, নিরপেক্ষ আমি আমারই হচ্ছে ছ্যাঃ, সাধারণে তো বলবেই ছ্যাঃ।

রাবণ। তবে পৃষ্ঠরক্ষা হেতু যত আছে বীর এখনো লঙ্কায়,
সাথে নে রে সবে,
একাকী কিছুতে তোরে দিব না যাইতে।

তরণী। একাকী তো যাবনা রাজন্ !
বেছে বেছে লব সেনা প্রয়োজন মত,
দাও অস্ত্রাগার অধ্যক্ষে তোমার,
প্রতি অস্ত্রে লেখে যেন
মধু রাম নাম। রাম নামাঙ্কিত
পতাকা উড়াব ; প্রতি অঙ্গে
রাম নাম যতনে লিখিব—
রাম নাম সংকীর্ত্তনে যাব,
নাম বলে নামিরে জিনিব।

কালনেমী। শোন’ বাবাজী, ভায়ার বুদ্ধি শোন’। হবে না কেন ? কেউ কেটা তো নয়—মায়াবী রাক্ষস রাজা শমন দমন রাবণের ভাইপো, অনুমতি দাও বাবাজী, ভায়ার আদেশ মত সৈন্য সামন্ত সব গুজিয়ে দিই।

রাবণ। যাও হে মাতুল !
তরণীর ইচ্ছামত করগে ব্যবস্থা।

[কালেনেমীর প্রস্থান

রাবণ। এইবার তুই আমি বিনা
কেহ নাহি হেথা, তুই চিনেছিস্ যথা—
আমিও সেইরূপ চিনেছি রাঘেরে!
সংসার দায়িত্ব হীন
অপরিণত বুদ্ধি ও বিবেকী তুই
প্রকাশ্যেতে রাম নামে কাঁদিয়া পাগল।
আর আমি অসংখ্য অসংখ্য—
প্রজা ভাগ্য নিয়ন্তা সম্রাট,
পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি মায়া মোহেতে আবদ্ধ
বিবেকী রাবণ—আমি আভিজাত্য ডরে
কাঁদি নীরবেতে! এই মাত্র প্রভেদ উভয়ে।
ব্রাহ্মার সৃজন, শিবের সংহার,
পালনের ভার শ্রীবিষ্ণুর,
সেই পালক যখন প্রমত্ত এখন
ধ্বংস লীলা লয়ে, তখন
পরিত্রান নাহিক' কাহার'।
আর একবার কহি শোন্ গুণমণি!
'রাবণে মরিতে দে' তারপর মরিস্ তরণী!

তরণী। মরিব? মরিব কি?
কে মারিবে মোরে?
মৃত্যুকর্ত্তা—যম? যম শব্দে
নিয়ম রাজন্, সেই নিয়ম
শব্দের কর্ত্তা আদিতে ব্রাহ্মণ,
সেই ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্য দিয়েছেন
মৃত্যুর নিয়ম—একরূপ প্রকারে অমর।

নহে রাবণ বা কুম্ভকর্ণ সম।
রক্ষ কুলারাধ্য সেই পদ্মযোনী
রক্ষক নিধন হেতু
কেন গঠিবেন ব্রহ্ম অস্ত্র প্রভু?

রাবণ। শুনিয়াছি বিভীষণ মুখে!
কিন্তু ওরে শিশু, তোর পিতার
অসাধ্য কিছু নাই এ জগতে।

তরণী। পিতা যদি প্রকারেতে পুত্রে বধে রাজা,
তবে অনিয়মে ভরিবে জগত।
সহিবে না মাণ্ডব্য তাপস,
সহিবে না তুমি, না সহিবেন
নিষ্কলঙ্ক রামচন্দ্র কভু।

রাবণ। ভেবে দেখ্ বিপক্ষেতে কেবা তোর
পূজ্য—ইষ্ট—নররূপী নারায়ণ—
যার নামে সপেছিস্ দেহ মন প্রাণ।

তরণী। সত্য অন্তর্জগতেতে, বহির্রাজ্যে
দেশ, দশ, জাতি শত্রু মোর।

রাবণ। ওরে ভয়ঙ্কর শক্তিধর নর ও বানর
সুনিশ্চয় বন্দী করি রাখিবে রে তোরে।

তরণী। বীর ভ্রাতুষ্পুত্র আমি
জেন' রক্ষ কুলমণি!
স্বাধীনতা আগে—
তারপর গণি প্রাণে।

রাবণ। কোন নীতি না শুনিবি আজি?

তরণী। মাণ্ডব্য যে রাখে নাই নীতি।

রাবণ। এই দেখ রাবণের অশ্রুপাত
কভু প্রকাশ্যেতে দেখে নাই কেহ
আজ দুকুল প্লাবনে মাত্র তরণীর তরে—

তরণী। তরণীই ওই অশ্রু মুছিবে তোমার।
কথায় কথায় কাল বহে যায়,
জ্যেষ্ঠতাত! হাসি মুখে দাও গো বিদায়।

রাবণ। একান্তই না শুনিস্ নিষেধ যদ্যপি,
তবে চল্—নিজ হস্তে মনমত সাজাইয়ে
দুর্গাবলে শুভযাত্রা করে দিব তোর।
রাবণের অতি প্রিয় এই বিলাস মন্দির,
এই ভাবে রবে ততদিন—
যতদিন তরণী না ফিরে আসে পুন।
এ শোচনীয় দৃশ্য দেখে রাবণের সৃষ্টি কর্ত্তা
উপরেতে থাক যদি বেঁচে,
তবে নেমে এস, নেমে এস একবার।
তরণীরে পাঠাতেছি আমি কালের কবলে,
তুমি এসে পাঠাও আমায় সেইখানে—
তরণীর আগে।

[তরণীকে লইয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অশোক কানন

[গীতকণ্ঠে রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

গীত

রাজলক্ষ্মী— বুক ফেটে যায় দিতে বিদায়।
যাস্‌নি চলে আঁখির জলে ভাসিয়ে দিয়ে
দুখিনী মায় ॥
তোরে হেরে কাঁদবে সাগর
কাঁদবে অম্বর নর ও বানর।
কাঁদবে মহী বেদন সহি
রাবণ রোদন থামা দায় ॥
কার মায়াতে আছিস্ ডুবে
তোর শিবরাতের শলতে নেভে
ছোট্ না ও মা কর না মানা
অকূলে তোর তরণী যায় ॥

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। ষাট্—ষাট্! কে তুমি রাক্ষসী,
পুত্র অমঙ্গলে গাহ গীতি
জননীরে করিয়া উদ্দেশ ?

রাজলক্ষ্মী। তুমি মাতা—সহি গর্ভের যাতনা।
আমি যে হয়েছি মা
সারা জন্ম সহিতে মা চিন্তা ও উদ্বেগ।
মৃত্যুডাকে পড়েছে বিপাকে
একমাত্র পুত্র তোর।

সরমা। মৃত্যু? মৃত্যুর কি সাধ্য পুত্রেরে ছিনিয়া লয়
মাতৃ স্নেহ মায়ের আশীষ হতে?
মাণ্ডব্যের অভিশাপ সনে আশীর্ব্বাদে
পুত্র মোর প্রকারে অমর।
সরমার আশীর্ব্বাদ সে প্রকারত্বে
করি দুর মার্কণ্ডের মত
চিরস্থায়ী করেছে তনয়ে।

রাজলক্ষ্মী। তাই বল পুত্রের জননী, চিরস্থায়ী হউক সন্তান।

সরমা। কেন এসে—কেন চলে যাও?
বলে যাও—কেবা তুমি,
কেন মোর পুত্র হেতু শঙ্কিতা এমন?

রাজলক্ষ্মী। এ পুরীর রাজলক্ষ্মী আমি।

সরমা। তুমি—তুমি? কেন তুমি,
কি দোষে গো তুমি—
ত্যজে এলে স্বামীরে হেথায়।

রাজলক্ষ্মী। বিভীষণ পুত্রের চিন্তায়।
একমাত্র সন্তানে হারাবে মাতা
তাই ভুলে গিয়ে পূর্ব্বকথা
ব্যথা ভরা বুকে আবার এসেছি,
পাপ রাজপুরী মাঝে।

সরমা। নিশ্চিন্তে রহ গে দেবি!
জেনে রেখ’—সাধ্বী সতী পাশে
স্বামী সনে পুত্রের তুলনা—
সমুদ্রে গোষ্পদে, হিমগিরি
সনে বল্মীকের স্তূপ যথা।

পতি—সতীর পরম গতি।
পূজা, হোম, যোগ, যাগ, ব্রত—
সর্ব্বতীর্থ, ইহকালে অনন্ত
অসীম সুখ—পরকালে স্বর্গ—
সকলই পতি যে সতীর।
বিধাতার আশীর্ব্বাদে যমেরও বাঁধন টোটে,
কিন্তু পতি সনে সতীর সে সাত পাকের বাঁধন
জন্ম জন্ম সম ভাবে রয়।

[সীতার প্রবেশ]

সীতা। তাই অভাগিনী সীতার সঙ্গিণী তুমি।
পতি ভক্তি পরায়ণা সতী সরমারে
পেয়েছি যে দিন, সেই দিন
হতে ভুলে গেছি বন্দিনী জীবনে
অশেষ লাঞ্ছনা ক্লেশে।
তারপর যেই দিন বিভীষণ গেল,
সমভাগ্য হল উভয়ের,
সেইদিন হতে নিশ্চিন্ত জানকী,
নিজ পতি তরে। রাবণের ঘরে
এই ভাবে সারাজন্ম রহিতে গো পারি—
যদি থাকে এইরূপ সরমা সঙ্গিনী।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। মাতা! আজি তোমার গৌরব
তোমার সুনাম চিরস্থায়ী করিতে জগতে,
চলিতেছি, বহুকষ্টে রাজ অনুমতি লয়ে'—

সীতা। সে কি! বৎস। তুমি যাবে রণস্থলে ?

তরণী। তরণীর পক্ষে সেটা নহে রণস্থল
মা জানকী—মহান্ পবিত্র তীর্থ,
স্বর্গ, ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ তপ, সর্ব্ব দেবতার
সার পিতৃদেব, আর তার সনে
নররূপী নিজে নারায়ণ।
অবিরাম উঠে সেথা জয় রাম শ্রীরাম রব,
শুনি মৃত্যু মৃত্যুবৎ সে নামে তন্ময়।
পিতা পুত্রে, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে
এই মহা সংঘর্ষণে—
পৃথিবীর দৃষ্টি পড়িবে তরণী পরে,
কাতারে কাতারে বিমানে দেবতাগণে
হবে সমাগত, বানরে হইবে মুগ্ধ
মানবেও গাহিবে তরণী জয়।

রাজলক্ষ্মী। না—না, আগে হতে আমি
সার করিয়াছি পথ,
বুকে করে তরুতলে যাপিব জীবন,
তবু তোরে আমি ত্যজিব না হৃদয়ের ধন।

(বক্ষে ধারণ)

সীতা। না—না, থেমে যাক্ রাম রাবণীয় রণ;
কোনরূপে সংবাদ পাঠাও কেহ
রাঘব শিবিরে—সুখে আছে
অশোক কাননে সীতা,
নিবৃত্ত করুন রণ।

সরমা। বীর সুতা, বীর জায়া, বীরমাতা
সরমার বীর পুত্রে ভীরুতার আবরণে
রাখিতে প্রয়াস !
রাজলক্ষ্মী। সে কি !
তুমি না জননী ?
সরমা। বীরের গো দেবি !
নহে ভীরু তনয়ের।
সীতা। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে বাদ,
এ সমরে অধার্ম্মিক যারা—
সরমা। মরিবে নিশ্চয়।
বাঁচিয়া কি লাভ ?
অনাচার, ব্যাভিচার, মিথ্যা,
প্রবঞ্চনা মাঝে জীবন ধারণ—
তার চেয়ে শতগুণে শ্রেয় যে মরণ।
রাজলক্ষ্মী। জেনে শুনে মা হয়ে যমের মুখে
পুত্রে বিসর্জ্জন—নহে ধর্ম্ম কদাচন।
সরমা। ধর্ম্ম ? স্বামীরে দিয়েছি আগে,
পুত্রে দিই এইবার পুষ্পাঞ্জলিরূপে,
তাঁর পায়, নিজে ধর্ম্ম ভাবুক এবার
কোন্ ধর্ম্ম এখন তাহার।
সীতা। কাঁদ'—কাঁদ', পুত্রের জননী
একবার কাঁদ', নতুবা সীতা
বুঝি বিবেকও হারায়।
সরমা। তরণি ! নীরবে, জড়ত্ব আশ্রয়ে
চঞ্চল বীরত্বে কি হেতু এমন ?

আসিয়াছ বিদায় লইতে ?
বহুক্ষণ দিয়েছে সরমা।

তরণী। একবার কাঁদ মা !
নতুবা যে চরণ ওঠে না।
হয়তো বা তরণীর মত শত শত পুত্রস্নেহ
ভবিষ্যতে ভাগ্যে তব ঘটিবে জননী !
কিন্তু আমি যে পাবনা আর
তোমার মতন এমন মায়ের স্নেহ।
এর পর কোথা যাব—কি হব জানি না,
কিন্তু এটা জানি—
তোমার মতন মা কোথাও পাবনা—
তুমি যে স্বজনে এক।

[রাবণের প্রবেশ]

রাবণ। দেখ্ দেখ্ তরণিরে—
নিজ হস্তে আনিয়াছি দুর্গার নির্ম্মাল্য
শিরে ধরি ত্বরা করি হরে অগ্রসর।
কঠোর রাক্ষস আমি,
বিগলিত আমারও পরাণ।
হলেও রাক্ষসী—তবুও রমণী,
সে জননীরে কাঁদাইতে কেন এলি বিদায়ের ছলে।
সৌভাগ্যে ঘটিল বিষ্ণু চরণ দর্শন
স্বামীও পুত্রের। কি এমন
দুর্ভাগ্য আমার—লক্ষ্মী পূজাও
করিতে পাব না।

সরমা। তরণীও গেল, কোন চিন্তা নাই,
এস লক্ষ্মি! আজি পত্র পুষ্পে
মনোমত সাজাই তোমায়।
দেখে যাও রাজলক্ষ্মী'
পুত্রাধিক সৌন্দর্য্য শান্তি
লভে কি না সরমা রাক্ষসী।

তরণী। দাঁড়াও জননী। জ্যেষ্ঠতাত স্বেচ্ছাদত্ত
অমোঘ শায়ক কত,
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি মাত্র
ওই চরণের ভরে। কৃপা ক'রে
অস্ত্র শস্ত্রে দাও পদধূলি!

সরমা। করি আশীর্ব্বাদ,
ব্যর্থ যেন না হয় সন্ধান।
তরণি!—তরণি! এইবার দেখ্ চেয়ে—
এতক্ষণে অশ্রু এল চোখে।
এইবার দেখি কত বড় বীর
অগ্রসর হ' দেখি সমরে।

তরণী। মা—মা, রাজা যা পারেনি,
তুমি তা সাধিলে হেথা,
কোথা শক্তি তরণীর আর—
কোথা জ্ঞান—কোথা বা বিবেক—
সব যেন এক সাথে ওই পদ পরশিতে চায়—

(মূর্চ্ছা)

সরমা। তরণি—তরণি!—হলি সংজ্ঞা হারা
ওঠ্ ওঠ্ সংজ্ঞালাভে উঠে দেখ

অশ্রু লোপে শুষ্কচক্ষে বসে আছে রাক্ষসী জননী।

রাবণ। না—না, ছেড়ে দাও, তরণী আমার।
তোমার জানকী আছে,
আমার কি আছে রত্নগর্ভা?
তরণীরে পেয়ে আমি সীতারে ভুলেছি কয়দিন।

সীতা। সেই সীতা স্বেচ্ছায় চরণে।
জননী পড়েছে আজি সন্তানের পায়,
রাজপুত্র হইয়া সদয়
ভিক্ষা দাও দুখিনী মাতায় তার সর্ব্বস্ব রতন।

রাবণ। তব সাধ ধ্বংসে আলিঙ্গন,
আমার বাসনা সদা জীবন ধারণ।
দাও, দাও ছেড়ে দাও,
সীতা পেয়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগিনী মায়াবিনি!
কিসের মায়ায় ধরিয়াছ পুত্রেরে এখন?

গীত

রাজলক্ষ্মী— করি মিনতি রক্ষপতি হয়োনা নিদয়।
মার বুক হতে একমাত্র সুতে
কাড়িও না দয়াময়॥
হওনা পাষাণ কঠিন পরাণ
বিধতার বরে হয়েছ মহান্।
সিধিদত্ত ধনে নাশ অকারণে
কার প্রাণে ইহা সয়॥
অশ্রু তব ওই না মানে বারণ
অবিরল বহি ভাসায় বদন।
বোঝ তো মমতা ওগো পুত্র পিতা
তবে কেন এত নিরদয়॥

রাবণ। সংজ্ঞাহারা মাতা,
পদতলে পুত্র ও ঘুমায়,
রাজলক্ষ্মী পাগলিনী প্রায় এই অতি সুসময় ;
জানকি—জানকি, তব তরে চোর নামে
অপযশে লঙ্কেশ্বরে দশে।
করি মানা দিও নাকো বাধা—
চুরি বিনা অন্য বৃত্তি নাহিক চোরের,
চৌর্য্য বৃত্তি হরি তব সম
সংজ্ঞাহারা বালকে করিয়া চুরি
শোয়াইব এই ভাবে রথের উপর।

[তরণীকে লইয়া প্রস্থান

সীতা। ওঠ ওঠ অভাগিনী,
চোরে চুরি করে লয়ে যায়
তোর সর্ব্বস্ব রতন।

সরমা। এঁ্যা! কই—কই তরণী আমার ?
জানকী, আছে কি অঞ্চল আড়ে ?

রাজলক্ষ্মী। কি শোচনীয় ছবি এইবার,
এ যে নহে দেখিবার।

[প্রস্থান

সরমা। তরণি—তরণি!
ওই বুঝি ঝোপের আড়ালে
লুকোচুরি খেলে তরণী আমার ?
না—না, ওযে রাক্ষস রাবণ

লুকাইয়া দেখিছে সীতায়।
এস এস—বুকে এস কি ভয় তোমার ?

সীতা। এও ছিল জানকীর ভালে।
কেন—কেন—কেন তুমি
স্বেচ্ছায় সকল সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
এসেছিলে জানকীর সেবায় ?
অদৃষ্টের দোষে সীতা হারায়েছে
সকল বৈভবে। চোরে চুরি ক'রে—

সরমা। এঁ্যা! চোরে নিল চুরি করে তরণীরে মোর ?

সীতা। ঘুমন্ত শিশুরে বুকে লয়ে
দশানন চলে গেল তুলে দিতে রথের উপর।

সরমা। আহা! মায়া—মায়া।
মানবী গো—হলেও রাক্ষস
তবু পুত্রের জনক।
তারও প্রাণে আছে মায়া ও মমতা
তোমাদেরি মানুষের মত।
জ্যেষ্ঠতাত কিনা, তাই জীবন্তে
তুলে দিতে পারে নাই যমের কবলে।
যাক্—যাক্, ঘুমন্তই যাক্ রণস্থলে।
ওহো—নির্দ্দয় বানর কত করিবে প্রহার,
শত্রু বলি—কোমল মানুষ কর হতে
ছুটে যাবে কত শত খরতর বাণ।
জাগিলে যে বড় ব্যথা পাবে।
থাক্ থাক্ ঘুমাইয়ে থাক্,
ঘুমাইয়ে চলে গেছে মার কোল হতে

করি আশীর্ব্বাদ—এই ঘুম ভাঙে যেন তার
ও পারের শান্তি সুখ পরশনে।
মা ?, মা ? জগতের কেহ যেন
এক পুত্রের মা হয়োনা আর।

সীতা। বিদরে অন্তর। সরমা—সরমা—

সরমা। মরি নাই—আছি বেঁচে।
সন্তান চলিয়া গেছে—
তবু জননী রয়েছে—
এক পুত্রের জননী।
জানকী গো তুমি যেন
হয়োনা জননী ? ওকি !
অধীরা রোদনে ? না—না—
আজ আর চলিবে না কাঁদিলে এমন।
এতদিন তুমি কেঁদে ছিন্ন মূলা লতা
মম অঙ্কে পড়িতে নিয়ত,
আজি তব শান্তি অঙ্কে
সেই ভাবে আমি যে পড়িব আজ
লভিতে আশ্রয়। সীতা—সীতা !,
একমাত্র পুত্র গেল চলে,
ওগো তুমি যেন যেও না কো চলে ফেলে সরমায়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

[তরণী ও রক্ষ-সৈন্যগণের প্রবেশ]

গীত

সৈন্যগণ— জয় রাম জয় রাম জয় রাম।
সীতাপতি সুন্দর কাকুৎস মনোহর
করুণাময় প্রাণারাম ॥
যম ভয় নিবারণ রাম নাম লিখি,
বিজয় উৎসবে কমল আঁখি,
ভকতি ভরে আসিয়াছি সমরে
জিনিতে নামীরে গাহি মধু নাম।
রামনাম গুণে জলে ভাসে শিলে,
রামনামে জিনিব যমে অবহেলে,
জয় দশরথ নন্দন সত্য পরায়ণ
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ॥

তরণী। নাম—নাম, রাম নাম বিনা
অন্য কিছু নাহি জয় গান।
রামনামে চালিবে কৃপাণ,
রামনামে বরষিবে বাণ।
রামনামে দিবে ডালি প্রাণ।

সুগ্রীব। (নেপথ্যে) সাবধানে ব্যূহের সম্মুখ রক্ষা কর হনুমান।
যুবরাজ অঙ্গদ দক্ষিণে,
বামে রহ তুমি জাম্বুবান।

অভিনব ভাগে এসেছে রাক্ষস চমূ
ভুলিও না রাম নাম ছলে।

তরণী। ওই—ওই পবন বেগেতে
ধায় পবননন্দন ব্যূহের,
সম্মুখ ভাগ করিতে রক্ষণ।
যাও সৈন্যগণ, ত্বরা করি
মকর ব্যূহ ভাঙগে মোদের।
নহে আত্মরক্ষা আর—আক্রমণ এইবার।

১ম সৈন্য। কোন্ ভাগে দিব হানা।

তরণী। তিনভাগ করিয়া বাহিনী
সম্মুখ, দক্ষিণ, বামে এক সাথে কর আক্রমণ।
তোমরা কজন অনর্থক পৃষ্ঠ রক্ষা তরে,
অবিলম্বে এক সাথে কর আক্রমণ
ওই অঞ্জনা নন্দনে।
ভুলিও না তার অত্যাচার—
স্বর্ণলঙ্কা পুড়াইয়া দেছে ছারখার।
'রামজয়' বলি কর আক্রমণ।
মরিবে না—চারি যুগ অমর বানর,
বন্দী করে লয়ে যাবে রাজ পশুশালে।

২য় সৈন্য। কিন্তু রাজার আদেশ—পৃষ্ঠ রক্ষা কুমার তোমার

তরণী। আসিয়াছ জাগ্রতে তোমরা
ঘুমাইয়' তরণী এসেছে—
রাজ আজ্ঞা করেনি শ্রবণ।
বিশেষত সেনপাতি আমি।
রাজাও হেথায়, আদেশ পালিতে বাধ্য।

১ম সৈন্য। তোমারে একাকী ফেলি কেমনেতে হই অগ্রসর।
রথোপরি আছিলে নিদ্রিত
কি করুণায় সমগ্র নগরী
তরণীরে দেছে বিসর্জ্জন—

তরণী। সাঙ্গ কর' অতীত এখন।
ঘুমন্ত কুমারে কালের আহ্বানে
তুলে দেছে যেথাকার রাজা,
মার সনে শেষ কথা কহিবার
অবসর পাইনি যেথায়—
সেথাকার—সেই রাক্ষস রাজার
মায়ার কাহিনী শুনায়োনা আর।
যাও, সেনাপতি আমি,
অবিলম্বে আজ্ঞা মোর করহ পালন।

২য় সৈন্য। তুমি কোথা রহিবে কুমার?

তরণী। এককালে সর্ব্বত্র সমান।
ওরে শুনিয়াছি মরণ রাগিণী—
শতখানি একটি তরণী আজি সংগ্রাম সাগরে,
যেখানে বিপদ, সেইখানে তরণীরে পাবে।
যাও—জয়রাম বলি
হানা দাও বীর হনুমানে।

[সৈন্যগণের প্রস্থান

তরণী। ওই রাঘব শিবির।
তরণীর ইহলোকে কাম্য যত কিছু
সব আজ—উহার ভিতর।

কতটুকু ব্যবধান ? পিতা—পুত্রে,
ভক্ত ভগবানে কতটুকু ব্যবধান ?
তরণী এসেছে রণে—
এ সংবাদ পশেনি কি শ্রবণে তোমার
ওগো জন্মদাতা—ওগো নির্য্যাতীত,
তোমার তরণী কাঁদিয়া আকুল
তুমি কি তা এখন' বোঝনি ?
না—না, একি মোহ !
রাবণের অন্নভুক্ আমি,
রাবণ প্রেরিত সেনাপতি ।
অরাতি শিবিরে ওই
রাবণের দেশ জাতি দ্রোহী ।
সকলের আগে তাহারে যে
বন্দী করা কর্ত্তব্য আমার ।

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব । কোথা যাস্ রে ভণ্ড বালক !
ধন্য তুই, এ বয়সে ধরেছিস্ অপরূপ ছল ।
রাবণের কে তুই রাক্ষস ?

তরণী । বাণ মুখে লহ পরিচয় ।

সুগ্রীব । বাৎসল্যের ভরে তোরে হেরে
কাঁদে প্রাণ—তোর সনে রণ ?

তরণী । ধন্যবাদ করুণায় তব ।
মুক্ত কর পথ, যাই আমি স্বকার্য্যে এখন

সুগ্রীব। আগে বল্‌’ কে শিখাল
রামনামে যুঝিতে এমন।
তরণী। তোমারে কে শিখাইয়ে ছিল,
চোরা বাণে নর শত্রু দিয়ে
মারিতে আপন ভায়ে?
সুগ্রীব। তুই যাই বল্ শিশু,
তোর ভালবাসা ভরা মুখ হেরি—সব ভুলে যাই
তরণী। বুঝিলাম সংসর্গে মহৎগুণ।
সৎ-সংসর্গ গুণে বানরেও আসে মনুষত্ব।
সুগ্রীব। আয় আয় বুকে আয়,
ভাল করে বুঝিবার অবসর দে রে আমায়।
না পারি বুঝিতে একি গ্রহ ফের।
বিভীষণ সম ভাই যার, রাজধানী স্বর্ণলঙ্কা,
এমন সর্ব্ব মনোহর আনন্দ দুলাল
সেনাপতি—তার একি দুর্ম্মতি—
নারী চোর হ'ল পরিণামে।
তরণী। সাবধান! সহিব না রাজ অপমান।
হয় ছাড় পথ, নয় সাধ্য থাকে,
রোধ গতি মোর।
সুগ্রীব। রাঘবের অন্নদাস আমি,
আজি রাঘব শিবিরে প্রবেশের
অধিকার দিবনা যমেরে।
জেনে রাখ, আপন তনয় যদি
শিবির প্রবেশে চাপল্যতা করে দুর্ণিবার,
তবে সুনিশ্চয় মৃত্যু তার সুগ্রীবের করে।

তরণী। দেখি কতদূর বীরত্ব তোমার।
রাম নামে তরণী যুড়েছে বাণ
ছাড় পথ সুগ্রীব রাজন্।

সুগ্রীব। যতবিধ অস্ত্র আছে তূণে
হান অবহেলে। বয়সে বালক একে,
তাহে মধুময় রাম নাম গায়ক যে তুই,
তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত
সুগ্রীব না করিবে কখন'।
তোরে কোলে করি যাব লয়ে শিবির ভিতরে।

তরণী। তবে পথ মুক্তি হেতু বাণে বাণে সংজ্ঞাহারা
করিব এ নিরস্ত্র যোদ্ধায়,
অপরাধ লইও না দয়াময় রাম।

সুগ্রীব। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
শিশু করী ক্ষিপ্ত বাণ,
যেন পুষ্প বরিষণ সম হয় জ্ঞান ;
একি—বাণে বাণে কেন আসে হেন শিহরণ,
নিমীলিত ক্রমশঃ নয়ন
খসে ধনু অবশ বাহুতে,
ঘুম—ঘুম, একি ঘুম
কিংবা মোহ সুগ্রীবের।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

শিবির

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। কত' সব—কত সব আর
নিত্য নব কলঙ্ক তোমার ?
মহা মহা রথীগণ-রহিতে জীবিত
বালকে পাঠালে রণে ?
নীরবেতে হাসে দেবলোক, হাসে বানর কটক,
হাসিবেন সরাম লক্ষ্মণ।
আমি যাই হই, তবুও রাক্ষস—অনুজ তোমার,
জ্যেষ্ঠের এ কলঙ্ক কালিমা কেমনে সহিব ?
প্রকারেতে মৃত্যুঞ্জয়ী তরণী এসেছে
অধর্ম্মের সেনাপতি রূপে।
কিন্তু আমার যে উভয় সঙ্কট—
একদিকে ধর্ম্ম, অন্যদিকে একমাত্র পুত্রে বলিদান
কেহ নাই নির্জ্জন শিবির, এই অবসরে
দুইবিন্দু অশ্রু ত্যজি তরণীর তরে।

[রামের প্রবেশ]

রাম। শুনেছ কি মিত্রবর—
মাতৃবক্ষ হতে দুগ্ধ পায়ী এক আনন্দ দুলালে
ছিন্ন করি পাঠায়েছে নির্ম্মম রাবণ।
একি ! চক্ষে কেন জল ?
কে ও তোমার ?

বিভীষণ।　　শুনেছি সংবাদ।
রাজ জ্ঞাতি—সম্পর্কেতে ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাম।　　বয়সে বালক কিন্তু
ছলনায় প্রবীণ রাক্ষস সম।
রাম নাম করি সার
রাম জয়ে করিয়াছে সাধ।

বিভীষণ।　　সৌভাগ্য তাহার,
পতিত পাবন রাম পদে
দিয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন,
চিরস্থায়ী বৈকুণ্ঠের হবে অধিকারী।

রাম।　　পুন অশ্রুপ্লুত আঁখি শোকরুদ্ধ কণ্ঠস্বর।
মিত্রবর !—সে বিজয় না চাহে রাঘব—
যাতে পাবে ব্যথা প্রাণে বিভীষণ।
এ তাবত যা কিছু সমরে জয়—
সকলি তো তোমারি কৃপায়।
শোক ভারে অবসন্ন ভিখারী রাঘবে
কাঁদিয়ে কাঁদাতে—তুমি,
আর জনম দুখিনী সীতার বেদন
অংশ করিতে গ্রহণ তোমারি প্রেয়সী
ধর্ম্ম তরে দিয়েছেন জীবন আহুতি।
বল, প্রাণাধিক প্রিয়তম
কি বেদনা তোমার এমন ?

বিভীষণ।　　দেশ ও জাতির তরে
বালক যেথায় অবতীর্ণ
হইল সমরে—সেথা,

আমি সে পুণ্যের কণামাত্র
অংশে নহি অধিকারী।

রাম। বল' না বল' না আর,
বুঝিয়াছি বেদনা তোমার।
সব হারা রাম সত্য,
কিন্তু মনুষ্যত্ব অটুট তাহার। (প্রস্থানোদ্যত)

বিভীষণ। একি! কোথা যাও রঘুমণি?

রাম। নিজ হস্তে রণক্ষেত্রে
শ্বেত পতাকা তুলিব।
রাম রাবণীয় যুদ্ধ
আজি এইখানে সমাপ্ত করিব।

বিভীষণ। অপহৃতা সীতা?

রাম। থাক্ সীতা অশোক কাননে।
এমন করুণ বিভীষণ,
তার প্রিয়া সঙ্গিনী সতত যার—
অকারণ তাঁর চিন্তা আর।

বিভীষণ। পদে ধরি ক্ষম রঘুনাথ!
পরিণাম বুঝেছিনু আগে।
মিথ্যা যে জানি না—গোপন রাখিতে কিছু
অভ্যস্ত যে নই,
তাই অন্তর্বেদনা অশ্রুতে প্রকাশি
যথাযথ নিবেদন করিয়াছি পদে।

রাম। রাজার সোদর সত্যসন্ধ বিভীষণ—
উদারতা বশে তুমি যার বান্ধব এখন
সে ভিখারী, যে সত্য তরে সব ত্যজিয়াছে।

অযোধ্যা যেমন মোর, তোমারও তেমনি লঙ্কাপুরী।
অযোধ্যার তরে আমি কি কাঁদি না—
বুঝিন্য মমতা ? কি করিছে সেথা—
শত্রুঘ্নের সনে প্রাণের ভরত।
আমা হাঁরা পতিহারা কৌশল্যা ছুখিনী,
হলেও বিমাতা তবু
আদর্শা জননী সুমিত্রা আমার,
কৈকেয়ী মাতারও স্নেহ অতি অতুলন।
আর—আর সেথা কি আছে জান' কি রাক্ষস—
আমার জানকী কিংবা তোমার সরমা নয়,
তার কথা বলিবার নয়—
বিদায়ের কালে সকলে কেঁদেছে
সেই একা শূন্য দৃষ্টি লয়ে
অনন্তের পানে করেছে সন্ধান।
তাহারে ভুলিতে প্রাণের লক্ষ্মণ—
রাম পদে বিলায়েছে প্রাণ।

[রামের প্রস্থান

বিভীষণ। একি রঘুমণি !
ফের'—শোন—প্রকৃতিস্থ আমি।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। কিন্তু আমি অপ্রকৃতিস্থ হেথা।
বিভীষণ। কে ? অরাতি শিবিরে ?
কে—ছায়া কিম্বা মায়া !

তরণী। চুপ্। চোর রাজা—
তার অন্নভুক্ আমি
চোর হয়ে পশেছি শিবিরে।

বিভীষণ। তরণী! বৎস! পুত্র!

তরণী। না—না, পিতা পুত্র
সম্বন্ধ হেথায় নয়।
রাজার আদেশ লয়ে এসেছি সমরে
তুমি বিনা কেহ নহে প্রতিদ্বন্দ্বী হেথা।
কোথা অস্ত্র? ত্বরা করি অস্ত্রধর
যুদ্ধ কর সাথে মোর।

বিভীষণ। পিতৃ ভক্তবীর! অতীব সন্তুষ্ট আমি
অক্ষরে অক্ষরে পিতৃ আজ্ঞা পালনে তোমার।
যতদিন রাবণের অন্ন খাবে—
ততদিন আজ্ঞাতে চলিবে—

তরণী। সেই হেতু চোর হয়ে এসেছি শিবিরে,
বিভীষণে বন্দী করা রাজার আদেশ।

বিভীষণ। প্রাণ বন্দী ভগবান পদে,
দেহ যদি বন্দী হয় একমাত্র উত্তর সাধক করে
তবে তার তুল্য সৌভাগ্য কি আছে?
প্রসারিত দুই ভুজ মায়া ডোরে বাঁধ্‌রে তরণী।
ওকি! চক্ষে জল! ওরে—
বুকে আয় জনমের তরে।
কি করিব—উপায় যে নাই,
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে যে কুলে জন্মেছি,
সে কুলের কদর্য্য সংস্কারে পুত্রে মারে পিতা।

মুখ তোল্, আত্মীয় সজনহারা বিভীষণে
তৃপ্তি দে বারেক ওই বদন চুম্বনে।

তরণী। না—না, অস্ত্রধর।
বিশ্বাসহারা করনা আমারে—
হেন স্নেহ বরিষণে।
তুমি আমি বনবাসে
কর্ত্তব্য করমে প্রতিদ্বন্দ্বী হেথা,
অস্ত্রধর—যুদ্ধ দাও পিতা।
আহা নিরস্ত্র সুগ্রীবে কত তীক্ষ্ণ বাণ হানি
করিয়াছি মোহেতে আচ্ছন্ন।
পিতৃপদ দরশনে পুত্র
রাখে নাই ন্যায়ের বিচার সেথা।
হেথায় কি আশে অবিচারে
বাঁধিব তোমায় পিতা।

বিভীষণ। তরণি! আয় বুকে বুকে
রহি চিরকাল। পলাইয়া যাই
উভয়ে লোক দৃষ্টির বাহিরে।

তরণী। না—না, তরণীরে সত্যহারা করনা জনক।
অস্ত্রধর—পদে ধরি—
অস্ত্রধর—অস্ত্রধর পিতা! (মূর্চ্ছা)

বিভীষণ। তরণি—তরণি—একি!
একি! সংজ্ঞা হারাইলি?
আহা—অশ্রুতে বয়ান ভাসে।
নির্দ্দয়া সরমা, কি আশায়
পাঠালি তনয়ে? তরণি!

বৎস ! ওঠ্ ! জাগ্ একবার
চেয়ে ছাখ্ কোথা তুই আজি !
না—না, একি মোহ !
ধর্ম্ম সাক্ষ্যে কঠিন পণে রামপদে লয়েছি শরণ
রামকার্য্যে হইতে সহায়।
এ যে শক্রর সেবক—
সেনাপতি মহাশক্র আজিকার।
তরণীরে, পিতৃস্নেহ ভারে
এই ভাবে থাক ঘুমাইয়ে অনাদি অনন্ত কাল।
সত্যবাদী পিতা তোর চলে যায় সত্যের সন্ধানে।

[প্রস্থান

সুগ্রীব। (নেপথ্যে)
হনুমান্—রাক্ষসে মানে না নীতি।
সন্ধি-সূচক পতাকা রাঘব
তুলিলেন স্বয়ং সমরে,
তথাপি রাক্ষস সেনা করে আক্রমণ
পূর্ব্ববৎ চালাও সমর।

[রামের প্রবেশ]

রাম। মিত্রবর তোমার রাক্ষস জাতি
নাহি মানে নীতি।
একি ! আ মরি মরি—
ছিন্ন করি ফুটন্ত নলিন
কে ফেলিল শিবিরে আমার ?

লক্ষ্মণ হতেও অপরূপ কান্তি মনোরম
স্থন্দর স্থঠাম—সারা অঙ্গে
লেখা রাম নাম—
কার পুত্র—কোন্ জাতি
কি কারণে পতিত হেথায় ?
আয় আয় কোলে আয় মোর।
অশ্রুতে বয়ান ভাসে, কেন—
কি বেদনা রাজে তোর এ স্বল্প বয়সে ?

তরণী। (উঠিয়া) জয় রাম—শ্রীরাম—

রাম। কে তুই বালক ?

তরণী। আজিকার সেনাপতি, চোর এবে আমি,
চুরি করে পশিয়াছি রাঘব শিবিরে
নমি রামে, রামনাম গুণেতে জিনিতে।

রাম। শুনিয়াছি পুত্র পৌত্র আছে রাক্ষসের
তবু বাৎসল্য কি তার প্রাণে নাই ?
কাঁদেনিক' প্রাণ তার বিদায়ের কালে ?
গলেনিক' সহ যাত্রী কঠোর সেনানী প্রাণ,
এ বালকে আনিতে সমরে !
ধিক্ ধিক্ রঘু সেনাগণ—
এতক্ষণ কোলে করি আনে নাই
দুধের বালকে রাম সন্নিধানে ?

তরণী। তবে তুমি রাম নীলাব্জ-লোচন—
সীতাহারা ভিখারী মানব—
এই তুমি—তোমারি নামের গুণে
জলে ভাসে অবহেলে শিলা ?

রাম। হ্যাঁরে বালক আমি ভিখারী মানব,
তবুও হেথায়—রাক্ষস ও বানরে
লইয়ে পাতিয়াছি আবার সংসার।
ভিখারী যথার্থ; তবু এ সংসার
ভিক্ষা দিতে জানে। নিঃসম্বল,
তবু করুনায় হয় নি ভিখারী!
আয় তোরে দিই কিছু অংশ তার।
বুঝি তোর পিতা, মাতা,
কিংবা আত্মীয় স্বজন নাই?
নতুবা কি পাঠায় সমরে তোরে?
প্রাণ কাঁদে রে বালক
হেরি তোর দশা।

তরণী। সফল জনম মোর হে শ্রীরাম,
লভি তব পুণ্য পরশন।
জাতিতে রাক্ষস—আজিকার
বাহিনী নায়ক, রাজাদেশে
আগমন বিভীষণে বন্দীর কারণ।
ভক্ত প্রতি সত্য যদি
স্নেহ থাকে ভগবান্।
ভক্তমান বাড়াইতে রাজ সন্নিধানে
এই দণ্ডে তুলে দাও
বিভীষণে রথেতে আমার।

রাম। অতুলন রাজ ভক্তি তোর।
কিন্তু রে বালক, তুই যথা
বদ্ধ দৃঢ় প্রভু আজ্ঞা পাশে,

আমিও যে ততোধিক
রয়েছি আবদ্ধ আশ্রিত রক্ষণ-
ধর্ম্ম কঠিন নিগড়ে।
নিরাপদে শিবিরেতে থাক্।
বেধেছে সমর। আজিকার
জয় পরাজয় নির্ণয় হইয়া যাক্—
পরে আমি কোলে করে
তুলে দিব তোরে রথের উপর।

তরণী। এই কি বীরের রীতি?

রাম। তোর পাশে রীতি?
নাই, স্থজন হয়নি আগে,
এইবার রাম হতে হবে।

তরণী। দয়াময়! কি কহিব-
ফিরে গিয়ে আমার রাজায়?

রাম। সত্য সন্ধ, ব'ল তাঁরে,
বিনা রণে রাম মাগি নেছে পরাজয়।

তরণী। আমা হারা পাগলিনী প্রায়
দুখিনী জননী মোর,
যবে রণক্ষেত্র প্রত্যাগত
তনয়ে লভিয়ে কোলে
সারা অঙ্গে তন্নে তন্নে অন্বেষণে—
না পাবেন অস্ত্র লেখা—
ক্ষত চিহ্ন সমর স্থচক—কি বলিব তাঁরে?

রাম। সত্য—সত্য, সত্য বিনা
অন্য কিছু বলিবার নাই।

তরণী। না—না, অস্ত্রধর, অস্ত্রধর রঘুমণি !
যুদ্ধ সাধ মিটাও আমার।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। দাদা ! ছত্রভঙ্গ পলায়িত রক্ষ সেনা যত।
সমরে বিজয়ী মোরা।

রাম। আমিও জিনেছি ভাই
রক্ষ সেনাপতিরে হেথায়।
রে লক্ষ্মণ ! চেয়ে দেখ্—

তরণী। না—না,
পলাতক সেনাপতি—
তাই হারিয়াছে সেনাগণ সেথা।

রাম। আর হেথা যে হারিল তোর শত্রুর নায়ক
রে লক্ষ্মণ ! ত্বরা করি পত্র পুষ্প আন্
মনোমত সাজাব বালকে।

[সকলের প্রস্থান

—পঞ্চম অঙ্ক—

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

[রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ]

গীত

রাজলক্ষ্মী— আয়রে চলে মায়ের কোলে
তরণীরে যাদুমণি।
তোর জীবনের কুসুম কলি
ফুটেও যে আজ ফোটেনি॥
নীরবেতে কাঁদছে কত
ছেলের মায়ে অবিরত।
তুই যে সবার মনের মত
স্নেহ আদরের খনি॥
কাঁদে কাঁদে সবাই কাঁদে
সাগর কাঁদে নানান্ ছাঁদে।
কি বিষাদে সরমা কাঁদে
ভাবনা দিবস রজনী॥

[প্রস্থান

[লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। মায়াবিনী রক্ষ নারী কেহ
মোহাচ্ছন্ন করিতে আবার
গাহে গীতি করুণার।

সুগ্রীব। দুর্ণিবার রক্ষ মায়া
বুঝে ওঠা ভার।

লক্ষ্মণ। মায়াবী রাক্ষস পুত্র,
মায়া ছলে ভুলাইয়ে রাম সহ
তোমা বীরবব, লয়ে গেল
শিবির সন্ধানে। কত যত্ন,
কতই আদরে, নিজ হস্তে
সাজালেন করুণা নিদান।
শিবিরের বহির্দ্দেশে
গিয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক
হানিল কতই অস্ত্র
না সাজিতে কপি সেনা পুন।

সুগ্রীব। পরাজয় ভাগে ক্ষণকাল
লভি অবসর, দীপ্ত তেজে
পুনরায় আক্রমণ করিয়াছে ব্যূহ আমাদের।
ব্যূহভাগ রক্ষা কর সৌমিত্রী সুধীর,
আমি হেথা রক্ষা করি শিবির প্রবেশ পথ।
কে জানে কি ছলে পুন আসিবে বালক।

লক্ষ্মণ। কিছুতেই সমরের নিবৃত্ত হবে না আজি,
যতক্ষণ একজন রক্ষঃ সৈন্য
বিরাজিবে সমর প্রাঙ্গণে।
শুন পুন, রক্ষ মায়া,
'জয় রাম' রবে করে আক্রমণ।
ওই—ওই গদাপাণি পবননন্দন
নিপতিত বিষম বিপাকে।

নাহি ভয় অঞ্জনা নন্দন
পৃষ্ঠ ভাগে সৌমিত্রী তোমার।

[বেগে প্রস্থান

সুগ্রীব। এই দুষ্ট মায়াধর রাক্ষস বালকে
আমি প্রীতি সূত্রে বাঁধি
রামকার্য্যে করেছিনু হেলা।
ধিক্—শত ধিক্ রঘু সেনাপতি!
তুচ্ছ এক রক্ষসুত বুদ্ধি পাশে
পরাজিত তুমি! এইবার
ভয়ঙ্কর রুদ্র অবতার
কিষ্কিন্ধ্যা নৃপতি, কোন' যুক্তি
নাহি তার পাশে।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। কোন' যুক্তি নাহি মম পাশে
বিনা বিভীষণ। রামনামে যুড়ি বাণ
মুক্ত হোক্ শিবির প্রবেশ পথ।
সুগ্রীব। রে রাক্ষস, তুই ছার,
নিজ পুত্র এসে এইবার—,
চাহে যদি শিবির প্রবেশে,
নাহিক নিস্তার তার'।
তরণী। ধন্য ধন্য কিষ্কিন্ধ্যা ঈশ্বর।
এস বাণে বাণে উভয়েতে
এক সাথে তুলি রামনাম।

উভয়ে। জয় রাম—শ্রীরাম— (যুদ্ধ)

সুগ্রীব। একি শক্তিধর রাক্ষস নন্দন !
বিলুপ্ত চেতন ক্রমে
আত্মরক্ষা কর রঘুনাথ।

(মূর্চ্ছা)

তরণী। হাঃ—হাঃ—হাঃ—
বীর্য্য সনে নিমেষে ঘুমালে
তুমি কিষ্কিন্ধ্যার নাথ।
সংজ্ঞাহারা জনে তরণী না বধে।
রাজার চরণে ভেট দিতে
লয়ে যাই উষ্ণীষ তোমার।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। সাবধান ঘৃণ্য রক্ষসুত !
যেই শির সদা পূত
লভি রাম পদরেণু—অস্পৃশ্য রাক্ষস,
সেই শির পরশিতে সাধ ?
শমন নিকট তোর।

তরণী। বোঝা যাবে এইবার
বীরত্ব তোমার।

(যুদ্ধ)

তরণী। জয় রাম—শ্রীরাম,
ঘুরিছে মস্তক

দর্ দরে ছোটে রক্ত স্রোত,
থর্ থরে কাঁপে সারা দেহ—
জননী গো—আর বুঝি
হল নাকো দেখা
না—না, কেন বা মরিব ?
রক্তে রাঙা এই ধূলি,
মাণ্ডব্যের চরণ উৎসর্গে
বক্ষ ক্ষতে দিয়ে দিই মোর।
ঋষি—ঋষি ! কোথা তুমি ?
এখানেও কি আশীষের সনে অভিশাপ—

লক্ষ্মণ। কি রে শিশু,
মিটিয়াছে সমরের সাধ ?

তরণী। মাণ্ডব্যের নাম গুণে
পূর্ণ সুস্থ আবার লক্ষ্মণ !
সম্মোহন—সম্মোহন
পিতৃদত্ত এই সম্মোহন।

(যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। জয় রাম কমললোচন।

(পতন)

[শ্রীরামের প্রবেশ]

রাম। লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ !
কে রে ? কে ছিড়িলি
হৃদয় কোরক ? আরে দুষ্ট
রক্ষঃসুত, প্রাণ ভরে পত্র পুষ্পে

সাজায়েছি তোরে, তাই কি
প্রাণ হরে নিতে চাস্ হেথা।
লক্ষণ শুয়েছে রণে,
শ্রীরামের সব চলে গেছে,
ধর্ অস্ত্র, তোরেও শোয়াব
লক্ষ্মণের পাশে !

তরণী। জননী গো এতক্ষণে সফল জনম।
জয় রাম—শ্রীরাম।

(যুদ্ধ)

রাম। একি শিশু ?
কেন পিছু যাস্।
লক্ষ্মণের সনে রাঘবের
মায়া চলে গেছে
তাবত না হইব নিবৃত্ত
যাবত না শমনে প্রবৃত্তি আসে
লইতে রে তরে।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। এইবার বসুন্ধরা কাঁপে থর থরে,
হইবে প্রলয়—ধরাময়
অথবা বিভীষণ হৃদয়ে নিশ্চয়।
কেন দোঁহে হেন অচেতনে ?
ওঠ ত্বরা জয় রাম গুণে।

লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব। (চেতনা প্রাপ্তে)
জয় রাম, বধ' শিশু।

বিভীষণ। ওই হোথা রাম ও বালকে
সমরে প্রবৃত্ত ঘোর,
অন্য দিকে ছিন্ন ভিন্ন বানর কটক
বীরবাহু আদি পুত্রগণ-রাবণের,
করে সেথা সেনার চালনা,
বুঝে কর যেমন বিহিত।

[প্রস্থান

সুগ্রীব। তুমি যাও বীরবাহু
শাস্তিতে সুধীর,
ব্যূহ ভার লইলাম আমি।

লক্ষ্মণ। আছে সেথা হনুমান ব্যূহের রক্ষণে।
তুমি সেথা ধাও
বীরবাহু ভেটিতে সুগ্রীব,
লক্ষ্মণের কার্য্য হেথা—
শ্রীরামের পৃষ্ঠ রক্ষা শুধু।
ওই—ওই—অবসন্ন নীলাব্জ-লোচন
অকারণ বিলম্ব লক্ষ্মণ।

[প্রস্থান

সুগ্রীব। কোন্ ভিতে রহি স্থির
একি হাহাকারে,
পলায় রাঘব সেনা,

বিচেতনে পবন নন্দন,
নাহি ভয়—ফের বীরগণ—
সুগ্রীব যে জীবিত এখন'।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

শিবির

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। আঃ! আরে নয়ন!—
উপাড়িয়া ফেলিব তোমায়
হেরি যদি অশ্রুসিক্ত পুন।
কিসের রোদন?
কেন এ রোদন? রোদন কাহার তরে?
পুত্র? আমিও তো পুত্র!
হয়তো কাঁদিয়াছিল নিকষা জননী
ছুটে এসে রোধেনি তো গন্তব্য আমার?
বিভীষণ নির্ব্বাসন—
সুনিশ্চয় পিতা বিশ্বশ্রবা করেছে শ্রবণ—
কই, ছুটে এসে পুত্র তরে করেনি রোদন?
সে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিলেন যিনি,
ইহ পরলোকে যিনি

বিনা নাহি অপর শরণ—
সেই চিরারাধ্য নরনারায়ণ রাম,
চরম বিপন্ন, আর তবু তুমি—
মাণ্ডব্যের আশীষের দান,
শরণাপন্ন রহিবে তূনীর ?
যদা যদা ধর্ম্মে ব্যাভিচার।
তদা তদা অবতার—

[রামের প্রবেশ]

রাম। সত্য মিত্র রুদ্র অবতার রক্ষপুত্র এবে।
ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহ।
নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান,
দ্বিরদ, অঙ্গদ সনে
রঘু সেনাপতি সুগ্রীব রাজন
মোহাচ্ছন্ন শোনিতাক্ত ধরণী শয্যায়,
পলায়নে জম্বুবানসনে মহারথীচয়।,
আমারেও করেছে পরাজয়।
কোন মতে যুঝিছে লক্ষণ
তাও কতক্ষণ আর। দারুণ সংশয়
সীতার উদ্ধার আশা হইল বিনাশ
বালকের করে আজি নাহিক নিস্তার।
রাঘবেব হিতাকাঙ্ক্ষী তুমি
দাও যুক্তি কর্ত্তব্য বিধান ?

কহ মিত্র, কিসে হ'ল
এ বালক অজেয় সমরে।
এও কি ব্রহ্মার করুণা ?

বিভীষণ। এও কি আমারে বলে দিতে
হবে ভগবানে ? কেন কর ছল ?
বিশ্বনাথ, বিশ্ববার্ত্তা কিবা আছে
অবিদিত তব ?

রাম। বিদিত হবার তরে বিধাতার বরে
লভিয়াছি মিত্র বরে হেন।
বুঝিয়াছি শিশু হেতু
প্রাণ তব হয়েছে চঞ্চল,
নাহি চাই প্রশ্নের উত্তর !
থাক সীতা রাবণের ঘরে।
ওই রূপ মোহাচ্ছন্ন থাক্ প'ড়ে
রাঘব কটক। লক্ষ্মণের সাথে
বনে বনে ভ্রমি'
কাঁদিয়ে কাটাব ইহকাল।
তবু বিভীষণে কাঁদাবো না কভু।

বিভীষণ। অন্তর্যামী প্রভু, কিনা জান' তুমি ?
তথাপিও অগ্রসর যদি
দাস মুখে শুনিতে সংবাদ,
অনুমানি জীবের মঙ্গলে তাহা।
শোন রঘুনাথ, শোন আকাশে দেবতা
যেথা থাক' শোন তুমি বালকের মাতা,
নিজ হস্তে মর্ম্মস্থল ছিন্ন করি

রক্তাঞ্জলি দিতে রামপদে
বিভীষণ দেয়—এই বালকের
মৃত্যুর সংবাদ। রঘুনাথ!
মাণ্ডব্যের আশীর্ব্বাদে—
ব্রহ্মবাণ বিনা বালকের হবেনা মরণ।

রাম। ব্রহ্মবাণ—ব্রহ্মবাণ!

বিভীষণ। হাঁ। নিজ হস্তে ব্রহ্মার নির্ম্মাণ।

রাম। ছিল মোর তুণে সত্য—

বিভীষণ। বাঞ্ছা মাত্রে দাসে তাহা দেছ রঘুনাথ!

রাম। মিত্রবর! কে ও তোমার?

বিভীষণ। নৃপতির জ্ঞাতি,
রাবণের সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাম। সীতা ও তরণী।
এদুয়ের বিচারের ভার,
রামে নহে, তোমার এখন।

বিভীষণ। রাম নামে রাম পদে
সকলি তো ত্যজেছি রাঘব।
মহাগুরু পিতা, মাতা,
তীর্থসম আদরের ভ্রাতা ও ভগিনী,
ধর্ম্মের সঙ্গিনী,
স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি,
ওই পদে সমর্পণে তিলমাত্র
হইনি চঞ্চল। সত্য ও বালক
সবাকার যথা—আমারও
সেইরূপ আদর স্নেহের।

তা বলে রাজন্
সত্য লুকাইবে বিভীষণ
স্নেহ মায়া মমতার বশে।
এস সত্য, কেন অন্তরালে
এস আজি সত্য সন্ধ শ্রীরাম সম্মুখে।

রাম। বিভীষণ!
দিও না ও বাণ!
বুঝে দেখ', ভেবে দেখ' শেষবার।

বিভীষণ। বুঝে তবে রামপদে লয়েছি শরণ।
ব্রহ্ম সত্যে বিনির্ম্মিত,
ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদে তেজোদ্দীপ্ত,
বিভীষণ সত্যেতে অব্যর্থ—
ধর ব্রহ্মবাণ সত্য অবতার।
রাক্ষস বিভীষণ মরিয়াছে বহুদিন,
ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভীষণ নাহি জানে মায়ার রোদন।
ওই—ওই আসে দুরন্ত বালক,
অম্লানে হানিয়া বাণ, হে রাঘব
বিজয়শ্রী করহ ধারণ।

[বিভীষণের প্রস্থান

রাম। রক্ষ মায়াছলে সীতাহারা,
পুন কি হারাবে রাম লক্ষ্মণে তাহার—
রক্ষ মায়া প্রভাবে হেথায়?
না—না কিছুতেই নয়।

[তরণীর প্রবেশ]

তরণী। না—না, কিছুতেই নয়।
তরণী আজি ফিরে নাহি যাবে—
যতক্ষণ নাহি পাবে বন্দী বিভীষণে।
একি রঘুবীর! রণে ভঙ্গ দিয়ে
শিবিরে লুকায়ে? আহত
অরাতি প্রতি রাক্ষসেরা নাহি করে দয়া,
লক্ষ্মণ শুয়েছে সেথা তরণী শায়কে,
তোমারে শোয়াব হেথা অনন্তের কোলে।

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। সুগ্রীব জীবিতে? আরে দুষ্ট
এইবার চরম উদয়।

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

লক্ষ্মণ। রুদ্ধ কর অন্য পথ সুগ্রীব রাজন্।
এ মুখে লক্ষ্মণ, বন্দী করি
জীবন্ত এ শ্বাপদ শিশুরে
চিরকাল রাখিব পিঞ্জরে।
তরণী। তার আগে জনে জনে
যমপুরে তরণী পাঠাবে।
রাম। রে লক্ষ্মণ! বিষ্ণু শর যুড়িয়া কার্ম্মুকে
রক্ষা কর শিবিরের পূরব দুয়ার।
পশ্চিমেতে সুগ্রীব ধীমান্
শিব বাণে টানহ সন্ধান।

দেখ’ যেন ব্রহ্মবাণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
শিবিরের বহির্ভাগে গিয়ে
না পুড়ায় অবনীমণ্ডলে।

তরণী। ব্রহ্মবাণ—ব্রহ্মবাণ ?
কে দিল তোমায় ব্রহ্মবাণ।

রাম। মৃয়মান কেন মায়াধর ?
নিজ হস্তে ব্রহ্মার নির্ম্মাণ,
দেখ্ তোর মৃত্যুবাণ শ্রীরাম কার্ম্মুকে।
থাকে যদি এ জগতে কেহ কাঁদিবার
তার তরে কেঁদে নে বারেক।

তরণী। কিবা হেতু জগন্নাথ ?
হেন মুক্তি কার ভাগ্যে ঘটে ?
বায়ু, যম, শশাঙ্ক, অনল,
প্রজাপতি, বরুণাদি
অসংখ্য দেবতা,
কত পিতৃ পিতামহগণ,
ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবলোক,
একাধারে এই মানস মোহন
শ্রীরূপে তোমার। কি ভীষণ
করালবদন। সমুদ্র গামিনী
যথা বেগবতী নদী।
অনলের মুখে পতঙ্গ যেমতি,
সেইরূপ অবিরত তীব্রগতি
অসংখ্য অসংখ্য জীব প্রবেশিছে
সুভীষণ বদন বিবরে তব।

রাম। রে লক্ষ্মণ! চেয়ে দেখ্,
বাহু সনে ঘন ঘন চরণ কম্পন
নয়নেতে অশ্রুর প্লাবন,
ব্রহ্মবাণ করেছি সন্ধান,
ফিরাবার নাই যে উপায়।

লক্ষ্মণ। দাদা! ভুলিও না মায়াধর—
রাক্ষস মায়ায়।

তরণী। না—না, ভুলিও না মায়াময়—মায়ায় আমার,
আমি রিপু, বিজয়ে এসেছি শিবিরে তোমার
বিভীষণে বন্ধনের হেতু। অন্তরায় তুমি,
বাণে বাণে হারায়ে তোমায়
বিভীষণে করিব গ্রহণ। জয় রাম,
শ্রীরাম—রক্ষ প্রাণ অবতার রাম।

(বাণ নিক্ষেপ)

রাম। তবে ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্য! সত্য যুগে
ব্রহ্ম বাক্য হোক সত্য সফল নিয়ত।

(ব্রহ্মবাণ ক্ষেপণ ও তরণীর পতন)

তরণী। ওঃ—রাম রাম, জয় রাম—শ্রীরাম।
তরণীর কাটামুণ্ডে বল রাম রাম।
দেখে যাও কি পূণ্যে, কোন্ মহাতীর্থে,
মরিছে তরণী তব—পিতা বিভীষণ!—

রাম। (বিস্ময়ে ছুটিয়া তরণী শির কোলে লইয়া)
পিতা বিভীষণ?

লক্ষ্মণ। (বিস্ময়ে) পিতা—বিভীষণ!

সুগ্রীব। পি—তা—বিভী—ষ—ণ!

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। পিতা—বিভীষণ।

রাম। কি করিলে মিত্রবর! কেন বল নাই আগে
তরণীসেন তোমারি তনয়।

বিভীষণ। তাহ'লে তো রক্ষ জন্ম হ'তে
নিষ্কৃতি পেতনা কভু তনয় আমার।
এমন সৌভাগ্যে—এমন পুণ্যেতে
পুনর্জ্জন্ম নিবারণ হেন রামের চরণে।

রাম। তুমিই দেখালে মিত্র অবনী মণ্ডলে
সার সত্য ধর্ম্ম কি মহান্।
সত্য মূর্ত্তি নির্ম্মানিলে তুমি,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা তাহে
ব্রাহ্মণ মাণ্ডব্য হ'তে।

বিভীষণ। তরণি—তরণি!

তরণী। পিতা—পি—তা—

বিভীষণ। এ চরমে অন্য নাম নাই,
অন্তে গঙ্গা নারায়ণে নাহি প্রয়োজন
রাম, রাম, অবিরত রাম নাম কর উচ্চারণ।

তরণী। রাম—রাম! বস' হেথা
রামের সেবক। বহুকাল পরে
অঙ্ক উপাধানে রাখি শির,
নিশ্চিন্তে নিদ্রিত হই অনন্তের তরে।
একি রাম! বাহু যে ওঠে না
পিতৃ পদধূলি করিতে গ্রহণ।

বিভীষণ। নাহি প্রয়োজন। দয়াময় রাম,
কত সব আর? পিতৃ অঙ্কে
ভিন্ন বক্ষ—ছিন্ন কণ্ঠ রুধিরাক্ত
আসন্ন শয্যায় পুত্র, দয়া করে
শীঘ্র কর অন্তিম বিধান।
হৃদি পুষ্প রক্তাঞ্জলি দিলাম চরণে
বল' বল' জগন্নাথ, এততেও
বিভীষণ রক্ষ জন্মে পাবেনা উদ্ধার।

তরণী। জয় রাম—শ্রী—রা—ম (মৃত্যু)

রাম। মিত্রবর! মহাপ্রাণ তুমি,
তাই লভেছিলে এমন সন্তান।
ভক্তিতে আদর্শ তরণীসেন
কাটামুণ্ডে বলে রাম-রাম!

লক্ষ্মণ। কবে কতদিনে প্রভু সংসার তাপিত জীব—
রাম নামে পাবে পরিত্রাণ!

সুগ্রীব। যে যথায় আছ,
জয় রাম—শ্রীরাম বলি
তরণী সৎকারে হও আগুয়ান্।

সকলে। জয় রাম—শ্রীরাম—রক্তাঞ্জলি—রক্তাঞ্জলি
শোচণীয় 'রক্তাঞ্জলি' শ্রীরাম চরণে

যবনিকা